আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

হাঁচি-কাশির চেয়ে কথায় বেশি ছড়ায় করোনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনা বায়ুবাহিত, হাওয়ার কণায় ভেসে ছড়াতে পারে। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় চিকিৎসা সাময়িকী দ্য ল্যানসেটের প্রতিবেদন তাই বলছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বাতাসের কণায় ভেসে করোনা ছড়ায় কিভাবে? তার মানে কি আক্রান্ত রোগীর **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৩১ || সোমবার || বৈশা ১২ || ১৪২৮ || রমাদান ১৪ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 31 || 26 April || 2021 || USA. **FREE** in NY, Other State **$1**

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নয়া মাস্ক আবিষ্কার ঃ সংস্পর্শে এলেই মরবে জীবাণু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সারা বিশ্বকে। এই ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে মাস্ক, পিপিই, সঠিক জীবাণু মুক্তিকরণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। এই অবস্থায় এমন এক মাস্ক তৈরি করলেন একদল গবেষক যা শুধুমাত্র ভাইরাসকে শরীরে প্রবেশের থেকে আটকাতে সাহায্যই করে না, মাস্কের ওপর চলে আসা ভাইরাসকে মেরেও ফেলে। সারা বিশ্বের কাছেই এই গবেষণা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে চলেছে বলে দাবি করলেন আইআইটি মান্ডির এক দল গবেষক। সম্প্রতি আমেরিকার একটি



জার্নাল 'আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি- অ্যাপ্লায়েড মেটেরিয়ালস অ্যান্ড ইন্টারফেসেস'-এ প্রকাশিত হয়েছে এই গবেষণা। অতিমারিকে রুখতে আশা দেখাচ্ছেন আইআইটি মান্ডির গবেষক অমিত জায়সওয়ালের নেতৃত্বে সৌনক রায়, প্রবীণ কুমার এবং অনিতা সরকারের নিরন্তর পরিশ্রম। কী উপাদান দিয়ে তৈরি এই মাস্ক? এটা কীভাবে কাজ করে? মলিবডেনাম ডাইসালফাইড। এই বিশেষ উপাদান দিয়ে একটি চুলের থেকেও কয়েক গুণ পাতলা একটি আস্তরণ তৈরি করা **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

করোনার ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট
মহাবিপদ ঃ সীমান্ত বন্ধের পরামর্শ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ভারতে চিহ্নিত করোনার বিপজ্জনক ভ্যারিয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারতে যেভাবে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে তা ক্রমে বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ভারত পরিস্থিতিতে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা শনাক্তের সংখ্যা ৩ কোটি ১৯ লাখ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

নিউইয়র্কে মুসলিম তরুণীর ওপর এসিড সন্ত্রাস



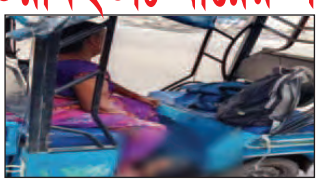
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে এবার ক্রমবর্ধমান ইসলামবিদ্বেষী হামলার শিকার হয়েছেন আরও এক তরুণী। নাফিয়া ইকরাম নামের পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ২১ বছর বয়সী ওই **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়**

২০২২ সালের মধ্যেই কোভিড পৃথিবী স্বাভাবিক হবে: বিল গেটস

বাংলা পত্রিবা ডেস্কঃ ২০২২ সালের মধ্যেই পৃথিবী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে মনে করেন জনহিতৈষী হিসেবে পরিচিত বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যাক্তি বিল গেটস। এর আগেও তিনি তার এই **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

ভারতে করোনার ভয়াবহতাঃ মায়ের পায়ে ছেলের লাশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ভারতের করোনা সংক্রমণ দিনদিন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই ভয়াবহতার চিত্র সামনে এসেছে একটি ছবিতে। ভারতের উত্তর প্রদেশের বারনাসী শহরের ব্যস্ত সড়ক থেকে তোলা তোলা ছবিটিতে দেখা



যায়, মায়ের পায়ের কাছে পড়ে আছে করোনায় মারা যাওয়া সন্তানের লাশ।বিবিসি জানিয়েছে, সোমবার সকালে চন্দ্রকলা সিং তার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

হেফাজতের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ চলমান অস্থির ও নাজুক পরিস্থিতি বিবেচনায় হেফাজতে ইসলাম **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

নিউইয়র্কের সেহরি ও ইফতার সময়

		সেহরি শেষ	ইফতার
২৬ এপ্রিল	১৪ রমাদান	৪.৩২	৭.৪৭
২৭ এপ্রিল	১৫ রমাদান	৪.৩০	৭.৪৮
২৮ এপ্রিল	১৬ রমাদান	৪.২৮	৭.৪৯
২৯ এপ্রিল	১৭ রমাদান	৪.২৭	৭.৫০
৩০ এপ্রিল	১৮ রমাদান	৪.২৫	৭.৫১
১ মে	১৯ রমাদান	৪.২৩	৭.৫২
২ মে	২০ রমাদান	৪.২২	৭.৫৩

বাংলাদেশেই ভারতীয় টিকা উৎপাদনের প্রস্তাব দিল্লীর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন 'কোভিশিল্ড' দিতে না পেরে এ দেশেই যৌথ উদ্যোগে 'কোভ্যাক্সিন' উৎপাদনের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। গতকাল শনিবার ঢাকায় **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

বাংলাদেশে করোনার নতুন ধরন শনাক্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দেশে কোভিড-১৯ এর নাইজেরিয়ার ধরন শনাক্ত হয়েছে। এই ভ্যারিয়েন্টের নাম বি.১.৫২৫। করোনাভাইরাসের জিনোমের উন্মুক্ত তথ্যভান্ডার জার্মানির গ্লোবাল **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়**

স্কটল্যান্ডের রাজনীতিতে একজন বাঙালি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : স্কটল্যান্ডে প্রথম বাঙালির পদচারণা ঠিক কখন হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। বিলেতের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পর্ক কয়েক শত বছরের। সংগত কারণে ভারতীয় উপমহাদেশীয়দের বিলেত ভ্রমণের অনেক বিবরণ **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
OUR MOST POPULAR COURSES:
- Basic Computing for IT Help Desk Support
- Software Testing with Selenium
- BI Developer with Power BI & SQL Server

We provide guaranteed job assistance
No IT experience required
Interactive courses
Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (929) 601-8565 NY (347) 658-9284
167-11 Hillside Avenue # 2a, Jamaica, NY 11434
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
বাক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেভ $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

লস এঞ্জেলেসে স্বাগতিক কমিটির নেতৃবৃন্দ

যুক্তরাষ্ট্রে দর্শক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে ফোবানার ৩৫তম সম্মেলন

লস এঞ্জেলেস (ক্যালিফোর্নিয়া): ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা 'ফোবানা'র এ বছরের সম্মেলন সরাসরি দর্শকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৭ এপ্রিল শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নীয়া রাজ্যের লস এঞ্জেলেস শহরের লিটল বাংলাদেশ এর বাংলাদেশ একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ ঘোষনা দেন ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন স্বাগতিক কমিটির নেতৃবৃন্দ। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব লস এঞ্জেলেস 'বালা'র আমন্ত্রনে ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন স্বাগতিক কমিটির নেতৃবৃন্দ তিনদিন সফরে গত ১৬ এপ্রিল(বাকি অংশ ৮ পাতায়)



জঙ্গী হেফাজত হটাও, ধর্ম দেশ বাঁচাও-আহলে সুন্নাত ইউএসএ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে আগমনকে কেন্দ্র করে দেওবন্দী কওমী হেফাজতের অগ্নিসংযোগ ভাংচুর, অরাজকতা ও সন্ত্রাসের নিন্দায় গত ১২ এপ্রিল সোমবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের খাবারবাড়ি হলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিতত হয়েছে।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবদুর রহীম মাহমুদ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ হেলাল মাহমুদ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর মহাসচিব হাফেজ মাওলানা ওয়াসিম সিদ্দিকী প্রমুখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, কার্যকরী সদস্যবৃন্দ মুহাম্মদ নাজিমুদ্দীন, আব্দুল করীম ফয়েজ, মুহাম্মদ আবদুর রহীম প্রমুখ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের নিকট জঙ্গী হেফাজতকে সন্ত্রাস, ভংচুর ও অগ্নি সংযোগের করণে আইনের আওতায় আনার দাবী জানান। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারকে রাষ্টীয় নিয়ন্ত্রণহীন দেওবন্দী কওমী মাদ্রাসাকে রাষ্ট্রীয় মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় এনে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধের ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানান।

প্রতিবাদ সভায় নেতৃবৃন্দ সাধারণ জনগণকে সকল প্রকার উগ্রবাদ সন্তাস ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের ব্যাপারে সচেতন হওয়ারও আহ্বান জানান। প্রতিবাদ সভায় বক্তাগণ চীনের উইঘুর, মিয়ানমারের আরাকান, ভারতের কাশ্মীর, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন ও ইয়েমেনে মুসলিম হত্যা উচ্ছেদ ও নির্যাতন বন্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার আহবান জানান। সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশ আমন্ত্রণেরও নিন্দা জানানো হয়। কারণ নরেন্দ মোদী গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা, কাশ্মীরের স্বায়ত্ব শাসন বাতিল এবং এনআরসি ও সিএএ-এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক হানাহানি সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত যা বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

সভায় রমাদানকে স্বাগত জানিয়ে এবং চলমান করোনার ভয়াল পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব মানবতার মুক্তি কামনায় আল্লাহর নিকট বিশেষ মুনাজাত পাঠ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আহালে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আনুগত্যই ইসলামের মূলধারা-আহলে সুন্নাত



নিউইয়র্ক: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর উদ্যোগে ও চিশতিয়া আলিয়া দরবার শরীফ নিউইয়র্কের ব্যবস্থাপনায় গত ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার লং আইল্যান্ডের কোমেকস্থ দরবার হলে "শানে আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরাম মাহফিল" অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও না'ত শরীফ পাঠের মাধ্যমে মাহফিল শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবদুর রহীম মাহমুদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ হেলাল মাহমুদ, মহাসচিব হাফেজ মাওলানা ওয়াসিম সিদ্দিকী, সহ সভাপতিবৃন্দ, মাওলানা আনোয়ারুল হক কাদেরী, মুহাম্মদ নাদের প্রমুখ। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টাবৃন্দ কাজী নয়ন, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, গিয়াস আহমেদ, আবু তাহের, কার্যকরী সদস্যবৃন্দ মুহাম্মদ নাজিম, নাজের উদ্দিন, আহসান হাবিব এবং বিশিষ্ট জনের মধ্যে মুহাম্মদ আলী বাবু, রিমন ইসলাম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) সিদ্দিকুর রহমান, কাজী কামরুল ইসলাম, শামসুল আজম আলামিন, মুহাম্মদ আলম শামীম প্রমুখ।

মাহফিলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর নেতৃবৃন্দ বলেন, আহলে বায়াত, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত খেলাফত ও ইমামতের প্রতি আনুগত্যই ইসলামের মূলধারা। আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ বা ভেদাবেধ সৃষ্টির কারনেই মুসলিম সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে রাফেজী, খারেজী, নাসেবী, এজিদী, শিয়া, মুতাজিলা প্রমুখ বাতেল ফেরকা সমুহের সৃষ্টি হয়ে ইসলামের প্রকৃতধারার বিনাশ ঘটে। ৬১ হিজরীতে খারেজী এজিদবাদের হাতে আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামের খেলাফত ইমামতের ধারা সমাজ রাষ্ট্র থেকে বিলুপ্ত হয়। ফলে ইসলাম রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে উৎখাত হয়ে যায়।

বক্তারা বলেন, আজকের যুগেও আমরা যদি সত্যিকারের ইসলামে উজ্জীবীত হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে নবীপ্রেমে আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামের খেলাফত ইমামতের আনুগত্যে থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগের বলদর্পী দুটি বাতেল ফেরকা খারেজী ওহবীবাদ ও রাফেজী শিয়াবাদ কোনো না কোনোভাবে আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত খেলাফত ইমামতকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করেই চলেছে।

বক্তাগণ সকল মুমিন জনতাকে ঈমানের তাকিদে আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত খেলাফত ইমামতকে মান্য করার আহবান জানান। দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাতু সালাম পাঠান্তে বিশ্ব মনবতার করোনা থেকে মুক্তির কামনায় বিশেষ মুনাজাতের মাধ্যমে "শানে আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরাম মাহফিল" সমাপ্ত হয়।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সিএনডি এবং ইউনিসেফ ও ইউএন উইমেন এর নির্বাহী বোর্ডে নির্বাচিত

নিউইয়র্ক: আগামী তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মাদকদ্রব্য বিষয়ক কমিশন (সিএনডি)-এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হল বাংলাদেশ। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) এর সহযোগী সংস্থা সিএনডি-এর এই নতুন পরিষদ ২০২২ সালের জানুয়ারী মাসে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ইকোসকের ব্যবস্থাপনা সভায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যক্ষ ভোটে মঙ্গলবার (২০ এপ্রিল) এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বাংলাদেশ ছাড়াও সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, এবং ইরান এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে সংস্থাটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।



নির্বাচনে জয়লাভের পর জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, "সিএনডি'র এই নির্বাচনটি ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ। বাংলাদেশ এতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে (৪৩ ভোট)। এই বিজয় বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশের নেতৃত্বের উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থারই বহি:প্রকাশ"।

বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যার সকল দিকের প্রতি বাংলাদেশ সবসময়ই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে অবৈধ মাদক ব্যবসা বন্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এবিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা আরও বলেন, "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে কমিশনের সদস্য হিসেবে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করব"।

জাতিসংঘের মাদকদ্রব্য বিষয়ক কমিশন (সিএনডি) ৫৩ সদস্যের একটি সংস্থা। কমিশনটি বৈশ্বিক মাদকদ্রব্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস বিবেচনা এবং রেজুলেশন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এবিষয়ক সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এর সদরদপ্তর ভিয়েনায় অবস্থিত।

এছাড়া আজকের ইকোসক ব্যবস্থাপনা সভায় ইউনিসেফ ও ইউএন উইমেন এর নির্বাহী বোর্ডের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। উভয় বোর্ডে বাংলাদেশ সদস্য হিসেবে পুন:নির্বাচিত হয়েছে। নতুন এই বোর্ড দুটি জানুয়ারী ২০২২ থেকে কার্যক্রম শুরু করবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ বর্তমানেও বোর্ড দুটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। নির্বাহী বোর্ডই জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ এই সংস্থা দুটি'র মুল পরিচালনা পর্ষদ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি



ইয়ামিন ভাইকে বিদায়ি সালাম



শরিফুজ্জামান পিন্টু

পরদিন ভোরে একই ফ্লাইটে আমাদের স্টকহোম থেকে ঢাকায় ফেরার কথা। ইয়ামিন ভাই আমাকে বললেন, 'পিন্টু একটা অনুরোধ করব। রাখবেন?' বললাম, অবশ্যই। 'আপনাকে স্টকহোমে থেকে যেতে হবে। আপনি গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিককে ছাড়িয়ে নিয়ে ঢাকায় ফিরবেন।' এমনভাবে ইয়ামিন ভাই বললেন যে, না করতে পারিনি। বললাম, আমার সঙ্গে আরেকজনকে রেখে যান।

বলা হয়ে থাকে, কোনো মানুষ সম্পর্কে ভালো ধারণা পেতে হলে তার সফরসঙ্গী হতে হয়। আমরা ঢাকার একদল সাংবাদিক ইউরোপে সৈয়দ ইয়ামিন বখতের সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। এই মানুষটি সম্পর্কে সেই যে ভালো ধারণা হলো তা আজও আছে, থাকবে যতদিন বেঁচে থাকব।

ইয়ামিন ভাইয়ের বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। করোনায় তাকে কেড়ে নিয়েছে আজ শনিবার। বলা যায় এটা অকালমৃত্যু। মৃত্যুর খবর শোনার পর মনে পড়ছে ওনার নেতৃত্বে সেই গুরুত্বপূর্ণ সফরের কথা। গুরুত্বপূর্ণ সেই অর্থে যে, বাংলাদেশের একদল সাংবাদিক নোবেল শান্তি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান কভার করার সুযোগ পেয়েছিল।

সৈয়দ ইয়ামিন বখত তখন গ্রামীণফোনের কমিউনিকেশন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান কভার করতে আমাদের নেয়া হয়েছিল নরওয়ের রাজধানী অসলোতে। ৯ ডিসেম্বর ছিল নরওয়েজিয়ান নোবেল একাডেমির সংবাদ সম্মেলন, ১০ ডিসেম্বর নোবেল শান্তি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এই সফরে তিনি ছিলেন আমাদের দলনেতা।

ওই দুটি অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে যোগ দেয়া সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন শাইখ সিরাজ, সদ্যপ্রয়াত শাহীন রেজা নূর, নাসির আলী মামুন, ইনাম আহমেদ, আবু সাঈদ খান, জ. ই মামুন, সুপন রায়, আমীরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম রতন, জাহেদ চৌধুরী, মাহমুদ হাসান, সাইফুল হাসান প্রমুখ। ইয়ামিন ভাই ছাড়াও গ্রামীণফোন থেকে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন সেই সময়ের কমিউনিকেশন বিভাগের ম্যানেজার মঈন তারেক।

নরওয়ে সাগরের গা ঘেঁষে অবস্থিত অসলো সিটি হলে নোবেল পুরস্কার বিতরণ করা হয়। রাজকীয় ওই অনুষ্ঠানে নোবেল শান্তি পুরস্কার তুলে দেয়া হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে। হলিউড তারকা অ্যাঞ্জেলিকা হিউস্টন ও শ্যারন স্টোন, 'এ গার্ল লাইক মি' শিরোনামে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাড়া জাগানো অ্যালবামের স্রষ্টা রিহানা, লায়োনেল রিচি, পাও-লিনা রুবিও, হাকিম, মর্টেন আবেল, ওয়াইনোন্নাসহ বিশ্ববিখ্যাত তারকারা ওই অনুষ্ঠান মাতিয়ে তুলেছিলেন কথা ও সুরের মূর্ছনায়।

নরওয়ে থেকে আমাদের গন্তব্য সুইডেনে। স্টকহোমে অবস্থিত এরিকসন ভবনে আমাদের নেয়া হয়। সেখানে একদিন অবস্থান করার পর ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ আমাদের দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু দেশে ফেরার আগের রাতে ঝামেলায় পড়লাম আমরা। সফরসঙ্গীদের একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ইয়ামিন ভাই তখন অস্থির। আমাকে খুঁজতে শুরু করলেন। আসলে আমরা যে যার মতো ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। স্টকহোম আমার একটু বেশি চেনা। কারণ ২০০৪ সালে স্টকহোম ইউনিভার্সিটি থেকে সিডার স্কলারশিপে ডিপ্লোমা করেছি। ওই সময়ে সুইডেনসহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো ঘুরে দেখেছি।



নরওয়ে: ১০ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে অসলোতে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান কভার করতে যাওয়া সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৈয়দ ইয়ামিন বখত। ছবিতে সর্বডানে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন এর সিইও আবু তাহের। ছবি: সংগ্রহ।

হোটেলে ফেরামাত্র ইয়ামিন ভাই রুমে ছুটে এলেন। বললেন, 'পিন্টু, ঝামেলা হয়ে গেছে। অমুককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কী করা যায়, দূতাবাসে যোগাযোগ করতে হবে। এখানে বাঙালীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।'

সুইডেন সম্পর্কে আমার মোটামুটি ধারণা থাকার কথা ইয়ামিন ভাই আগেই জানতেন। এর আগে কয়েকদিন ধরে তার সঙ্গে গল্পগুজব কম হয়নি। তিনি বেশ সুন্দরভাবে সিগারেট টানতেন।

ইয়ামিন ভাই অস্থির হয়ে পড়লেন। পরদিন ভোরে একই ফ্লাইটে আমাদের স্টকহোম থেকে ঢাকায় ফেরার কথা। ইয়ামিন ভাই আমাকে বললেন, 'পিন্টু একটা অনুরোধ করব। রাখবেন?' বললাম, অবশ্যই। 'আপনাকে স্টকহোমে থেকে যেতে হবে। আপনি গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিককে ছাড়িয়ে নিয়ে ঢাকায় ফিরবেন।' এমনভাবে ইয়ামিন ভাই বললেন যে, না করতে পারিনি। বললাম, আমার সঙ্গে আরেকজনকে রেখে যান।

তখন সাইফুল আমার সঙ্গে থাকতে রাজি হলেন, তিনি তখন চ্যানেল ওয়ানের রিপোর্টার, আমি প্রথম আলোর। আমাদের বয়সও কাছাকাছি। আমি ও সাইফুল টিকিট পরিবর্তন করতে বের হলাম। এরপর গেলাম স্টকহোমে বসবাসরত বাঙালী দেলোয়ার হোসেনের পরামর্শ নিতে। তিনি সুইডেনের রেল বিভাগে চাকরি করতেন, আর বাংলাদেশ থেকে প্রজন্ম একাত্তর নামে একটি মাসিক পত্রিকা ছেপে তা সুইডেনে নিয়ে বাঙালী গ্রাহকদের কাছে পাঠাতেন। আমিও প্রজন্ম একাত্তরের কয়েকটি সংখ্যা ঢাকা থেকে বের করে দিয়েছিলাম, প্রতিমাসে একটি সংখ্যা বের হতো। তা ছাড়া দেলোয়ার ভাই জনকণ্ঠের সুইডেন প্রতিনিধি ছিলেন।

প্লেনের টিকিট পাল্টাতে গিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লাম। ঢাকার এই সাংবাদিক কবে ছাড়া পাবেন, তা জানি না। সুইডেনের আইন-কানুন সম্পর্কেও তেমন ধারণা নেই। সাইফুল আর আমি পরামর্শ করে তিনদিন পর টিকিট বুকিং দিলাম। এরপর ফোনে দেলোয়ার ভাইয়ের অবস্থান জানতে চাইলাম। একটি রেলস্টেশনে কর্মস্থলে গিয়ে দেখা করলাম দেলোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে। সব খুলে বললাম। উনি দূতাবাসের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বললেন। দূতাবাসের পক্ষ থেকে সুইডিশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হলো।

হোটেলে ফিরলাম, সবার মন খারাপ। প্রায় এক সপ্তাহ একসঙ্গে কাটিয়েছি ইয়ামিন ভাইয়ের নেতৃত্বে। সবাই চলে যাবে। একজন জেলে আছে, তাকে ছাড়িয়ে দেশে নিতে আমাদের দুজনকে থাকতে হবে।

আমরা একই হোটেলে থাকতে চাইলাম। কিন্তু দেলোয়ার ভাই নাছোড়বান্দা। তার বাসায় থাকতে হবে। বললাম, আমরা তো দুজন, হোটেলেই থাকি। তিনি বললেন, তার বাসায় থাকতে হবে।

পরদিন হোটেল ছেড়ে দেলোয়ার ভাইয়ের বাসায় উঠলাম। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে থাকি। বিকেল নাগাদ দেলোয়ার ভাইয়ের কাছে খবর এলো, ওই সাংবাদিক মুক্তি পেয়েছেন। আমরা কোথায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম তা এখন আর মনে পড়ছে না। তবে তাকে সঙ্গে নিয়ে পরদিনের টিকিট নিশ্চিত করলাম। বললাম, তাকে ঢাকায় চলে আসতে।

এদিকে সাইফুলের মাথায় চাপল আশপাশের কোনো একটি দেশ ঘুরতে যাবে। আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল ডেনমার্ক আওয়ামী লীগের তখনকার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী লিংকন মোল্লার সঙ্গে। তাকে ফোনে বললাম, পরদিন কোপেনহেগেন আসছি। একটা হোটেলে রুম বুকিং দিতে অনুরোধ করলাম। লিংকন ভাই বললেন, আগে আসেন। তারপর রুম পাওয়া যাবে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। কোপেনহেগেনে সেদিন ব্যাপক সহিংস ঘটনা। কোনোমতে লিংকন ভাইয়ের বাসায় পৌঁছালাম। এটা কয়েকদিন ধরে চলতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। লিঙ্কন ভাইয়ের বাসায় খাওয়া-দাওয়া করে রাতেই রওনা হলাম স্টকহোমে, পরে সেখান থেকে ঢাকায়।

ইয়ামিন ভাই স্টকহোমে আমাদের দু'জনকে রেখে আসার সময় তিন হাজার ইউএস ডলার দিয়ে এসেছিলেন। কোথাও কোনো খরচ হলে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য। ঢাকায় ফিরে ডলারগুলো তাকে ফেরত দিতে গ্রামীণ ফোন কার্যালয়ে যাই। পুরো তিন হাজার ডলার ফেরত দেয়ায় তিনি একটু বিস্মিত হলেন। তাকে বললাম, আসলে আমাদের তেমন কোনো খরচ হয়নি। স্টকহোমে দেলোয়ার ভাই এবং ডেনমার্কে মোহাম্মদ আলী ভাই আপ্যায়ন করেছেন। স্টকহোমে থেকেছি দেলোয়ার ভাইয়ের বাসায়। আর স্টকহোম থেকে ডেনমার্ক গেছি নিজেদের খরচে।

ইয়ামিন ভাই খুশি হলেন। বললেন, করপোরেট হাউসে এই তিন হাজার ডলার কীভাবে খরচ দেখাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম। এর তো কোনো রসিদও দেয়া যেত না।

মনে পড়ছে ইয়ামিন ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় জনকণ্ঠে আমার সাবেক জ্যেষ্ঠ সহকর্মী রেজোয়ানুল হকের মাধ্যমে (এখন মাছরাঙা টেলিভিশন)।

একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এসে জানালেন গ্রামীণফোন কল সেন্টারের জন্য শত শত ছেলেমেয়েকে খন্ডকালীন চাকরি দিচ্ছে। গ্রামীণফোনে আমার কেউ পরিচিত আছে কি না? আমি জানতাম, ইয়ামিন ভাইয়ের সঙ্গে রাজা ভাইয়ের সুসম্পর্কের কথা। রাজা ভাইকে বিষয়টি বললাম। তিনি ছাত্রটির বিষয়ে বললেন ইয়ামিন ভাইকে। তিনি আমাকে যেতে বললেন। দেখা করলাম ইয়ামিন ভাইয়ের সঙ্গে। এরপর ছাত্রটির খন্ডকালীন চাকরি হয়ে গেল।

ইয়ামিন ভাই আসলে ছিলেন সাংবাদিক। এই প্রজন্মের অনেকেই হয়তো তাকে চিনবেন না। তিনি দ্য ডেইলি স্টারের সাবেক বার্তা সম্পাদক ছিলেন, পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। সেখান থেকে গ্রামীণফোনে যোগ দেন এবং প্রতিষ্ঠানটির কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক হয়ে অবসরে যান। মাত্র কিছুদিন আগেও মঈন তারেকের কাছে খোঁজ নিলাম ইয়ামিন ভাই সম্পর্কে। অবসরে যাওয়ার পর তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বছর দুয়েক আগে কথা হয়। আজ শুনলাম আকস্মিক বিদায়ের কথা। যেন চোখের সামনে একজন ভালো মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

লেখক: সাংবাদিক।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ



রেহানুজ্জামান

দুই হাজার একুশ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সাল, দুই হাজার একুশ সাল মুজিব শতবর্ষীয় সাল। এ উপলক্ষে দক্ষিণ এশিয়াসহ অনান্য বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের স্ব শরীরে, ও ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে দেশব্যাপী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ অনুষ্ঠান পালিত হলো। সময় কিন্তু কম নয় আবার ও তত বেশি ও নয়। পঞ্চাশ বৎসরে একটি দেশ পা রাখবে এটা অত্যন্ত খুশির বিষয় ও আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়। যে শিশু একাত্তর সালে জন্ম নিয়েছিল সেই শিশু আজ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। আর যে সূর্য সন্তানরা, বীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনকে বাজি রেখে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করতে অস্ত্রহাতে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশকে শত্রু মুক্ত, শৃঙ্খল মুক্ত করেছে আবার অনেকেই বীরের মর্যাদা নিয়ে ইহলোকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। অনেকেই আবার আমাদের মাঝে বয়সের ভারে কাবু হয়ে আছেন। আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখুন শান্তিতে রাখুন আর যারা ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

১৯৪৭ সালে ইংরেজদের কাছ থেকে পাক ভারত স্বাধীনতা লাভের পর দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে যোগ দেওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমা শাসকদের আসল চেহারা উন্মোচিত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈরী মনোভাব, বৈষম্যমূলক আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমেই উপনিবেশিক শাসন শোষণ নির্যাতন বৈষম্যের শিকার একটি প্রদেশের ভাষাকে নিয়ে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৫২সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রথম পশ্চিম পাকিস্থানিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রব উঠে। ৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে দাবী আদায়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর উপনিবেশিক শাসন শোষণ চালানো হয়। পুর্ব এবং পশ্চিমের সাথে উন্নয়নের মাপকাঠিতে বিরাট এক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। দেশের ভিতরে শিল্পায়নে ধীরগতি লক্ষ্য করা যায় শিল্পায়ন গড়ে উঠেনি। দুর্বল অবকাঠামো, শিক্ষা স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিকশিত হয়নি। বৈষম্যের শিকার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নতির ছিটেফোঁটা লাগেনি। সবটুকুই চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের দখলে। ব্যংক, বীমা শিল্পকারখানা, প্রশাসনযন্ত্রে, আর্মি, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীতে রাজনৈতিক বিভিন্ন উচ্চ পদে সর্বত্র ছিল পশ্চিমাদের প্রাধান্য। ৭১ সালের পহেলা মার্চ প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান বেতার ভাষণে ৩ মার্চের ঢাকায় আহুত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বক্তব্যে ক্ষোভে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠে ঢাকা নগরী। স্থগিত ঘোষণায় মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে হোটেল পূর্বাণীর সামনে সমবেত হয়ে শ্লোগানে শ্লোগানে চারিদিক প্রকম্পিত করে তুলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হোটেলের সামনে এসে সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। বঙ্গবন্ধু বলেন সংগ্রাম করে আমরা মুক্তি আনব আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

সেদিন ঐতিহাসিক ৭ মার্চের জনসমুদ্রের আঠারো মিনিটের ভাষণে তিনি এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বলেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন। এরপর ধীরে ধীরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

২৪ মার্চ রাতের আধারে অপারেশন সার্চলাইট নামে রাজধানী ঢাকায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। অনেক নিরীহ ঘুমন্ত মানুষকে নির্বিচারে পাখির মতো নিধন করে তারা ক্ষান্ত হয়নি। রাজধানী ঢাকাকে বধ্যভূমিতে পরিণত করে।

দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তি যুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিশ্বের মানচিত্রে চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইলের স্বাধীন একটি মানচিত্রের উদয় হয়। নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হল ঠিকই, কিন্তু হানাদার বাহিনী পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেছিল। তারা ভেবেছিল যদি পরাজিত হয়ে এ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় তবে যাওয়ার পূর্বে সবকিছু ধ্বংস করে শুধু শুধু বালি কনা রেখে যাবে। আর এই নীতি তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলো। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে, দুই লক্ষ মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি করে, এক কোটি লোককে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে। রাস্তাঘাট কলকারখানা, ব্রীজ, কালভার্ট, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে খাদ্য নেই অর্থ নেই ঘুরে দাঁড়াতে কত যুগ সময় লাগবে আদৌ কি এ দেশ আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? তারা সবাই ভেবেছিল স্বাধীন হয়ে এ দেশ টিকে থাকতে পারবেনা। দুর্ভিক্ষে এ দেশ ভেঙ্গে পড়ে আবার পশ্চিমাদের দ্বারস্থ হবে। যাতে আর উঠে দাঁড়াতে না পারে পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে নেতৃত্বশুন্য করে দিতে তারা দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের নীলনকশা অনুযায়ী হত্যা করে যাতে এ দেশ স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। আর যেনো ঘুরে দাঁড়াতে না পারে।

পাহাড়সম জনসংখ্যার বোজা আর বিধ্বস্ত অর্থনীতির বিরাট এক চ্যালেঞ্জের মুখে অনেক পাশ্চাত্যের বড় বড় পন্ডিত ও অর্থনীতিবিদরা প্রমাদ গুনেছিলেন যদি বাংলাদেশ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উঠে দাঁড়াতে পারে, উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে, পৃথিবীর যেকোনো অনুন্নত দেশ ই একদিন না একদিন উন্নত হতে পারবে। হ্যাঁ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ দাঁড়াতে পেরেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বাংলাদেশের চিত্র আর এখনকার বাংলাদেশের চিত্র এক নয়।

বর্তমান বিশ্বে যে এগারোটি দেশকে 'উদীয়মান এগারো' বলে অবিহিত করা হয় তাদের মধ্য বাংলাদেশ অন্যতম একটি। যে দেশের দরীদ্রের হার ৭৫%শতাংশ ছিল আজ সেই হার হ্রাস পেয়ে ২০% নেমে এসেছে। বিশ্বে কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ আজ শিল্পে ও সেবা খাতে যথাক্রমে ৩০% ও ৫৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে জিডিপিতে কৃষির অবদান মাত্র শতকরা হার ১৩% তার মানে গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পেশা বদল করে শিল্পায়নের দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

১৯৭১ সালের জনসংখ্যা সাত কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ বৎসর পুর্তিতে তা ষোল কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ ষোল কোটি জনসংখ্যার দেশের কম ফসলি জমিতে পরিকল্পিতভাবে চাষাবাদে দ্বিগুণ, তিনগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই বিরাট একটি অর্জন।

গত বছর করোনা এবং তিন দফা বন্যা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি এগিয়ে আছে কোন প্রভাব পড়েনি।

স্বাধীনতার সময় মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ১.৬% গত বৎসর তা বৃদ্ধি পেয়ে ৮% দাড়িয়েছে।

রফতানিমুখি শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে পোশাক খাত। ঔষধ শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য এসেছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের যে, বিশ্বের ১৪৭টি বাংলাদেশের ঔষধ প্রেরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া শাকসবজী, ফলমূল, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু পালনে বিরাট এক ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের প্রবাসী রিমিটেন্স যোদ্ধারা তাদের কষ্টার্জিত রিমিটেন্সে দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু গত বৎসর-ই বৈদেশিক রিমিটেন্স এসেছে ৭০ হাজার কোটি টাকা।

১৯৭২-৭৩ সালে বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র দুই কোটি ডলার আজকে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫ বিলিয়ন ডলারে। ঠিক সেই সময় বাজেটের মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা। গত ২০১৯-২০ সালের বাজেটের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ১ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে দেশের মানুষের মাতাপিচু আয় ছিল মাত্র ১২৯ ডলার যা এখন ২০৭৯ ডলারে দাড়িয়েছে।

স্বাধীনতার সময় যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৯০% তা হ্রাস পেয়ে নেমে এসেছে ২৩%। ৭১ সালে যেখানে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৬ বৎসর তা আজ উন্নীত হয়ে ৭২ বৎসরে দাড়িয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে শিশু মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১৪১ জন তা এখন হ্রাস পেয়ে হাজারে ২১ জনে দাঁড়িয়েছে। আবার জন্মের হার যেখানে ছিল হাজারে পঞ্চাশ জন বর্তমানে তা প্রতি হাজারে দাঁড়িয়েছে ১৮ জনে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের ৭০হাজার গৃহহীন পরিবারকে সরকার একটি করে পাকা ঘর দিয়ে মাতা গোজার ঠাই করে দিয়েছে। সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কেউ যেনো আর গৃহহীন না থাকে। উন্নত দেশের আদলে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হচ্ছে। রাজধানীর সাথে বিভাগীয় শহরের যোগাযোগের জন্য চার লেনের এক্সপ্রেস ওয়ে, পাতাল রেল, এলিভেটেড মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, এইসব মেগা প্রজেক্টে অচিরেই দেশের দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই বাংলাদেশ থরথর করে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে বঙ্গবন্ধু যে ধরনের কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন তার সুফল কিন্তু আজ আমরা পাচ্ছি। তিনি তার প্রথম লক্ষ্য পূরণ করেছেন। বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়ে।কিন্তু তার দ্বিতীয় লক্ষ্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ অর্থনৈতিক মুক্তি তার-ই সুযোগ্যা কন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে। যারাই বাংলাদেশকে নিয়ে পরিহাস করেছিল, তলাবিহীন ঝুড়ি বলে কটাক্ষ করেছিল তারাই আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ ষোল কোটি জনতার পরিশ্রমের ফসল্আমার সোনার বাংল্আ আমি তোমায় ভালবাসি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ নাজুক অবস্থানে
মহামারি রোধে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিন

লকডাউন ও কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপের পর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার আবার কমতে শুরু করেছে। এক দিনে মৃতের সংখ্যা ১১২ হয়েছিল, শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে ৮৮ জন। এ সময় আক্রান্তের হার ছিল ১৪ শতাংশ, যা দিনকয়েক আগেও ছিল ২৩ শতাংশের বেশি। বিশেষজ্ঞরা আশা করছিলেন, এভাবে চলতে থাকলে শিগগিরই আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে আসবে। কিন্তু এরই মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজন বিবেচনায় সরকার লকডাউন শিথিল করার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ রবিবার থেকে শপিং মল, বিপণিবিতান খুলে দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২৯ এপ্রিল থেকে গণপরিবহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। ট্রেন চলাচল আবার শুরু করারও চিন্তা-ভাবনা চলছে। ফলে দেশের করোনা পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে করোনা মহামারি ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড হচ্ছে। শুক্রবার প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী এক দিনে আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ৪৫ হাজার এবং মৃতের সংখ্যা দুই হাজার ৬২১ হয়েছে। হাসপাতালে রোগীর ঠাঁই হচ্ছে না। অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সেখানে ট্রিপল মিউটেন্ট যে ভেরিয়েন্ট বা ধরন পাওয়া গেছে, তা অতিমাত্রায় সংক্রামক এবং রোগীর মৃত্যুহারও বেশি। সেই ধরন এরই মধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে কি না তা এখনো জানা যায়নি। বাংলাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার যে ধরনটি বেশি ছড়িয়েছে সেটিও অনেক বেশি সংক্রামক। এসব বিবেচনায় বলা যায়, বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুবই নাজুক। যেকোনো সময় তা খুব খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। তাই আমাদের আরো অনেক বেশি সাবধান থাকতে হবে। ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ যেসব দেশে টিকা প্রদানের হার শতভাগের কাছাকাছি বা ৬০-৭০ শতাংশ, সেসব দেশে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক কমেছে। আমরা টিকা প্রদানের দিক থেকেও অনেক পিছিয়ে আছি। টিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলাম ভারতের ওপর। ভারত এই পরিস্থিতিতে টিকা রপ্তানি করতে পারছে না। এখন আমরা অন্যান্য টিকা আমদানি এবং রাশিয়ার স্পুনিক ভি দেশে তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছি। নতুন উদ্যোগের টিকা কবে নাগাদ পর্যাপ্ত পরিমাণে হাতে আসবে, তা এখনো বলা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় আমাদের জন্য মহামারি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধিগুলো সঠিকভাবে মেনে চলা। শপিং মল খুলে, গণপরিবহন চালু করে সেগুলো কতটা নিশ্চিত করা যাবে, তা নিয়েও অনেক বিশেষজ্ঞ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এটাও ঠিক, জীবিকার পথ খোলা রাখতে হবে। তা না হলে অন্যদিক থেকে জীবনসংকট তৈরি হবে। আবার মহামারি থেকেও মানুষকে বাঁচাতে হবে। দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করে কিভাবে সর্বোচ্চ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।



পাভেল পার্থ

আমেরিকান রাষ্ট্রপ্রধানের উদ্যোগে শুরু হওয়া 'ওয়ার্ল্ড লিডার্স সামিট' পরিচিতি পেয়েছে 'বাইডেন জলবায়ু সম্মেল' হিসেবে। বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে ভার্চুয়ালি আয়োজিত এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চারটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার তুলে ধরছেন। করোনা মহামারিকালে প্রাণ-প্রকৃতির গুরুত্বকে আমলে নিয়ে জলবায়ু সুরক্ষায় বিশ্বনেতাদের এমন আয়োজন পৃথিবী পুনরুদ্ধারের আশা জাগায়। এই ধরনের বৈশ্বিক আয়োজনকে যদি বিশ্বক্ষমতার কেন্দ্র ধরি তাহলে দেখতে পাব, এর চারধারে তড়পাচ্ছে এক জলবায়ু-বিপর্যস্ত চুরমার দুনিয়া। খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, তাপপ্রবাহ, গরম বাতাস, পাহাড়ি ঢল বাড়ছেই। হাহাকার, অসহিষ্ণুতা আর নিরাশার কলিজা নিয়ে বাড়ছে এক নতুন প্রজন্ম। দুঃসহ এই করোনাকালে ফাল্গুনে থেকে দেশের উপকূল অঞ্চলে পানির সংকট শুরু হয়েছে। রুক্ষ বসন্ত মাড়িয়ে বৈশাখের এই তীব্র তাপদাহে পুড়ছে মাটি, নোনা ধুলা উড়ছে গায়। কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই।

সাতক্ষীরার শ্যামনগরের নানা গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেকেই গোসল করেননি সপ্তাহ পার হয়েছে। শাকসবজি ধুতে বেশি পানি লাগে বলে অনেকেই এসব রান্না করছেন না। রান্নাবান্নায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছেন নারীরা। পেটের পীড়া, চর্মরোগ, ব্যথাসহ অসুখে পড়ছে শিশু থেকে প্রবীণ। ঘরে জমানো পানি শেষ, ডোবা-পুকুর-খালেও পানি শুকিয়ে গেছে। কিনে খাওয়ার পানির জন্য দিতে হচ্ছে লম্বা লাইন। নারী ও শিশুর জন্য পানি সংগ্রহ ও মজুতে বাড়ছে নানামুখী কাজের চাপ। পানির জন্য বদলে যাচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক, তৈরি হচ্ছে নয়া দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

এমন নয় যে, পানির এই হাহাকার নতুন। কিন্তু করোনা মহামারিকালে পানির এই যন্ত্রণা নতুন রূপ নিয়েছে। কারণ করোনা স্বাস্থ্যবিধি পালনে বারবার হাত ধোয়া থেকে শুরু করে পানির ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু বাড়েনি পানির উৎস এবং মজুদ। বরং কমছে দিন দিন। এ ছাড়া ইটভাটাসহ শহর থেকে আসা দিনমজুর ও শ্রমজীবী মানুষেরা এখন চাইলেই আগের মতো প্রতিবেশীর পুকুর ও পানির স্থান ব্যবহার করতে পারছেন না। এতে তৈরি হচ্ছে আরও সামাজিক জটিলতা। পুরো শ্যামনগর, কালীগঞ্জ, আশাশুনি যেন বিষণ্ন নোনা এক হতাশা হয়ে আছে।

বৈশাখেও নেই কালবৈশাখী, ঝড় কি বৃষ্টি। এই দুর্মর পানিহীনতায় কে বাঁচতে পারে? মানুষ, ধান জমিন বা গবাদি প্রাণিকূল? পানির এই অদলবদলের সঙ্গে টিকে থাকতে উপকূলের মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই নানা লোকায়ত চর্চা গ্রহণ করেছে। অভিযোজিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে নিজের শরীর, চাহিদা, উপকরণ, কৌশল কি সংস্কৃতি। উপকূলের এই পানিযন্ত্রণা সারাতে সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যায়তন, এনজিও, নানা ব্যক্তি কি ব্যবসায়িক পর্যায়েও নেওয়া হয়েছে নানা প্রকল্প। কিন্তু পানির যন্ত্রণা কমেনি। এই বৈশ্বিক মহামারিকালে পানিশূন্য হয়ে আছে দেশের এক বিশাল অঞ্চল। তীব্র খরা ও তাপদাহে মাটি থেকে শুরু করে বাতাসও যেন তীব্র নোনা হয়ে উঠছে। বিশ্বনেতৃত্বকে এই পানির যন্ত্রণা বুঝতে হবে। কেবল উপকূল নয়, দেশের নানা প্রান্ত আজ নানামুখী জলবায়ু বিপর্যয়ে কাহিল। বাংলাদেশসহ দুনিয়াজুড়ে জারি থাকা এমন রক্তক্ষরণকে বুকে আগলে দাঁড়াবার সাহস করতে হবে বিশ্বনেতৃত্বের।

কেন এমন পানিশূন্য হলো পানিময় উপকূল? সাগরের ঢালাও ছলছল, নদীর হাড়গোড় আর জমিন থেকে জমিন। চারদিকে চারপাশে পানি আর পানি।



কিন্তু কোথাও এক দানা পানি নেই। একটি পরিবারে দিনে লাগে ছয় কলস পানি, আনতে হয় কয়েক মাইল হেঁটে। বর্ষায় হাঁটুসমান দগদগে কাদা আর শীতে হিম কুয়াশার ছোবল সহ্য করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে পানির গতিকে উন্নয়নের ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে কাটা হয়েছে। পানি আর পানি নেই। চারদিকে মরা পানির দুঃসহ নোনা লাশ। প্রথমত চিংড়ি ঘের গলাটিপে হত্যা করেছে উপকূলীয় কৃষির ভিত্তিভূমি। নোনার অত্যাচারে ঝলসে গেছে মাটি কি মাছ, পাখি কি পতঙ্গ। প্রশ্নহীন এক উপকূলীয় বাঁধ তৈরি করে নদীগুলোকে আলাদা করা হয়। গ্রামীণ পুকুর আর জলাধারগুলোও হয়ে ওঠে মৎস্য খামার। খালের সঙ্গে নদীর প্রবাহ আটকে শুরু হয় লবণপানির স্থায়ী জলাবদ্ধতা। বাড়তে থাকে কৃষি থেকে উদ্বাস্তু মানুষের দিনমজুরির জীবন। এককালে ঘি-দই-মিষ্টির জন্য যে অঞ্চলের চারধারে ছিল টইটম্বুর খ্যাতি। আজ সে অঞ্চলে কোনো গরু-ছাগল নেই। গরু চরানোর একটি মাঠ নেই, নেই একবিন্দু ঘাস। বছর বছর লবণাক্ততা বাড়ছে এই উপকূলে। বাংলাদেশের মোট লবণাক্ত এলাকার ৫৭ ভাগই এই দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বিস্তৃত। পরিবেশগত বিপর্যয় এবং নানাবিধ উন্নয়ন যন্ত্রণার দাগের সঙ্গে উপকূল ধুঁকছে জলবায়ু বিপর্যয়ের তীব্র ক্ষত নিয়ে। বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়, অনাবৃষ্টি, মৌসুমি খরা, লবণাক্ততার তীব্রতা ও মাত্রা। সিডর, আইলা, মহাসেন, ফণী, বুলবুল, আম্পান একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড হচ্ছে জীবন। কত আর ঘুরে দাঁড়াবার সাধ্য থাকে মানুষের? তাও যদি পিপাসাকাতর কলিজায় একটুখানি পানি পাওয়া যায়। পানি ও জীবনের ঐতিহাসিক গভীরতম সম্পর্ককে বিবেচনা না করে নানা সময়ে উন্নয়ন কর্মসূচির নামে গাড়ি করে ড্রামে ড্রামে মিষ্টি পানি এনে বিক্রি করেছে অনেকে। এক পরিবার মাত্র এক কলস পানির আশায় কুয়াশা কি বৃষ্টির ছোবল নিয়ে ভোররাতেই দিচ্ছে আসমান-পাতাল লম্বা লম্বা লাইন। এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির যেমন একটি হিসাব বই থাকে, অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের 'উ-পকারভোগী/লক্ষিত জনগোষ্ঠীর' জন্য তেমনই একটি পানি-হিসাবের বইও তুলে দিয়েছে। পানি আর পানি থাকছে না, থাকছে না জীবনের অধিকার। তৈরি হচ্ছে গ্রামীণ সমাজে গরিবের সঙ্গে গরিবের সংঘর্ষ ও বিবাদ। গরিব বনজীবী এবং কৃষি উদ্বাস্তু মানুষের ভেতর সামাজিক সম্পর্ক উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। দিনে দিনে বননির্ভর মৌয়াল, বাওয়ালি, চুনারি, সুতার, মাঝি, মুন্ডা, জেলেদের জীবিকা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং বনসংলগ্ন বনজীবী পরিবারের নারীরা চিংড়ি পোনা আহরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। নোনার জ্বালা সামাল দিতে অপেশাজীবীরা ঢুকছে বাদাবনে। নোনার ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনটিও। দিনে দিনে অসহ্য রকমের উষ্ণ হয়ে উঠছে চিংড়ি ঘের এলাকা। গরমের দিনে শরীর ঘাম দিয়ে নুনের সাদা সাদা ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু পানি সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে এখনও সবাই একত্র হয়নি। একত্র করেনি সবার ভাবনা, শ্রম আর বাজেট। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি সমস্যার নিরসন কোনোভাবেই স্থানীয় পর্যায়ের কোনো বিষয় নয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৈশ্বিক জলবায়ু বিপর্যয়ের নানা সূত্র। প্রথমত, এই সংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রকে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত নীতি গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু সম্মেলনের মতো বৈশ্বিক মঞ্চে এই সংকট মোকাবিলায় কার্যকর দেনদরবার সক্রিয় করতে হবে। কেবল অভিযোজনের ক্ষেত্রে বিশ্বসেরা নয়; জলবায়ু-কূটনীতিতেও দেশকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

লেখক: গবেষক

জলবায়ু পরিবর্তন
বাইডেন সম্মেলন এবং পিপাসার্ত নোনা উপকূল

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

এপ্রিল	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২
ফজর	৪.৩৭	৪.৩৫	৪.৩৩	৪.৩২	৪.৩০	৪.২৮	৪.২৭
সূর্যোদয়	৬.০১	৬.০০	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৪	৫.৫৩
জোহর	১২.৫৪	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩
আসর	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯
মাগরিব	৭.৪৭	৭.৪৮	৭.৪৯	৭.৫০	৭.৫১	৭.৫২	৭.৫৩
এশা	৯.১০	৯.১১	৯.১২	৯.১৪	৯.১৫	৯.১৬	৯.১৮

ইরানের নাতাঞ্জে ইসরাইলের ‘পারমাণবিক সন্ত্রাস’



মো: বজলুর রশীদ

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল সফরে যান। তার উপস্থিতিতে সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমি কখনো ইরানকে পরমাণু শক্তিধর দেশ হতে দেবো না।’ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রীও বলেন, ‘ইসরাইলের নিরাপত্তাকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি।’ ইসরাইল ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন সময়ে নাতাঞ্জ পরমাণুকেন্দ্রে ইসরাইল হামলা করে সেটিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। যেমনটি করেছে ইরাক ও সিরিয়ার বেলায়। কার্যত দেখা গেছে, ইরানের নাতাঞ্জে হামলার পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রটি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

বহু বছর ধরে ইসরাইল ইরানে একটি সফল পরমাণু হামলা চালানোর পরীক্ষ-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। যার টার্গেট হলো ভূগর্ভস্থ পরমাণু স্থাপনাসহ ইরানি পরমাণুকেন্দ্রগুলো। এ পরীক্ষা এক ধরনের propulsion system যাতে পরমাণু বোমা ও মিসাইলকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তেলআবিবের পালমাসিন এয়ারবেসে এসব পরীক্ষা সতর্কতার সাথে চালানো হয়েছে। ইসরাইলি টেলিভিশন চ্যানেল আই ২৪ এসব তথ্য প্রচার করেছে। ইসরাইলের জেরিকো-৩ অ্যাটাক মিসাইল এক ধরনের ইন্টারসেপটিভ মিসাইল, যুদ্ধে ব্যবহারে এটি মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর হতে পারে। তা ছাড়া এই মিসাইল পারমাণবিক বোমা নিয়ে দুই হাজার মাইল পর্যন্ত পাড়ি দিতে সক্ষম।

ইসরাইল ১৯৫০ সাল থেকে পরমাণু অস্ত্র বানানো ও উন্নয়ন করে আসছে। এটি বিশ্বব্যাপী এক ওপেন সিক্রেট। কোনো ইসরাইলি সরকার এনপিটি স্বাক্ষর করেনি এবং ধারাগুলোকেও পাত্তা দেয়নি। আইএইএ কর্তৃপক্ষকে কোনো দিন পরিদর্শনের অনুমোদনও দেয়নি। Federation of American Scientists-এর মতে, ইসরাইল আকাশ, ভূমি, পানি বা যে কোনো সারফেস থেকে পরমাণু হামলা চালাতে পারে। ইসরাইলের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থান। পরমাণু অস্ত্র ছাড়াও ইসরাইলের শতাধিক লেজার গাইডেড বাঙ্কার বাস্টার বোমা রয়েছে যা দিয়ে ভূগর্ভের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা যায়। জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ১৯৬০ সালে ইসরাইলের পরমাণু কেন্দ্র ও পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেছে। সবাই জানলেও পশ্চিমারা আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার নামে ইসরাইলের একটি পরগাছাও সরাতে সক্ষম হয়নি। অন্য দিকে, ইরানি ইউরেনিয়াম উৎপাদন কখনই পরমাণু অস্ত্র বানানোর জন্য নয় বরং শান্তিপূর্ণ কাজের জন্য। ইরানের পক্ষের শক্তি অবশ্য মনে করছে, নিরাপত্তার জন্য ইরানের পরমাণু অস্ত্র বানিয়ে ফেলাই উচিত। ইরান এখন বুঝতে পারছে ‘বোকার ফসল পোকায় খায়’।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল তাদের পরমাণু অস্ত্রভান্ডার ও নির্মাণকেন্দ্র আইএইএকে পরিদর্শন করতে দেয়নি। অপর দিকে, ইরানি পরমাণু স্থাপনা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মনিটর ও পরিদর্শনের আওতায় রাখা হয়েছে এবং ইরানও আইএইএকে সহায়তা দিয়ে আসছে।

ইরানেরও ব্যালিস্টিক, ক্রুজ ও অন্যান্য মিসাইল রয়েছে তবে সেগুলো সবসময়ই নিজের নিরাপত্তার জন্য। নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ সিদ্ধান্তের প্রতি ইরান সবসময় সম্মান দেখিয়ে আসছে। জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক আনবিক সংস্থা কোনো অভিযোগ করতে পারেনি। পরমাণু বোমা পরিবহন করতে পারে এমন কোনো মিসাইল ইরান বানিয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই। নিজ দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি জাতসঙ্ঘের সনদের ৫১ ধারায় বিধৃত রয়েছে। তা ছাড়া যারা কোনো আক্রমণের সাথে জড়িত নয় তাদের সুরক্ষার বিষয়টি সব দেশ ও রাষ্ট্র মেনে চলার চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি গত এক শতাব্দীতে ইরান কোনো দেশকে আক্রমণ করেনি। অপর দিকে, ইসরাইল-ন্যাটোবলয় বিশ্বব্যাপী শত যুদ্ধ পরিচালনা করে দুনিয়াকে বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছে। ইসরাইল বছর আগে ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষা চালায়। খোদ ইসরাইলি পত্রিকা টাইমস অব ইসরাইল লিখে, ‘ইসরাইল স্বীকার করে না যে, তাদের ব্যালিস্টিক মিসাইল আছে, ইসরাইলের পরমাণুবাহী ব্যালিস্টিক মিসাইলের পোশাকি নাম জেরিকো। মিসাইলটি পাঁচ হাজার কিলোমিটার পাল্লার এবং এক হাজার কিলোগ্রাম ওজনের পরমাণু বোমা বহন করতে পারে। এই পরীক্ষার বিষয়ে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ



জানান, ‘ইরানকে লক্ষ্য করে ইসরাইল এসব পরীক্ষা করছে। অথচ যুক্তরাজ্য,ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র কখনো ইসরাইলি পরমাণু অস্ত্রের বিষয়ে কিছু বলেনি। বরং এসব দেশ জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল গুতেরেসকে অভিযোগ করে আসছে যে, ইরান ‘পরমাণুবাহী ব্যালিস্টিক মিসাইল’ প্রস্তুত করে নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ নং সিদ্ধান্ত লংঘন করছে। জারিফ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জানান, ‘বিগত ১৮ মাসে চুক্তির একটি ধারাও আপনারা অনুসরণ করেছেন কি না দেখান।’

নাতাঞ্জ ইরানের মাঝখানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ পরমাণুকেন্দ্র। ইসরাইল সবসময় অভিযোগ করে আসছে যে, এই কেন্দ্রে পরমাণু বোমা বানানোর ইউরেনিয়াম গোপনে সমৃদ্ধ করছে ইরান। কেন্দ্রটি ধ্বংসের জন্য ইসরাইল সাইবার আক্রমণ শুরু করে। ২০০০ সালে আমেরিকায় সিআইএ ও ইসরাইলি গোয়েন্দা বিভাগ একসাথে বসে স্টুক্সনেট ওয়ার্ম তৈরি করে। এটিকে মারাত্মক সাইবার অস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেননা, এর সাহায্যে ভৌত অবকাঠামোগত ইউরেনিয়াম যন্ত্রপাতি যা কোনো প্রোগ্রামের সাহায্যে চালানো হয় তা ধ্বংস করে দিতে পারে। এটি তখনই ইরানের নাতাঞ্জ ইউরেনিয়াম প্রকল্পে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। স্টুক্সনেট পারমাণবিক প্রকল্পের প্রভূত ক্ষতি করে। ২০০৬ সালে জর্জ বুশও ইরানের বিরুদ্ধে ‘অলিম্পিক গেম’ নামে অন্তর্ঘাতমূলক সাইবার হামলা চালায়। স্টুক্সনেট একটি আঘাতে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে চলতে থাকে এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের সিস্টেমে বড় ধরনের ধ্বংস সাধন করতে পারে, সেন্ট্রিফিউজ ভেঙে যায়। ২০০৯ সালে ওবামাও একই কাজ জোরদার করেন। ২০০৯-১০ সালে ইরানের এই প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এক হাজার সেন্ট্রিফিউজ নষ্ট হয়। ওবামা প্রশাসনের হিসাব মতে, এই আঘাতে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি দুই বছর পিছিয়ে যায় বা বন্ধ থাকে। ২০১৯ সালের জুনে ইরানি আকাশসীমায় উড়ার কারণে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের ‘গ্লোবাল হক’ মডেলের অত্যাধুনিক মার্কিন গোয়েন্দা ড্রোন ভূপাতিত করে যার দাম ১৩০ মিলিয়ন ডলার। তখন ট্রাম্প প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেও যুদ্ধ বাধেনি।

২০২০ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত ইরানের পরমাণু কেন্দ্র, রিফাইনারি, বিদ্যুৎকেন্দ্র, বড় বড় ফ্যাক্টরি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রহস্যজনক আগুনে পুড়ে যায়। যেমন– ২৬ জুন তেহরানের খুজির ও পারচিনে ব্যালিস্টিক মিসাইলের তরল ফুয়েল তৈরি কেন্দ্রে আগুন লাগে। সিরাজের বিদ্যুৎ প্লান্টে আগুন লাগায় পুরো এলাকা ব্ল্যাক আউট হয়। ৩০ জুন মেডিক্যাল ক্লিনিকে আগুন লাগায় ২৯ জন পুড়ে মারা যায়। ২ জুলাই নাতাঞ্জ পরমাণু কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ও আগুন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৪ জুলাই ক্লোরিন গ্যাস প্লান্টে লিকেজ সৃষ্টি হয়। বিশ্লেষকরা মনে করেন, ইরানের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ও আগুন ধরা কোনো মাস্টার পরিকল্পনার অংশ। পারচিন ও খুজিরে কমান্ডো সেনাদের অবস্থান। ধারণা করা হয়, এখানে ইরানের কৌশলগত অস্ত্র লুকানো রয়েছে।

পরমাণু অস্ত্র বানাতে পরমাণু রড লাগে। সেটি আসে ইউরেনিয়াম আকরিক থেকে মাইনিংয়ের মাধ্যমে। ধাতুকে প্রসেস করে ইয়েলো কেক বানানো হয়। এটাকে পরিবর্তন করে সমৃদ্ধকৃত ইউরেনিয়াম বানানো হয়। এই ইউরেনিয়াম থেকে সমৃদ্ধকৃত ইউরেনিয়াম পিলেট তৈরি হয়। পিলেটকে জোড়া লাগিয়ে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর রড বানানো হয়। এটি শেষ ধাপ। এসব রড নানা কাজে ব্যবহার করা হয়, পরমাণু বোমা বানাতেও রড লাগে। ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জানা। এই প্রসেস খুবই জটিল ও সময়ের ব্যাপার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে সেন্টিফিউজ ধ্বংস করা হয়েছিল। হিটলার জানতে চেয়েছিলেন, ঠিক করতে কত সময় লাগবে। জানানো হয় ‘দু-বছর’। হিটলার বলেছিলেন, ‘জার্মানিকে আর যুদ্ধ করতে হবে না।’

ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা সাম্প্রতিক এই আক্রমণের সাথে জড়িত মর্মে বিভিন্ন মিডিয়া সংবাদ দিচ্ছে। ১২ জন মোসাদ গোয়েন্দা আক্রমণের দায়িত্ব পালন করে। ইরানের সরকারবিরোধী কিছু লোকজনও জড়িত। এর মধ্যে নাশকতার সাথে জড়িত ইরানের রেজা কারিমিকে শনাক্ত করা হয়েছে।

আক্রমণে নাতাঞ্জ পরমাণুকেন্দ্রের খুব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেন্ট্রিফিউজ নির্মাণের কেন্দ্রস্থলে আগুন লেগে অনেক অংশ পুড়ে যায়। স্যাটেলাইট চিত্রে বিরাট এক অংশ পুড়ে যাওয়ার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ইরান বলেছে, আগুন লাগার কারণে কেন্দ্রের কাজে বিঘ্ন ঘটবে এতে সন্দেহ নেই। ইরানের পরমাণু বিশেষজ্ঞ বাহরুজ কামালভান্দি এ কথা বলেন। গত বছর ২৬ জুন মিসাইল সাইটেও বোমাবর্ষণ করে অনেক জায়গা পোড়ানো হয়, মেডিক্যাল ক্লিনিক পুড়িয়ে দেয়া হয়। ওই ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যু হয়। ৩০ জুন তেহরান কেমিক্যাল প্লান্টেও বোমার আঘাতে বিরাট অংশ পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব অগ্নিকান্ডে ৭০ জন সাধারণ মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং আগুনের শিখা তেহরানের মানুষ অনেক দূর থেকে প্রত্যক্ষ করে।

ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার সাবেক প্রধান ফরিদুন আব্বাসী ১৪ এপ্রিল বলেন, ‘কিছু দেশদ্রোহী ভাড়াটের সহায়তায় ইসরাইল এই অন্তর্ঘাতমূলক আক্রমণ চালায়। গত বছরও তারা বিস্ফোরক দিয়ে কয়েক দফা ইরানে আক্রমণ করে ক্ষতিসাধন করে।’ তিনি মনে করেন, ‘বিস্ফোরকগুলো কেন্দ্রের ভেতরে সেন্ট্রিফিউজ টেবিলের নিচে বসানো হয়েছিল। নাতাঞ্জের বিদ্যুৎ হাবটি বোমা মেরে ধ্বংস করা যায় না। কিন্তু এমনই হয়েছে। শত্রুরা প্রচুর মেধা খরচ করে আক্রমণ পরিকল্পনা করেছে।’

গার্ডিয়ান পত্রিকা জানিয়েছে, ‘দেখা যায়, ইরানে ইসরাইল সাইবার হামলা চালিয়েছে।’ ইসরাইল এসব বিষয় সবসময় অস্বীকার করে। যেমন সিরিয়ার ব্যাপারে বলা হতো, ইসরাইল কখনো হামলা করেনি। অথচ ইসরাইল এখন জানাচ্ছে সিরিয়ার পরমাণু ও অন্যান্য স্থাপনায় ইসরাইলই হামলা চালিয়েছে। তারা আরো জানায়, ইসরাইল সিরিয়ায় কমপক্ষে এক হাজারবার হামলা চালায়। এর সাফাই হিসেবে বল হয় হিজবুল্লাহ দমনের জন্য হামলা করা হয়। হিজবুল্লাহ ইরানপন্থী ফোর্স।

এখন সমুদ্রে ইসরাইল-ইরান যুদ্ধ চলছে। আজ এই পক্ষের জাহাজ তো কাল ওই পক্ষের জাহাজ আক্রান্ত হয়। তা ছাড়া ইসরাইল বিশ্বের সাইবার শক্তির তালিকায় দশম স্থানের নিচে হলেও ইরানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সাইবার হামলা চালিয়ে আসছে। নয়া দিগন্তে প্রকাশিত এই লেখকের ‘ইরান-ইসরাইল সাইবারযুদ্ধ’ কলামে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। আমিরাত ও সৌদি আরবও চায় মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ক্ষমতাশালী হয়ে না উঠুক। এই নীতিতে অনেক আরব দেশ ইসরাইলের সাথে একমত। ১৪ জুলাই ২০১৫ সালে পাঁচ পরাশক্তির সাথে ইরানের পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্লান অব অ্যাকশন বা ইরান পরমাণু চুক্তি বা ইরান চুক্তি নামে বেশি খ্যাত। চুক্তিটি ভিয়েনায় সম্পন্ন হয়। চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন চুক্তির সাথে জড়িত। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী শক্তি, জার্মানি ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০ মাস কঠোর শ্রম ও আলোচনার পর একটি সমঝোতায় উপনীত হয় ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই ওই চুক্তি বাতিল করে নতুন চুক্তি করতে বললে ইরান বেঁকে বসে। শুরু হয় অবরোধের স্রোত। এ বছর ৪ জানুয়ারি ইরান ২০ শতাংশ মানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ শুরু করে। ইরানি মজলিস মনে করে, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ শুরু না করলে বৃহৎ শক্তি কোনো আপস রফায় আসবে না এবং অবরোধ প্রত্যাহার হবে না। জাভেদ জরিফ বলেন, ‘পরমাণু চুক্তির অনেক ধারা বিশ্বশক্তি অবজ্ঞা করেছে, তার প্রতিকারের জন্য সমৃদ্ধকরণ শুরু করেছি এটি চুক্তির ৩৬ ধারায় ইরানকে ক্ষমতা দেয়া আছে। আইএইএকে বিষয়টি অভিহিত করা হয়েছে।’

ভিয়েনায় বিশ্বশক্তিগুলোর সাথে আলোচনা পুরোদমে চলছে। এখনো পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি। আলোচনা চলার এই সময়ে সমুদ্রে থেমে থেমে যুদ্ধ চলছে এবং পরমাণুকেন্দ্রে হামলা করা হলো। এতে ইরান নমনীয় না হয়ে বরং আরো বেশি উন্নত ক্ষমতার ইউরেনিয়াম বানানো শুরু করেছে। ঘোষণা দেয়া হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত সেন্ট্রিফিউজগুলো আরো উন্নত ও শক্তিশালী সেন্টিফিউজ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে। ভিয়েনা আলোচনা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য ইরান চাপ দিচ্ছে। ইরান বলেছে, ওবামা থেকে ট্রাম্প পর্যন্ত যত অবরোধ দেয়া হয়েছে তা কেস-টু-কেস তুলে নিতে হবে। সেটি সম্ভব না হলে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে। অবরোধ তুলে নিলে তার কার্যকারিতা দেখার জন্য ইরানকে সময় দিতে হবে, তবেই ইরান প্রতিশ্রুতিতে ফিরে যাবে। আলোচনা ব্যর্থ হোক বা সফল হোক, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল জোটকে সামাল দিতে ইরান, চীন ও রাশিয়ার সাথে যে সামরিক ও নিরাপত্তা অক্ষ গড়ে তুলছে তাকে আরো পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা’র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

যুক্তরাষ্ট্রে দর্শক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে ফোবানার ৩৫তম সম্মেলন

(৩ পাতার পর)

শুক্রবার লস এঞ্জেলেস সফরে আসেন। শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'বালা'র আয়োজনে লিটল বাংলাদেশস্থ বাংলাদেশ একাডেমি মিলনায়তনে ৩৫তম কনভেনশনের তহবিল সংগ্রহ ও প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সম্মেলনের আহবায়ক জি আই রাসেল, সদস্য সচিব শিব্বীর আহমেদ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক কবির পাটোয়ারী, ডা. সিরাজ উল্লাহ, জাহিদ হোসেন, আবুল ইব্রাহিম, সোহেল রহমান বাদল, এম হোসেন বাবু, প্রকৌশলী দেওয়ান জমির সহ আরো অনেকে। এছাড়াও সভায় ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন ফোবানার চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী। ফোবানার এ বছরের সম্মেলন সরাসরি দর্শকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দেন আয়োজকরা।

রোববারে ফোবানা নেতৃবৃন্দ উত্তর আমেরিকার শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কেপিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান কালি প্রদীপ চৌধুরীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং ৩৫তম ফোবানা সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান।

এছাড়াও নেতৃবৃন্দ দিনভর স্থানীয় বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের সাথে ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন নিয়ে মতবিনিময় করেন।



বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সে কালি প্রদীপ চৌধুরীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ফোবানার চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী। এছাড়াও ফোবানার এক্সেকিউটিভ সেক্রেটারি মাসুদ চৌধুরী এবং ফোবানা নেতা ড. জয়নুল আবেদীনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, আগামী ৩, ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন। এবারের সম্মেলনের আয়োজক আমেরিকান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি (এবিএফএস)। সম্মেলনর ভেন্যু ওয়াশিংটনের নয়নাভিরাম গেলর্ড রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন, ন্যাশনাল হারবার, মেরিল্যান্ড।

সম্মেলনে দেশের ও প্রবাসের লেখক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী, শিল্পীসহ গুণীজনেরা অংশ নেবেন। সম্মেলনে বিভিন্ন ক্যাটাগোরিতে থাকবে প্রতিযোগিতা, সেমিনার, বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন, ফ্যাশন শো, সাইটেক ফেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়শতবর্ষ পূর্তি, বিশ্ববিদ্যালয় মিলনমেলা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা, বইমেলা, পুথি ও ছড়া পাঠের আসর, সাহিত্য আড্ডা, ফোবানা ম্যাগাজিন, ফোবানা নিউজ বুলেটিন সহ নানামুখী আয়োজন।

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন ২০২১ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্মেলনের সভাপতি ইনারা ইসলাম ৫৭১-৪৩৫-৬৭২৮, কনভেনার জি আই রাসেল ৬৪৬-৫৩৩-১৩৫০, সিনিয়র কো-কনভেনার পারভিন পাটোয়ারী ২০২-৪৮৯-২০০০, সদস্য সচিব শিব্বীর আহমেদ ২০২-৭০৫-৭৯০০, ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী ৯১৭-৫১৪-৪৬৪১ ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি মাসুদ চৌধুরী ৮১৮-৭৩০-১০২০ এ যোগাযোগ করবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

বাঁচা-মরা যার যার নিজের কাছে!

(শেষের পাতার পর)

নামে কিছু মানুষকে ঘরে আটকে রাখার কারনেই কিনা। লকডাউন বলতে আমাদের ধারনা 'সেমি কারফিউ', অর্থাৎ মানুষজন ঘরের বাইরে যাবে না, রাস্তাঘাট থাকবে সুনসান। কনসেপ্টটা আসে গত বছর আকস্মিকভাবে করোনা গোটা মানব জাতির ওপর হামলে পড়লে। ডব্লিউএইচও নামের একটা ফালতু সংগঠন না জেনে না বুঝে আন্ধাপাথালি কিছু নির্দেশনা দিয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল লকডাউন। এই ব্যবস্থাটা কোন কোন দেশের জন্য কার্যকর করা সম্ভব হলেও ঘনবসতিপুর্ণ এবং গরীব ও অশিক্ষিতদের দেশগুলোয় কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে তার কোন দিক নির্দেশনা ছিল না। তারপরও 'সাধারন ছুটি' নাম দিয়ে টেনেটুনে আমরা ৬২ দিন চালিয়েছি। এবার যে ভাইরাসটি তান্ডব চালাচ্ছে তা গতবারেরটার মত নয়। সর্বশেষ নাম হয়েছে 'বাংলা ভ্যারিয়েন্ট'। ল্যানসেটের রিপোর্ট অনুযায়ী এটা মূলত: ছড়াচ্ছে বদ্ধ জায়গা বা প্রধানত: বাসা বাড়ী, অফিস থেকে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে। বাসায় পরিবারের একজন সদস্য থেকে খুব দ্রুত অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। ল্যানসেট বলেছে বদ্ধ ঘরে নয় পারতপক্ষে খোলা পরিবেশে বা গ্রাম এলাকায় সংক্রমনের ঝুঁকি অনেক কম।

এই অবজার্ভেশন ধরে নিলে দেখা যায় এবার লকডাউনের নামে মানুষকে ঘরে আটকে রাখা একটা রং পলিসি। ঝুঁকিপূর্ণ এবং আত্মঘাতি। সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে কোন স্টাডি এবং করনীয় নির্দ্ধারন না করে গত বছরের ফর্মুলাটা প্রয়োগ করা হয়েছে, অবশ্য অনেকটাই বিশেষজ্ঞ পরিচয়ের কিছু অবাস্তব আইডিয়াবিদদের চাপে। তবে আশার কথা এটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। এমনিতেই ঢাকাসহ বড় বড় শহর এলাকার বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি কর্মজীবি মানুষকে দিনের পর দিন ঘরে আটকে রাখা সম্ভব না। ওদিকে কল কারখানা মিল ফ্যাক্টরি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী যানবাহন বন্ধ রাখাও যায় না, তাতে বাজারে পণ্য সরবরাহ কমে গেলে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িতদের সহ জরুরী সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানসমুহের লোকজন ঘরে আটক থাকলে সাড়ে সর্বনাশ। বড় বড় ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী বা সমাজের বিত্তবানদের ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রন করা আমাদের পাইক বরকন্দাজদের সাধ্যের বাইরে। এবার দেখা গেল কত মানুষকে জরুরী সেবা দিতে রাস্তায় বের হতে হয়! ঘরে থাকে শুধু নিশ্চিত আয়ের সরকারি কর্মচারি, পর্যাপ্ত অর্থের মালিক আর সর্বদা ভয়ে কাতর মেরুদন্ডহীন মধ্যবিত্ত, যাদেরকেই দেখা গেল অধিকহারে আক্রান্ত হতে। দ্বিতীয়ত: মানুষ সরকারের কথা শোনেনা এবং তৃতীয়ত: শতভাগ 'লকডাউন' কার্যকর করার মত সক্ষমতা আমাদের প্রশাসনের নেই।

জীবন না জীবিকা আগে এটা একটা ফালতু বিতর্ক। সভ্য এবং উন্নত দেশগুলোয় জীবিকা নিশ্চিত করে জীবন বাঁচানো হয়েছে। যে সব দেশ লকডাউনে গেছে মানুষকে ঘরে নিয়ে তোলার সাথে সাথে বেকার ভাতা বা স্টিমুলাস চেক পৌঁছে দিয়েছে, নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। আমাদের সরকারের সে সামর্থ নাই বা সামর্থ থাকলেও মেকানিজম নাই। ফলে ধনীদের জন্য থাকে হাজার হাজার কোটী টাকার প্রণোদনা আর গরীবের জন্য দশ টাকা কেজি চাল কিছু খয়রাতি সাহায্য, তাও অর্দ্ধেক খেয়ে ফেলে চাটার দল।

২৮ তারিখের পর আর লকডাউন নয়। তার মানে কি এ তারিখের পর করোনা চলে যাবে? না। এখনই করোনার মরন কামড় চলছে। প্রতিদিন সরকার যে হিসাব দেয় বাস্তবতা অন্যরকম। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের নিউজ ক্লিপিংয়ে এই ভয়াবহ চিত্রের কিছুটা উঠে আসছে। এর মধ্যে পাশের দেশ ভারতের অবস্থা স ঙ্গিন, অথচ এখনও ভারতে মানুষের যাতায়ত অব্যাহত আছে। সরকার অন-তিবিলম্বে সকল বর্ডার সীল করবে কিনা জানিনা তবে পরিস্থিতি যা তাতে নিজেরা সাবধান না হলে বিপর্যয় যে কোন সময় যে কারও ওপর এসে পড়তে পারে। এই অবস্থা থেকে বাঁচা-মরা যার যার নিজের ওপর।

গত সপ্তাহে এ ব্যপারে আমি কিছু করনীয় তুলে ধরে ছিলাম, সবার জ্ঞাতার্থে আবার উল্লেখ করছি। এগুলো আমার নিজস্ব মত নয়, অন্য অনেকের মতামতের এক ধরনের কমপাইলেশন।

১। বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা, এবারের ভাইরাস ঠেকাতে মাস্ক পরিধানের কোন বিকল্প নাই। ঘরেও সম্ভব হলে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলার সময় মাস্ক ব্যবহার বা হাত দিয়ে মুখ কিছুটা ঢেকে রাখা। পরক্ষনেই গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আসা। চেষ্টা করা বাসায় কথা যতটা কম বলা যায়।

২। বাচ্চাদেরকে হাগ করা বা তাদের ঘনিষ্ট সান্নিধ্য যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া।

৩। এক বিছানায় দুইজন না শোওয়া। এই করোনাকালীন সময়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীর একজন ফ্লোরে বিছানা পেতে ঘুমাতে পারেন।

৪। বয়স্ক বা কোন জটীল রোগে আক্রান্তদেরকে একেবারেই আলাদা করে ফেলা। ঘরেও তাদেরকে মাস্ক পড়িয়ে রাখা। যতটা সম্ভব তাদের সাথে পরিবারের সদস্যদের কম দেখা সাক্ষাৎ করা। বাইরের কাউকে এদের সাথে সামনাসামনি কথা না বলানো।

৫। পরিবারের কোন সদস্যের শরীরে তাপ অনুভুত হওয়া বা জ্বরের ভাব দেখা দিলেই টেস্ট বা টেস্টের রেজাল্টের অপেক্ষা না করে দ্রুত করোনার চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া। ঘরে পাল্স অক্সিমিটার থার্মোমিটার প্রেশার মাপার যন্ত্র রাখা, জরুরী প্রয়োজনে সিলিন্ডার অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা।

৬। ঘরের দরজা জানালাগুলো কিছুক্ষণ পর পর খুলে রাখা। এসি চালানো যতটা সম্ভব পরিহার করা। এসি বন্ধ করে মাঝেমাঝে দরজা জানালা খুলে বাতাস চলাচল করতে দেয়া।

৭। ব্যক্তিগত গাড়ীতে চলাচলের সময় এসি বন্ধ রেখে জানালা খুলে দেওয়া।

৮। সবসময় ঘরে বসে না থেকে মাঝেমাঝে বারান্দায় গিয়ে ঘোরাঘুরি করা, ছাদে হাঁটা বা বসে থাকা যায়। যাদের ছাদে ওঠা বা বারান্দাসুবিধা নাই তারা নিকটস্থ পার্ক, পাড়ার খেলার মাঠ বা খোলা পরিবেশে গিয়ে যতটা সম্ভব কাটিয়ে আসতে পারেন। তবে বাইরে থেকে এলেই গোসল করে ফেলতে হবে।

৯। কাছাকাছি কর্মস্থল হলে গন পরিবহন এড়িয়ে সাইকেলে বা হেঁটে যাতায়ত করা।

১০। অফিস, বাজার শপিংমল বা পাবলিক পেসে অন্যের থেকে কমপক্ষে দুই মিটার দুরত্ব বজায় রেখে চলা। মাস্কবিহীন লোকজনকে এড়িয়ে চলা বা তাদের সংস্পর্শে না আসা। অন্যকে মাস্ক পড়তে বাধ্য করা।

জমে উঠেছে

(শেষের পাতার পর)

প্রতিদিন ফ্যাশান, টাঙ্গাইল শাড়ী ঘর প্রভৃতি স্টোরগুলোতে শুরু হয়েছে ঈদের কেনা কাটা। তবে ঈদের পুরোপুরি এখনো জমে উঠেনি। স্টোরগুলো সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, স্টোরগুলোর ফটকে টাঙ্গানো হয়েছে আকর্ষনীয় সেল নোটিশ। কোন কোন স্টোরে ২৫% থেকে ৫০% সেল চলছে। দিনের বেলায় এসব স্টোরগুলোতে তেমন ভীড় পরিলক্ষিত না হলেও ইফতারের পর সন্ধ্যায় গ্রহকদের ভীড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দোকানীরা জানান, আগামী সপ্তাহ থেকে ঈদের কেনাকাটা জমবে। এখন কিছু কিছু ক্রেতা আসছেন, দেখছেন, পছন্দ করছেন।

স্টোরগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বরাবরের মতো এবছরও মেয়েদের প্রথম প্রছন্দ লেহেঙ্গা আর সালোয়ার-কামিজ, ছেলেদের প্রথম পছন্দ পাঞ্জাবী-পায়জামা। মেয়েদের মধ্যে কারো কারো পছন্দ কাজ করা শাড়ী। আবার কারো পছন্দ জামদানী। তবে এসব পোষক পছন্দ হলেও এসবের মধ্যে চাই নতুনত্ব। গ্রাহকদের কথা-চাহিদা ভেবে ফ্যাশন ডিজাইনাররাও তৈরী করেছেন নতুন নতুন ডিজাইনের পোষাক। স্টোরগুলোতে বাংলাদেশী পোষাকের পাশাপাশি পাকিস্তানী ও ভারতীয় পোশাকের সমাহার দেখা যায়। দোকানীরা জানান, ঈদের কেনাকাটায় রয়েছে ফ্যাশানেবল জুতো, জুয়েলারী অলংকার, পারফিউম প্রভৃতি। তুলানামূলকভাবে ঈদ সামগ্রীর দাম গত বছরের চেয়ে খানিকটা বেশী।

বিভিন্ন স্টোরের মালিকগণ জানান ঈদ উপলক্ষ্যে কেনা-কাটা বেশ জমে উঠেছে। এজন্য তাদের প্রস্তুতিও ভালো। তাদের প্রত্যাশা চলতি সপ্তাহেই ঈদের কেনাকাটা তুঙ্গে উঠবে। ক্রেতাদের সুবিধার্থে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮/৯টা পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে স্টোরগুলো। চাঁদ রাতেও স্টোরগুলো খোলা থাকবে বলে জানান তারা।

এদিকে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশ থেকে ঈদের বাজার করেছেন বলে জানা গেছে। এজন্য আগ থেকেই তারা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। অনেকে আত্নীয়-স্বজন মারফত, আবার অনেকে ডাক যোগেও ঈদের পোষাক আনিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

জ্যাকসন হাইটসের বিভিন্ন স্টোর ঘুরে দেখা গেছে, অনেক স্টোরে ঈদের শাড়ী-কাপড় থরে থরে সাজানো রাখা হয়েছে। আবার কোন কোন স্টোরে আমদানী করা পোশাক সাজানো-গুছানো হচ্ছে। এরই মধ্যে ক্রেতাদেরও সময় দিচ্ছেন দোকানীরা।

প্রবীণ প্রবাসী আলহাজ আব্দুল বারী খান ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক'র প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য, বহু মসজিদ-মাদ্রাসার প্রষ্ঠাতা ও খাদেম, প্রবীণ প্রবাসী আলহাজ আব্দুল বারী খান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। রোববার (২৫ এপ্রিল) ইফতারের পূর্ব মুহুর্তে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে।

আলহাজ আব্দুল বারী খান ইন্তেকালে মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক'র সাবেক সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী তার ইন্তেকালের খবর নিশ্চিত করেন এবং তার রুহের মাগফেরাত কামনা ছাড়াও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

২০২২ সালের মধ্যেই

(প্রথম পাতার পর)

আশার কথা জানিয়েছিলেন। তার মতে, এই সময়ের মধ্যেই বিশ্বের দেশগুলোতে কোভিড ভ্যাকসিন সহজলভ্য হয়ে যাবে আর বিশ্ব কোভিডমুক্ত হতে পারবে। এ খবর দিয়েছে স্কাই নিউজ।

এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এসব আশার বাণী শোনান মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা। তবে আগামী বছরও কোভিডের প্রকোপ থাকবে বলে জানান তিনি। ৬৫ বছর বয়সী বিল গেটস বলেন, আমাদেরকে এখনই পরবর্তী মহামারির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তার আশঙ্কা, মানুষ কোভিড মুক্ত হওয়ার পর এর ভয়াবহতার কথা ভুলে যাবে। তারপরেও যে পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং অর্থনীতি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাতে অন্ড়ত এই প্রজন্ম কোভিডের কথা ভুলতে পারবে না।।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



আমরা বাংলায় কথা বলি

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রাইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভের শর্তাবলীঃ

পাঁচ বছর অপেক্ষার বিধিঃ

পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে সাধারণত পাঁচ বছর পর ন্যাচ-ারালাইজেশনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন। ইউএস সিটিজেনশীপের আবেদনের জন্য এটাই সাধারণ নিয়ম। এ জন্য ন্যাচালাইজেশন আবেদনের ফর্ম এন-৪০০ পূরনের পর যুক্তরাষ্ট্রে বিরতিহীনভাবে পাঁচ বণর থাকতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি কেউ পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগে দীর্ঘ সময়ের জন্য ইউএস এর বাইরে অবস্থান করেন অথবা বাইরে যাবার আবেদন করে পুণরায় আমেরিকা প্রবেশের অনুমতি পান, তবে সেই সময় পাঁচ বছর থেকে বাদ যাবে।

পাঁচ বচর বিধির ব্যতিক্রমঃ

কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পাঁচ বছর নিয়মের ব্যতিক্রমও রয়েছে। একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে তাদের জন্য- যারা একজন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে যারা ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করে গ্রিনকার্ড পেয়েছেন, তারা তিন বছর বিধির অধীনে সিটিজেনশীপের জন্যে তিন বছর পরই আবেদন করতে পারবেন।

আমেরিকান স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এর জন্য তিন বচর বিধি-

সবাই জেনে থাকবেন যে, এসব বিধির সঙ্গে কিছু শর্ত যুক্ত আছে। তিন বছর বিধির অধীনে, আবেদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, ন্যারালাইজেশনের জন্যে আবেদনের পূর্বে ইউএস স্বামী অথবা স্ত্রীকে এক সঙ্গে বসবাস করতে হবে। তাহলে আর তাদের ক্ষেত্রে পাঁচ বচরের বিধি প্রযোজ্য হবে না। তিন বচর বিধিতে যোগ্য বিবেচিত হতে গেলে ন্যাচালাইজেশনের আবেদনের সময় পর্যন্ত বিবাহিত হিসেবে জীবন-যাপন করতে হবে।

সে কারণে যাদের স্বামী বা স্ত্রী ইউএস সিটিজেন তাদের জন্যে এটা সুসংবাদ। তারা পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বচরের মধ্যে ইউএস সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। এই সংক্ষিপ্ত সময় অবশ্যই সুবিধাজনক হবে তবে এ জন্য প্রয়োজনী কাগজপত্রের জন্য সতকর্তার সাথে পরিকল্পনা করতে হবে।

তিন বছরের বিধিতে সিটিজেনশীপের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্রঃ

তিন বছর বিধির ভিত্তিতে ইউএস সিটিজেনের স্বামী বা স্ত্রীর আবেদনের জন্য নিচের প্রমানাদি দাখিল করতে হবেঃ

ইউএস সিটিজেনের স্পাউসকে (স্বামী/স্ত্রী) সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেটের কাগজ দাখিল করতে হবে। এ জন্য সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেট অথবা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণের সনদ থাকতে হবে।

এ্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি।

এখনও এক সঙ্গে বসবাস করছেন তার সনদ। উদাহরণ স্বরূপঃ যৌত ট্যাক্স রিটার্ন, সন্তানদের জন্ম সনদ, যৌথ ব্যাংক স্টেটমেন্টের কপি, যৌথ লীজ, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আমাদের ক্লায়েন্টেদের জন্য পরামর্শ হচ্ছেঃ

তারা অন্তত তিন বছর যে একসঙ্গে বসবাস করছেন এটা প্রমানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নিয়ে আসার উচিত। আমরা এর আগেও বলেছি যে, ইউএসসিআইএস এর ওয়েব সাইট সতর্কভাবে চেক করা অথবা প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীও সঙ্গে তিন বছর বিধি অনুযায়ী সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করার আগে পরামর্শ করা উচিৎ।

মে ২০২১ ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস স্টেট পার্টমেন্ট (ডিওএস) মে ২০২১ ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের জন্য মে ২০২১ এর ফঅমিলি ভিত্তিক ভিসা বুলেটিন হচ্ছেঃ

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রিফারেন্স-

প্রথমঃ (এফ ওয়ান) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে -অক্টোবর ২২, ২০১৪,

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি এবং অবিবাহিত ছেলে-মেয়েরাঃ

এ (এফ ২এ) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী এবং ২১ বছরের নিচের সন্তানাদিঃ কারেন্ট

বি (এফ ২বি) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে (২১ বছর বা তার বেশি বয়স)ঃ আগস্ট ১৫, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত ছেলে-মেয়েরাঃ আগস্ট ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনেরাঃ নভেম্বর ৮, ২০০৬।

আরও বিস্তারিত এবং চাকুরিভিত্তিক প্রিফারেন্সের জন্য ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিটিজ করুন।

২০২১ এর জন্য প্রোভার্টি গাইড লাইনঃ



ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিসেস ফেডারেল রেজিস্টারে ২০২১ পোভার্টি গাইড লাইন প্রকাশ করেছে। ফেডারেল পোভার্টি গাইড লাইন যথার্থ আয় নির্ধারণের এফিডেভিট অব সাপোর্টে ফোর্ম আই-৮৬৪ ব্যবহার করা হয়। ফর্ম আই ৮৬৪ ফামিলি ভিত্তিক ইমিগ্রেশন কেসে প্রয়োজন হয়। ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আত্মীয়ের জন্য গ্রিনকার্ড পেতে হলে স্পন্সরকে আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে। এই ফর্মটি কোন কোন এমপ্লয়মেন্ট ভিত্তিক কেসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই নতুন পোভার্টি গাইড লাইন এপ্রিল ০১, ২০২১ থেকে কার্যকর হয়েছে।

৪৮ টি সংলগ্ন স্টেট এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ার জন্য পোভার্টি গাইড লাইন

স্পন্সরের হাউজহোল্ড সাইজ পোভার্টি গাইড লাইন

পরিবারের সদস্য - বার্ষিক আয়

পরিবারের সদস্য -২ ২১,৭৭৫.০০

পরিবারের সদস্য-৩ ২৭,৪৫০.০০

পরিবারের সদস্য-৪ ৩৩,১২৫.০০

পরিবারের সদস্য-৫ ৩৮,৮০০.০০

পরিবারের সদস্য-৬ ৪৪,৪৭৫.০০

পরিবারের সদস্য-৭ ৫০,১৫০.০০

পরিবারের সদস্য-৮ ৫৫,৮২৫.০০

অতিরিক্ত প্রতিজনের জন্য ৫,৬৭৫.০০ ডলার।

উপরিউক্ত পোভার্টি গাইড লাইন সংলগ্ন ৪৮ স্টেট ও ডিসি ছাড়াও পোয়েট্রিরিকো, ইউএস ভার্জিন আইল্যান্ড, গুয়াম, কমনওয়েলথ অব নর্দান সাবিয়ানা আইল্যান্ডের জন্য প্রযোজ্য। আলাস্কা এবং হাওয়াই এর জন্য ইউএস সিআইএস ওয়েব সাইট ভিজিট করতে হবে।

কুইন্স থেকে আকবর হোসেনের প্রশ্নঃ

আমার মা-বাবা ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী। আমি তাদের সাথে এদেশে এসেছিলাম কিন্তু আমার বোন বাংলাদেশে আছে। আমার মা তার জন্যে আবেদন করেছিলেন। বর্তমানে আমার মা বাংলাদশে অবস্থান করছেন এক বছরের বেশি সময় ধরে। আমার বাবা তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছেন। আমার মা ফিরে না আসলে বাবা কি আমার বোনের জন্যে আবার আবেদন করতে পারবেন।

আকবর হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার মা আবেনদকারী। তিনি এদেশে ফিরে না আসলে তার গ্রিনকার্ড বাতিল হয়ে যাবে। আর আপনার বাবা সিটিজেনশীপ পেলে অখন তিনি আপনার বোনের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। আর আপনার মায়ের দ্বারা আবেদন ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় আপনার বাবা তা জন্যে আবেদন করতে পারেন। কিন্তু আপনার মায়ের করা আবেদন তার নামে ট্রান্সফার করা যাবে না।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত এবং স্পষ্টভাবে পরামার্শ পেতে হলে প্রয়োজনে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আঞ্চলিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব



আতিকুর রহমান

বিশ্বের অন্যান্য অংশের আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংগঠনগুলোর, যেমনড়ইইসি, আসিয়ান, জিসিসি ইত্যাদির সফলতা, বিশেষ করে ওই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার তখনকার নেতারা অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) নামের প্রতিষ্ঠানটি। দীর্ঘ পাঁচ বছর নানা পর্যায়ের আলাপ-আলোচনার পর ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করে। সার্ককে ঘিরে শুধু এ অঞ্চলের নেতারাই নয়, প্রতিটি দেশের জনগণ দেখেছিলেন অনেক স্বপ্ন, তাঁদের মন ভরে ছিল কতই না আশা। আমরা জানি, নানা কারণেই চলতে গিয়েও সংস্থাটি নির্দিষ্ট গন্ড়ব্যের দিকে এগোতে পারেনি, যেমনটি আশা করা গিয়েছিল। এ অবস্থায় অনেক সদস্য দেশই নিজেদের উন্নয়নের ধারাকে আরো গতিশীল ও প্রাসঙ্গিক করার জন্য যে যার মতো এশিয়ার এ অঞ্চলের মধ্যেই সহযোগিতার অন্যান্য সমীকরণের পথ খুঁজতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই সার্কের কতিপয় সদস্যের বিমসটেক, বিবিআইএন, বিসআইএম-ইসি প্রভৃতি প্রয়াসের সঙ্গে সংযুক্তি। যাকে অনেকেই উপ-আঞ্চলিক প্যাটফর্ম হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক এসব প্ল্যাটফর্ম মূলত জোটগতভাবে এ এলাকার প্রতিটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এ প্ল্যাটফর্মগুলো যেমন সার্ক সদস্যদের নিয়ে, তেমনি সার্ক ও আসিয়ানের সদস্যের বা পার্শ্ববর্তী দেশের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। এখানে লক্ষণীয় যে ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এমন একটি স্থানে, যার সঙ্গে এ অঞ্চলের প্রায় সব দেশের স্থল যোগাযোগ সম্ভব। এ ছাড়া জলপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। আর এ কারণেই বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসূত্রের কেন্দ্র। অর্থাৎ বাংলাদেশের মাধ্যমে আশপাশের সব দেশ ও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা সবচেয়ে সহজভাবে হতে পারে। সর্বোপরি ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের গুরুত্ব কম নয়। সংগত কারণেই বাংলাদেশ এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি তার নিজস্ব উন্নয়নেও এ অবস্থান অত্যন্ত ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে



যোগ দিতে মার্চ মাসের ১৭ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন মালদ্বীপের ও নেপালের রাষ্ট্রপতি এবং শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী। যোগদানকারী অতিথিরা সবাই সার্ক সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান। সার্ক সদস্যের বাইরে অন্য কোনো দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান আমাদের এ আয়োজনে উপস্থিত না থাকতে পারলেও তাঁদের শুভেচ্ছা বার্তা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়নি। যা-ই হোক, বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারির এই মহাদুর্যোগের সময় তাঁদের বাংলাদেশ সফর আমাদের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বের গভীরতা এবং দৃঢ় বন্ধনকেই প্রতিফলিত করেছে।

আগত অতিথিরা এবং শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণকারী রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা, প্রত্যেকেই যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভ কামনা করেছেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে স্মরণ করেছেন, একইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশকে উন্নয়নের বর্তমান অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি, নিরলস প্রচেষ্টা, কার্যকর দিকনির্দেশনা এবং গতিশীল নেতৃত্বের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বিশ্বনেতারা আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন যে তাঁর নেতৃত্ব শুধু বাংলাদেশেরই নয়, এ অঞ্চলের উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। আমরা জানি, তিনি এরই মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে বাংলাদেশকে উন্নয়নের একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে যোগদান করা ছাড়াও প্রতিটি দেশের নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে ফলপ্রসূ আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিটি দেশের কয়েকটি করে সমঝোতা স্মারক ও দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিষয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অদূরভবিষ্যতে আরো সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনাও রয়েছে। তাঁদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনায় যেমন বিদ্যমান সমস্যার একটি চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি আগামী দিনে সাহায্য-সহযোগিতার নতুন দিকের কথাও জানা যায়। পাঁচটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ছাড়াও আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরো বিস্তারিত, সুদৃঢ় এবং উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে এসব আলাপ-আলোচনা অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তবে সব কিছুর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হতে হবে 'সকলেই আমরা সকলের তরে' দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এবং সবার সমষ্টিগত কল্যাণ ও উন্নয়নে।

এ সময়ে আলোচিত ও স্বাক্ষরিত দলিলের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশ প্রতিটি দেশের সঙ্গে পৃথকভাবে অর্থনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্পর্ক গভীর ও দৃঢ় করার লক্ষ্য ছাড়াও পতিবেশী এসব দেশের সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়টিকেও প্রাধান্য দিয়েছে। দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের বিষয়টি সামগ্রিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিও উত্থাপিত বা সংরক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ যেমন ভারতের সঙ্গে সমঝোতার সময় ভুটান বা নেপালের সুবিধা ও স্বার্থের কথা বলেছে, তেমনি ভুটানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে ভারতের সংশ্লিষ্টতার বা প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ না করে পারেনি। বাংলাদেশ এ অঞ্চলের সব দেশের সম্পর্ককে একসূত্রে গ্রথিত করার কথা আন্ড়রিকভাবেই ভেবেছে, কোনো ফাঁক রাখেনি। বাংলাদেশ অন্ড়ত মনে করাতে সক্ষম হয়েছে যে সমষ্টিগত প্রগতি ও উন্নয়নের বিকল্প কিছুই নেই, যা এ অঞ্চলকে একটি শান্তিপূর্ণ এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

আমরা জানি, আমাদের এসব আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক প্যাটফর্মে ভারত ছাড়াও চীন অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত। ভারত ও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় ছাড়াও আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পরিমন্ড়লে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা খুবই চমৎকার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। সার্কের একজন সদস্য এসবের মধ্যে না থাকায় সমস্যা অনেকটা কম থাকলেও রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সম্পর্ক একটু দোটানায় যে ফেলেই দিয়েছে। তবে ভারত ও চীন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করলে আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মের ভিত্তিটা নড়বড়ে হওয়া থেকে রক্ষা পেত। রোহিঙ্গা ইস্যুটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তবু আঞ্চলিক কাঠামোতে এ বিষয়টি সুরাহা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বিধায় সে সুযোগ নিতে কি কোনো দোষ আছে? চীন ও ভারত ইচ্ছা করলেই একমাত্র তা সম্ভব। এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ একটাই, যাতে আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর পথচলা স্থবির না হয়ে যায়।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করতে বাংলাদেশে এসে সার্কের এই পাঁচ নেতা শুধু বাংলাদেশ ও তার জনগণের সঙ্গে তাঁদের দেশ ও জনগণের বন্ধুত্বকেই শক্তিশালী করে যাননি, বরং আগামী দিনে এ অঞ্চলকে একটি উন্নত ও শান্ড়িপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করতে সব জনগণের মধ্যে সংহতি ও অদম্য অনুপ্রেরণার বীজ বপন করে গেছেন। এ বীজ থেকে যথাযথ অঙ্কুরোদগম হওয়ার জন্য আমাদের সঠিক পরিচর্যা করতে হবে। আর এ জন্য যে দূরদৃষ্টি, ত্যাগ এবং কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজন হবে সে দায়িত্ব নেবেন আমাদের নেতারা। তবে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ সব কিছু যাদের উদ্দেশে, সেই জনগণের ভূমিকাও কিন্তু কম নয়। এক দেশের জনগণের অন্য দেশে তাঁদের বন্ধুদের কষ্ট বা সমস্যার কথাও ভাবতে হবে, সেসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে, সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। নিজেদের একটু অসুবিধা হলেও বন্ধুর মুখে হাসি ফোটাতে হবে। মনে রাখতে হবে, সবাই মিলে ভালো থাকলেই সবচেয়ে ভালো থাকা যায়। আর এই দর্শনই হচ্ছে আঞ্চলিক সংস্থাগুলো গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

সার্কের পাঁচজন নেতার আগমন এবং অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা বাংলাদেশকে এক নতুন আলোকবর্তিকার সন্ধান দিয়েছে। আর সেটি হলো আঞ্চলিক পরিমন্ড়লে বাংলাদেশকে আরো গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকে উপস্থাপনের আহ্বান। তবে বাংলাদেশকে এসব আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক সংস্থায় কার্যকর নেতৃত্ব দিতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমেই আসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য অবস্থান তৈরি করেছেন। বিশ্বনেতাদের কাছে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, দূরদর্শী এবং সফল রাষ্ট্রনায়ক। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দক্ষ মেধাসম্পন্ন জনবল যাঁরা নেতৃত্বকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন। আর সর্বশেষটি হচ্ছে কূটনৈতিক দক্ষতা। এ দুটি পর্যায়ে বাংলাদেশকে আরো পরিশ্রম করতে হবে। নেতৃত্বকে শক্তি ও সার্বিক কূটকৌশল জোগান দিতে আন্তর্জাতিক মানের একটি অভিজ্ঞ জনবল এবং কূটনীতিবিদদের টিম তৈরি করতে হবে। এ তিনটির কোনো একটি পর্যায় দুর্বল হলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন হবে। মূলত এ বিষয়গুলোর সক্ষমতার ওপরই নির্ভর করবে আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নেতৃত্বের সম্ভাবনা।

লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

অর্থনীতিতে করোনার আঘাত

নাইম ইসলাম নিবির

করোনা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থান ঠিক রাখা এক দিকে যেমন চ্যালেঞ্জিং, অন্য দিকে কিছুটা টেকনিক্যালও বটে। তবে সার্বিকভাবে বলা যায়, উৎপাদনমুখী এবং শ্রমশক্তি রফতানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখা অনেকটাই সম্ভব। বিশ্ব-অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব সবাই উপলব্ধি করছে। করোনা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মতো ছোট রাষ্ট্রের জন্য এ প্রভাব কাটিয়ে ওঠা বিরাট চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। শিল্প, পরিবহন ও ট্যুরিজম খাত সবচেয়ে বেশি হুমকিতে রয়েছে। সামনের দিনগুলোতেও হয়তো তা কিছুটা রয়ে যাবে। জিডিপিতে পোশাক ও প্রবাসী আয়ের অবদান অক্ষুণ্ন না-ও থাকতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনার ওপর কোভিড-১৯-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

এটা প্রভাব ফেলবে পোশাক শিল্পেও। একই সাথে, দেশে পোশাক খাতগুলোতে সুস্থ পরিবেশ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। কর্মহীন হয়ে পড়ছেন অনেক কর্মী। অনেক প্রবাসীও তাদের চাকরি হারিয়েছেন। তাই করোনা-পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনবহুল দেশগুলোতে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অনেক দেশ নিজস্ব চাহিদা মেটাতে পণ্য রফতানি কমিয়ে বা বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে আমদানি-নির্ভর দেশ ও এলাকাগুলোতে খাদ্যঘাটতি দেখা যে দেবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।



এ অবস্থায় খাদ্যনিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে কৃষি খাত। একটা সময় ছিল যখন আমরা দেশের পাঁচ কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম না। আজ তিন গুণের বেশি জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনে আমরা সফল। করোনা-পরবর্তী সময়গুলোতেও যেন এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে সে দিকে আমাদের নজর বাড়ানোর পাশাপাশি আরো একটি দিকে লক্ষ রাখতে হবে। করোনার পরবর্তী সময়ে বিশ্ববাজারে শ্রমিকদের প্রচুর ঘাটতি সৃষ্টি হবে। করোনো-পূর্ববর্তী সময়ে কিন্তু আমরা সেটি বুঝতে পেরেছিলাম যার কারণেই মানুষ বিদেশমুখী হয়েছে। ফলে আমরা আজ মিলিয়ন মিলিয়ন রেমিট্যান্স অর্জন করতে পারছি। আর এই শ্রমিকদের রেমিট্যান্সের মাধ্যমেই আমরা এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে পেরেছি। করোনার মাঝেও গত বছর জুলাই মাসে বৈদেশিক খাত থেকে প্রায় ২৬০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আমরা অর্জন করেছি। এক মাসে আগে কখনো এত রেমিট্যান্স অর্জন করিনি। রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্সের কারণে ৩০ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে তিন হাজার ৭২৯ কোটি ডলার হয়েছিল। বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ তিন লাখ ১৬ হাজার ২০৪ কোটি টাকা যা অবশ্যই বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি মাইলফলক। তাই শ্রমশক্তি রফতানিই হতে পারে সঠিক এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়েছে, দ্বিতীয় ঢেউয়ের আঘাতে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি, তথা অর্থনীতি লন্ডভন্ড হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত বছর শীত চলে যাওয়ার পর দেশে শুরু হয়েছিল করোনার প্রথম পর্যায়ের আক্রমণ। এ কারণে অন্যান্য দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খুব বেশি একটা ক্ষতি হয়নি। তবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আঘাত মোকাবেলা করাটা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কিছুটা কঠিন। অর্থনীতি এখন যে অবস্থায় আছে, তার চেয়ে কিছুটা খারাপ তো হবেই।

আর কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মাত্রা প্রবল হলে প্রথমবার যেভাবে মৃত্যু হয়েছে, দ্বিতীয় ঢেউয়ে সেভাবে যেন মৃত্যু না হয় অথবা মৃত্যু কমিয়ে আনার জন্য প্রত্যেক দেশে যদি আবারো লকডাউনের মাত্রা দীর্ঘ হয়, তাহলে এর প্রভাবও পড়বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। এতে আমাদের অর্থনীতি এখনকার চেয়ে আরো দুর্বল হবে।

তবে এখন পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান যতটা দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থানে আছে। উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা, শ্রমজীবী মানুষের পরিশ্রম ও সরকারের সহযোগিতা– এই তিন কারণে অর্থনীতির চাকা স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও জোরে ঘুরছে। এ ক্ষেত্রে সাহস জোগাচ্ছে গার্মেন্ট শ্রমিকদের কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত রফতানি আয় এবং প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। এই রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় বাড়ার সুফল অর্থনীতির অন্যান্য খাতের সুবিধাভোগীরাও পাচ্ছেন। রেমিট্যান্স বাড়ার কারণে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা রয়েছে। সঞ্চয়পত্র বিক্রি বেড়েছে। ব্যাংকের আমানতও বাড়ছে। দীর্ঘ দিনের মন্দায় থাকা পুঁজিবাজারেও প্রাণ ফিরে এসেছে। গলির দোকান থেকে শুরু করে বড় শিল্পকারখানা, সবই চলছে আগের মতো। আমদানি-রফতানি, উৎপাদন, সরবরাহ, বিপণন, উন্নয়ন ও পরিবহন চলাচল স্বাভাবিক সময়ের মতোই সচল রয়েছে। তাই কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ ফুলে ওঠার আগেই আমাদেরকে এই সেক্টরগুলোর প্রতি নজর বাড়াতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

করোনাভাইরাস শুধু স্বাস্থ্যঝুঁকি আর মৃত্যুর মিছিলই নয়, বিশ্বের অর্থনীতিকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে গিয়েছে। দেশে-বিদেশে অসংখ্য মানুষ চাকরি হারিয়েছে। করোনাভাইরাস আতঙ্কে একের পর এক নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যার প্রভাব সব খাতকেই কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে। তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত দূরদর্শিতা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে এই ক্ষতি আমরা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছি।

বাংলাদেশে রফতানি আয় এমনিতেই পড়তির দিকে। গত জুলাই থেকে এই এপ্রিল পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি কমেছে ৪.৭৯ ভাগ। অব্যাহতভাবে কমছে পোশাক রফতানি। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র আমাদের পোশাক রফতানির প্রধান বাজার। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে সেখানকার বাজারগুলোতে প্রভাব পড়েছে। ইতালিতে মানুষ ঘর থেকেই বের হতে পারছিল না। অথচ ২০১৯ সালেও ইতালি থেকে বাংলাদেশ ১৪৩ কোটি ডলারের পোশাক রফতানি করেছিল; কিন্তু করোনার কারণে ধীরে ধীরে একই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে গোটা ইউরোপে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও। বাংলাদেশের পোশাক রফতানির ৬২ শতাংশ আয় আসে ইউরোপ থেকে আর ১৮ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

কিন্তু যদি করোনা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে পোশাকের চাহিদা অনেক কমে যাবে। মানুষ ঘর থেকে বের হতে না পারার কারণে পোশাক ক্রয় করা এবং শপিংমলে যাওয়া তেমন সম্ভব হবে না। যেসব দেশ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কমে গেছে। সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশী শ্রমিক বা ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনমতো আয় করতে না পারলে দেশে পরিবারের কাছে আগের মতো টাকা পাঠাতে পারবে না। তাই স্বভাবতই রেমিট্যান্স কমতে থাকবে। এর প্রভাব পড়বে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান দুই চালিকাশক্তি হলো– রফতানি ও রেমিট্যান্স। রফতানি আয় কমে গেলে দেশের শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের আয় কমে যাবে বা কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে। অন্য দিকে প্রবাসীদের টাকা পাঠানো কমে গেলে তাদের পরিবার দেশে আগের মতো খরচ করতে পারবে না। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ব্যবসাবাণিজ্যে। চাহিদা কমে গেলে ভোক্তা পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পড়বে ক্ষতির মুখে।

বাংলাদেশেও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রবল আকারে দেখা দিলে অর্থনীতির গতি ধীর হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে আগামী দিনে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ বড় চ্যালেঞ্জ হবে আমাদের জন্য। তাই এই মুহূর্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং কৃষি ব্যবস্থার দিকে গুরুত্বারোপ করাতে হবে।

লেখক: কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ইয়ুথ লিডার, ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল নেটওয়ার্ক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration



Timothy Bompart
Attorney at Law
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

স্বজন হারানোর এক বছর ঃ ঘরে

(শেষের পাতার পর)

সাধারণ নাগরিক কেউ বাদ পড়ছেন না করোনার ছোবল থেকে। এই 'নিরব ঘাতক'-এর শেষ কোথাও তাও বলা যাচ্ছে না। করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পর যুক্তরাষ্ট্র সহ কোন কোন দেশ এক স্বস্তির নি:শ্বাস ফেললেও বাংলাদেশ-ভারত সহ কোন কোন দেশে সঙ্কট বিরাজ করছে। বিশেষ করে ভারত চরম সঙ্কটে পড়েছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেলো বছরের এই সময়ে অর্থাৎ ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। বিশেষ করে নিউইয়র্কের বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নির্মম মৃত্যুও শিকার হয়েছেন। গত বছর এই সময় নিউইয়র্কে চলছিলো মৃত্যুর মিছিল। সকাল-সন্ধ্যা ফায়ার সার্ভিস আর অ্যাম্বুলেন্সের উচ্চস্বরে চলাচল, হাসাপাতালে চিকিৎসা সঙ্কট। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। গত বছরের এপ্রিল মাসে করোনায় মৃত্যুবরনকারী কমিউনিটির কয়েকজনকে নিয়োই এই প্রতিবেদন।

মৌলভীবাজারের সাবেক এমপি

নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৌলভীবাজার-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ইন্তেকাল করেন। তিনি কুইন্সের এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ এপ্রিল, শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, চার মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে যান।

বিশিষ্ট রাজনীতিক সিরাজুল ইসলাম মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা-জুড়ী) আসন থেকে দু'বা র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একবার উপ জেলা চে য়ারম্যান হি সে বে দা য়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতা থে কে তিনি জনসেবার জন্য রাজনী তি তে আসেন।

এক ভাইয়ের মৃত্য আরেক ভাই হাসপাতালে

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ খান রাজেস-এর বড় ভাই সাইফুর হায়দার খান আজাদ (৪৭) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি করোনা ভাইরাস-এ আক্রন্তি হয়ে ৪ এপ্রিল, শনিববার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে জ্যামাইকা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে (৫ ও ৮ বছর), এক মেয়ে (১৬) সহ অরেক আত্নীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি দীর্ঘ ৫ বছর ধরে নিউইয়র্কের রীচমন্ড হিলে সপরিবারে বসবাস করছিলেন।

করোনা সংক্রমণে অসুস্থ্য হয়ে সাইফুর হায়দার খান আজাদ গত ২৯ মার্চ রোববার হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে তার করোনা ভাইরাস পজেটিভ সনাক্ত হয়। পরবর্তীতে তার চিকিৎসা চললেও শেষ পর্যন্ত আর রক্ষা হয়নি। ৪ এপ্রিল, শনিবার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে জ্যামাইকা হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারা ৫ ভাই ও এক বোন নিউইয়র্কে বসবাস করতেন। তাদের অপর এক ভাই সফি হায়দার খান (৫৩) গত ৩০ মার্চ থেকে ম্যানহাটানের মাউন্টসিনাই হাসপাতালের আই-সিউউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন (পরবর্তীতে ইন্তেকাল করেন)। তিনি রিচমন্ডহীরে বসবাস করেন এবং বিগত ১০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তার স্ত্রী, এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। তারা টাঙ্গাইল শহরের ছয়আনীবাজারের স্থায়ী বাসিন্দা।

কামাল আহমেদ-এর ইন্তেকাল

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির অভিভাবক, সবার পরিচিতি মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমেদ (৬৭) ৫ এপ্রিল, রোববার ভোর রাত ৪.৩০ মিনিট তিনি নিউইয়র্কের এলহামর্স্ট হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ২দিন ধরে তিনি এই হাসপাতালেই চিকিৎ-সাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক কন্যা, এক পুত্র, ৫ ভাই ও ৫ বোন সহ অসংখ্য আত্নীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে যান। তার ইন্তেকলেল খবরে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

নিউইয়র্কর এলমহার্স্টে বসবাসকারী কামাল আহমেদ গত ৩০ মার্চ সোমবার অসুস্থবোধ করলে তাকে স্থানীয় এলহার্স্ট হাপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর করোনা ভাইরাস পজেটিভ ধরা পড়লে তার চিকিৎসা চলতে থাকে। এরই মধ্যে তার কিডনী বিকল হয়ে যায় এবং তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি ৫ এপ্রিল রোববার ভোরে না ফেরার দেশে চলে যান।

সিলেটের বিয়ানীবাজারের সন্তান কামাল আহমেদ দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। বসবাস করতেন নিউইয়র্কে। প্রবাসী জীবনে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র নির্বাচিত সভাপতি। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আম্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত 'বাংলাদেশ সোসাইটি'র দু'বারের নির্বাচিত সভাপতির দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে কামাল আহমেদ একজন স্বল্পভাষী, নিরহ-ংকারী, বিনয়ী, নম্র-ভদ্র ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। তিনি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের রাজ-নীতি আওয়ামী লীগ করতেন। ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ সভাপতি। তবে কমিউনটি সেবায় ছিলেন সকল রাজনীতির উর্ধ্বেও একজন সমাজকর্মী মানুষ।

আজাদ বাকিরও চলে গেলেন

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয়মুখ, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'মাদার সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরি কমিটির সদস্য, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আজাদ বাকিরও চলে গেলেন। ৬ এপ্রিল, সোমবার ভোর রাত ৩.৪০মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮দিন ধরে এলমহার্স্ট হাস-পাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন।

করোনায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর আজাদ বাকির করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। চলতে থাকে চিকিৎসা। এরই মধ্যে তার কিডনী সমস্যা দেখা দেয়। ফলে কিডনীর ডায়ালাইসি করতে হয় এবং লাইফ সাপোর্ট দেয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে তাকে চলেই যেতে হলো না ফেরার দেশে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সন্তান আজাদ বাকির যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি, ৮০/৯০ দশকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক নেতৃবৃন্দের সংগঠন 'বাংলাদেশী আমেরিকান জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি কুমিল্লা সমিতি ইউএসএ'র উপদেষ্টা ও বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ছিলেন। এক সময় তিনি সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক-এ কর্মরত ছিলেন।

ডা. রেজা চৌধুরীর ইন্তেকাল

বাংলাদেশী-আমেরিকান বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. রেজা চৌধুরী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন ৮ এপ্রিল, বুধবার রাত ১১.৩০ মিনিটে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিনি লং আইল্যান্ডের নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসে বসবাসকারী প্রবাসীদের প্রিয় মুখ ডা. রেজার চেম্বার ছিল পার্কচেস্টার সাবওয়ে সংলগ্ন ১৯৫৭ ওয়েস্টচেস্টার এভিনিউতে। যার নাম ওয়েস্ট চেস্টার মেডিক্যাল হেলথ কেয়ার। জানা গেছে ডা. রেজা চৌধুরী এই দূর্যোগের সময়ও চেম্বারে নিয়মিত তার রোগীদের সেবা দিতেন। ধারনা করা হচ্ছে তাঁর কোন রোগী থেকেই তিনি করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সেখানেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

এনওয়াইপিডি'র ডিটেকটিভ জামিলের পিতার করোনায় মৃত্যু

বৈশ্বিক মহামারীতে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার জনির শরীরে সংক্রমিত হয়েছিলো করোনাভাইরাস। পরীক্ষায় যখন পজিটিভ ধরা পড়লো ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। ঘরে আক্রান্ত হয়েছেন তার বাবা। আর বাবাকে সেবা দিচ্ছিলেন মা। মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর স্থানীয় সময় ৮ এপ্রিল বুধবার দুপুরে বাবা অ্যাডভোকেট সারোয়ার হোসেন পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

লম্বা ছুটি কাটিয়ে স্ত্রী ও কন্যাকে বাংলাদেশে রেখে ইমিগ্র্যান্ট বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় এক মাস আগে নিউইয়র্কে ফিরে কর্মস্থলে যোগ দেন ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার জনি। নিউ-ইয়র্ক পুলিশের 'হিরো' উপাধি পাওয়া জনি বর্তমানে ইন্টেলিজেন্স উইংয়ে কর্মরত। পেশাগত কারণে সাদা পোশাকে (আন্ডারকভার) অনেক জায়গায় যেতে হয় তাকে। পুরো নিউ-ইয়র্ক যখন লকডাউন তখনো দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। হঠাৎ একদিন বাসায় ফিরে অসুস্থবোধ করেন জনি। গলা ব্যথা ও তীব্র জ্বরের লক্ষণ শরীরে। একদিন সকালে নিজেই গাড়ি চালিয়ে কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা করিয়ে আসেন। ফার্স্ট রেস-পন্ডার হিসাবে দ্রুত জানতে পারেন তার শরীরে ঢুকে পড়েছে কোভিড-১৯ ভাইরাস। কিন্তু শরীরের ইমিউন সিস্টেমের সঙ্গে লড়াই করে প্রায় দু'সপ্তাহ পর সুস্থ হয়ে ওঠেন জনি।

অন্যদিকে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন বাবা সারোয়ার হোসেন। হাসপাতালে নেওয়ারও পরিবেশ নেই। শরীরে কোভিড-১৯ ধরা পড়লেও সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছিল না। বাসায় রেখেই চিকিৎসা চলছিল তার। এরইমধ্যে গত ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার দুপুরে তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স কল করে সারোয়ার হোসেনকে নিয়ে যাওয়া হয় বাসার কাছের এলমহার্স্ট হাসপাতালে। এই হাসপাতালটি এখন অনেকটা মৃত্যুপুরী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। নিউইয়র্ক সিটিতে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড এই হাসপাতালেই।

অ্যাডভোকেট সারোয়ার হোসেন পিরোজপুর শহরের সিনিয়র আইনজীবী ছিলেন। তার সহধর্মিণী রেনু সুলতানা পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। ছোট ছেলে জনির আবেদনে তারা যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্র্যান্ট হয়েছেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে তারা আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন।

কৃষিবিদ শাহানা আহমেদ তালুকদার আঁখি ইন্তেকাল

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮ এপ্রিল, বুধবার বাংলাদেশী কৃষিবিদ শাহানা আহমেদ তালুকদার আঁখি ইন্তেকাল করেন। নিউইয়র্ক সময় বুধবার ভোর ৩টায় তিনি মারা যান। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে লং আইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে গত ৪/৫ দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কৃষিবিদ শাহানা আহমেদ তালুকদার আঁখি নিউইয়র্কের একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তাঁর দেশের বাড়ি নেত্রকোনায়। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তার স্বামীও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন। বছর দুয়েক আগে পারিবারিক অভিবাসন সূত্রে স্বামীকে নিয়ে নিউইয়র্কে পাড়ি জমান। ব্যক্তিগত জীবনে আখি অত্যন্ত হাসি-খুশি, সদালাপি ও বন্ধুবৎসল ছিলেন।

আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দীনের ইন্তেকাল

নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ছাতক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি, নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের স্টারলিং বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, বাংলা বাজার জামে মসজিদের সভাপতি, এ এ ডাবল ডিসকাউন্ট সহ বেশ কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দীন (৬২) করোনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ১০ এপ্রিল, শুক্রবার ভোর রাত ২.১৫ মিনিটে ব্রঙ্কসের আইনস্টাইন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার ইন্তেকালে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দীন মৃত্যুকালে স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে, ৪ ভাই ২ বোন সহ অসংখ্য আত্নীয় স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর দেশের বাড়ী সিলেটের ছাতকে। তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আইনস্টাইন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৩৮ বছর যাবত প্রবাস জীবন যাপন করছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমান ইরানে। সেখান থেকে জার্মানীতে। তারপর ১৯৮২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন।

টাঙ্গাইলের তাজিনের মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, নিউইয়র্কে বসবাসকারী টাঙ্গাইলের সন্তান বনিতা তাজিন (৩৪) 'মরণঘাতী করোনা ভাইরাসে' আক্রান্ত হয়ে ১১ এপ্রিল, শনিবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলা শহরের কলেজ পাড়ার সুপরিচিত মরহুম এডভোকেট সেতাব আলী খানের নাতনি এবং মরহুম জহিরুল ইসলাম খান মজনু'র মেজ কন্যা। এছাড়াও তিনি টাঙ্গাইল জেলা সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খানের ভাতিজি। তাজিন মৃত্যুকালে স্বামী, এক ছেলে (৮), এক মেয়ে (সাড়ে ৩) সহ মা, দু'বোন, চাচা-চাচি সহ অসংখ্য আত্নীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বনিতা তাজিনের শশুর ও মোহাম্মদ তারিক রাশেদ-এর বাবা টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট আইনজীবি মোহাম্মদ হায়াত আলী আকন্দ গত ৩ এপ্রিল লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজি) হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। কিনডী জটিলতা সহ অন্যান্য শারীকি সমস্যায় ভুগছিলেন এবং কিডনী ডায়ালাইসি করতে গিয়ে করনায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এডভোকেট হায়াত আলী এক সময় টাঙ্গাইলের গোপালপুরে শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত ছিলেন।

কুইন্সের জ্যামাইকার ব্রয়ারউড এলাকায় বসবাসকারী বনিতা তাজিন সম্প্রতি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন এবং সন্তানদের কথা চিন্তা করে তা কাউকে না জানিয়ে নিজে নিজেই চিকিৎসা নেন। এরমধ্যে 'আর্জেন্ট কেয়ারে'-ও যোগাযোগ করে বাসায় অবস্থান করছিলেন। শনিবার দুপুরের খবারের পর স্বামী মোহাম্মদ তারিক রাশেদ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘুমুতে যান। এদিকে তারিক রাশেদ দুই সন্তান নিয়ে সময় কাটাতে থাকেন। পরবর্তীতে রাত হয়ে গেলেও স্ত্রী তাজিনের কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে তারিক রাশেদ রাত সোয়া ১১টার দিকে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে তার স্ত্রী আর নেই। চলে গেছেন না ফেরার দেশে। সাথে সাথে তিনি ৯১১ এ কল করলে জরুরী কাজে নিয়োজিত স্বাস্থকর্মীরা এসে তার (তাজিন) মৃত্যু নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, তারিক রাশেদ নিজেও অসুস্থ এবং কয়েকদিন আগে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন। বনিতা তাজিন ৪/৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী হয়ে নিউইয়র্কে বসবাস করছিলেন।

সাংকৃতিক সংগঠক রওশন আরা ফেরদৌসের মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের মুক্তিযাদ্ধা এএসএম ফেরদৌসের সহধর্মিনী, সাংকৃতিক সংগঠক রওশন আরা ফেরদৌস (৬১) করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই পুত্র, এক মেয়ে, ছয় নাতিসহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার দেশের বাড়ীও কিশোরগঞ্জ। ফেরদৌস-রওশন দম্পতি নিউইয়র্কের উডসাইড এলাকায় বসবাস করতেন। রওশন আরা ফেরদৌস গত ১১ এপ্রিল শনিবার ভোর ৪:১৯ মিনিট নিউইয়কের মাউন্টসিনাই হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেনের স্ত্রীর মৃত্যু

বীর মুক্তিযোদ্ধা, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইউএ-সএ'র উপদেষ্টা এবং নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মনির হোসেনের সহধর্মীনি পেয়ারা হোসেন বেবী, করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৩ এপ্রিল, সোমবার ইন্তেকাল করেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিনি লং আইল্যান্ড জুইস হাস-পাতালে ভর্তি হন। সেখানেই চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় সোমবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিশেষ করে জ্যামাইকা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুকালে পেয়ারা হোসেন বেবী স্বামী, ২ পুত্র, ৩ কন্যা ওনাতি-নাতনী সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে যান।

সঙ্গীত শিল্পী বীণা মজুমদারের মৃত্যু

নিউইয়র্কে করোনায় ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন বিটিভি ও রেডিও'র লোক সঙ্গীত শিল্পী বীণা মজুমদার। ১৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার সকাল আটটায় তিনি স্থানীয় জ্যামাইকা হাস-পাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার জগদিয়ার সন্তান বীণা মজুমদার তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। মরহুমা বীণা মজুমদারের নামাজে জানাজা ও দাফন ১৫ এপ্রিল, বুধবার সম্পন্ন হয়। তার মরদেহ এদিন দুপুরে নিউজার্সীর মার্লবরো মুসলিম কবর স্থানে বাংলাদেশ সোসাইটির কবরে দাফন হয়।

কমিউনিটি নেতা ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের শশুরের ইন্তেকাল

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সমাজকর্মী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের শশুর আব্দুস সালাম খান (৭৬) ইন্তেকাল করেন। তিনি ২১ এপ্রিল, মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে লং আইল্যান্ডের নর্থশোর হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৫ কন্যা এবং নাতি-নাতনি সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের দেশে বাড়ী সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ার বাজার ইউনিয়নের আঙ্গারজুর।

আব্দুস সালাম খান অসুস্থ হলে ১৩ এপ্রিল সোমবার তাকে নর্থশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার করোন-াভাইরাস সহ শারীরিক অসুস্থতাজনিত অন্যান্য চিকিৎসা চলছিলো। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় ৮দিন পর মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, মরহুম আব্দুস সালাম খান বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মাসুকুল ইসলাম খানের মামা শশুর এবং সতিতির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও নির্বাচন কমিশনার এবং বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ-এর ফুপা শশুর।

বিদ্যুৎ দাসের মৃত্য

মরণবাধী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যবরণ করেছেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ দাস। তিনি ২১ এপ্রিল, মঙ্গলবার রাত ৮টা ৫মিনিটে নিউইয়র্কের ষ্ট্যাটেন আইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় পরলোকগমণ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬০ বছর। তিনি ২৩ দিন ধরে করোনাভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী কেকা দাস, এক ছেলে আকাশ দাস ও এক কন্যা কুহু দাস সহ অনেক বন্ধু-বান্ধব ও শুকাঙ্খী রেখে যান। নিউইয়র্কের ষ্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বসবাসকারী ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ দাস চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ-এর মুছাপুর ইউনিয়নের মাস্টার সুভাষ দাসের সন্তান।

করোনা ট্রাজেডি : ছোট ভাইয়ের পর বড় ভাইও চলে গেলেন

মরণঘাতি করোনাভাইরাসে আক্রন্ত হয়ে ছোট ভাইয়ের পর এবার বড় ভাইও চলে গেলেন না ফেরার দেশে। প্রায় তিন সপ্তাহের ব্যাবধানে একই পরিবারের দু'জনের মৃত্যুতে শোকে পাথর হয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাই-লবাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ খান রাজেস-এর বড় ভাই সফি হায়দার খান (৫৪) মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) ইন্তেকাল করেন। তিনি করোনা ভাইরাস-এ আক্রান্ত হয়ে ৩০ মার্চ থেকে ম্যানহাটানের মাউন্টসিনাই হাসপাতালের আইসিসিইউতে চি-কিৎসাধীন ছিলেন। তার ছোট ভাই সাইফুর হায়দার খান আজাদ (৪৭) করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ৪ এপ্রিল, শনিববার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে জ্যামাইকা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। করোনায় অসুস্থ্য হয়ে সফি হায়দার খান ২১ দিন ধরে ম্যানহ-াটানের মাউন্টসিনাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানে তার করোনা ভাইরাস পজেটিভ সনাক্ত হওয়ার পর চিকিৎসা চললেও শেষ পর্যন্ত আর রক্ষা হয়নি। ২১ এপ্রিল, মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে এই হাসপাতালেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে (২১) ও এক মেয়ে (১৩) সহ অরেক আত্নীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে নিউইয়র্কের রীচমন্ড হিলে সপরিবারে বসবাস করছিলেন। এদিকে মরহুম সফি হায়দার খানের স্ত্রী মাসুমা পারভীন এলি তার ছোট মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে আটকা পড়েন। পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি দেশে যাওয়ার পর করোনা পরিস্থিতিতে তার নিউইয়র্ক ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফরে চরম অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুর সময়ও স্বামীর পাশে থাকতে পারেনি স্ত্রী, বাবাকে দেখতে পেলো না আদরের কন্যা।

তারা ৫ ভাই ও এক বোন নিউইয়র্কে বসবাস করেতেন। করোনায় মৃত্যুবরণকরী দুই ভাই নিউইয়র্ক সিটির রিচমন্ডহীলে দুই ফ্যামিলির একই বাসায় বসবাস করতেন। তারা টাঙ্গাইল শহরের ছয়আনী বাজারের স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাদের গ্রামের বাড়ী টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার চকতৈল।

চলে গেছেন বাবলী নেওয়াজ

নিউইয়র্কের সুপরিচিত সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-এর (বিপা)-এর সহ সভাপতি বাবলী নেওয়াজ করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৫ এপ্রিল ভোরে কুইন্সের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

ফরিদ আহমেদ ছাইদুল

নিউইয়র্ক প্রবাসী ফরিদ আহমেদ ছাইদুল ২৫ এপ্রিল ভোরে নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তার পারিবারের দাবী তিনি হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃ-ত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ২৭ বছর।

মাওলানা আবদুন নুর

জাসাসের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য, চিত্রনায়ক হেলাল খানের পিতা মাও-লানা আবদুন নুর ২৬ এপ্রিল, রোববার ভোর রাত দেয়টায় ইন্তেকাল করেছেন। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ গুড সমরিতান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।

জিয়াউল আহসান

মরহুম জিয়াউল আহসান চাঁদপুরের ভাষাসৈনিক মরহুম অ্যাডভোকেট এ এফ এম ফজলুল হকের পঞ্চম পুত্র। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২ এপ্রিল থেকে নিউইয়র্কের একটি হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ২৬ এপ্রিল, রোববার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি মারা যান। তার বয়স ছিল ৪৯ বছর। জিয়াউল আহসান চাঁদপুর গনি মডেল হাইস্কুলের এসএসসি ৮৫ ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। চাঁদপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাসের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। নিউইয়র্কে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসকরা অবস্থায় সিটি পুলিশের চাকরিতে যোগদান করেন।

রাশিদা আহমেদ 'মুন'

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, যুক্তরাষ্ট্র বিএন-পি'র সক্রিয় নেত্রী রাশিদা আহমেদ 'মুন' (৪৬) মরণঘাতি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ ২২দিন ধরে লং আইল্যান্ডের প্লেন ভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তার দেশের বাড়ী পাবনা জেলায় শালগাড়ীয়া। তিনি নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বসবাস করতেন। মুন ব্যক্তিগত জীবনে হাস্যজ্জল, বিনয়ী ও ভালো মনের মানুষ ছিলেন।

এছাড়াও এই এপ্রিল মাসে আরো যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- কমিনিটির পরিচিত মুখ এবং যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর এইচ মিয়ার পিতা মহিউদ

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক

545 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218 • Email: hassan-1958@live.com

নির্বাচন কমিশন

নির্বাচনী তফসিল ও আচরনবিধি ২০২১

সম্মানিত সদ্যস্য ও সদ্যস্যাবৃন্দ

চট্টগ্রামবাসীর প্রাণপ্রিয় চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক্ এর কার্যকরী পরিষদ ২০২১-২০২৩ এর নির্বাচন আগামী ৩০শে মে ২০২১ ইং রোজ রবিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একটি সুন্দর, সুষ্ঠ এবং সবার নিকট গ্রহনযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধ পরিকর। আপনাদের সাহায্য, সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমেই একটি প্রগতিশীল ও শক্তিশালী কমিটি গঠন করা সম্ভব। আসুন আমরা সবাই মিলে উক্ত নির্বাচনকে উৎসব মুখর ও সাফল্য মন্ডিত করে তুলি।

নির্বাচনের তফসিল ঃ

১) মনোয়ন পত্র বিতরনঃ ২৫শে এপ্রিল ২০২১ মঙ্গলবার থেকে ২রা মে ২০২১ রবিবার বেলা ৩টা হইতে সন্ধা ৬টা পর্যন্ত।
২) মনোয়ন পত্র দাখিল ও গ্রহণঃ ৫ই মে ২০২১ (বুধবার) দুপুর ২টা হইতে সন্ধা ৬টা পর্যন্ত।
৩) মনোয়ন পত্র বাছাইঃ ৭ই মে ২০২১ (শুক্রবার) বিকাল ৪টা হইতে সন্ধা ৬টা পর্যন্ত।
৪) আপিলের সময়সীমাঃ ৮ই মে ২০২১ (শনিবার) দুপুর ১টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত।
৫) আপিলের শুনানী ও রায়ঃ ৯ই মে ২০২১ (রবিবার) বিকাল ৩:৩০টা হইতে সন্ধা ৬:৩০টা পর্যন্ত।
৬) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময়ঃ ১১ই মে ২০২১ (মঙ্গলবার) বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
৭) চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষনাঃ ১৫ই মে ২০২১ (শনিবার) সন্ধা ৬টা পর্যন্ত।

ব্রকলিংঃ সমিতি ভবন, নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে মনোয়ন পত্র বিতরন ও দাখিল/গ্রহণ করা হবে

ব্রঙ্কসঃ নিরব রেষ্টুরেন্ট | জ্যাকসন হাইটস্ঃ পালকী পার্টি স্টোর | জ্যামাইকাঃ আমেরিকান শিপিং এন্ড লজিষ্টিক ইন্‌ক

নির্বাচনঃ ৩০শে মে ২০২১ ইং রবিবার

নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ামাবলীঃ

১. কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহন করা হবে।
২. নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে অবশ্যই ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে।
৩. ভোট গ্রহনের সময় অবশ্যই আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে। আইডি কার্ড বলতে ড্রাইভিং লাইসেন্স/স্টেট আইডি/গ্রীন কার্ড ও পাসপোর্ট বুঝানো হবে।
৪. একজন প্রার্থী কেবল মাত্র একটি পদে প্রতিদ্বন্দীতা করতে পারবেন। যদি কেহ একাধিক পদে মনোয়নপত্র জমা দেন তাহলে ঐ প্রার্থীর সব মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই ক্ষেত্রে কোন প্রকার আপিল গৃহিত হবে না ।
৫. গোপন ব্যালটের মাধ্যমে শুধুমাত্র উপস্থিত ভোটারগনই ভোট দিতে পারবেন। তবে প্রিজাইডিং অফিসারেরসম্মুখে রক্ষিত বাক্সে ভোট প্রদান করতে হবে।
৬. নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৭. মনোনয়ন ফরম মূল্য (প্রতিটি) ২০.০০ (বিশ) ডলার ধার্য করা হয়েছে।
৮. প্রার্থীগণ প্যানেলভিত্তিক অথবা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন। প্রার্থীদের স্বশরীরে বৈধ পরিচয়-পত্র সহ নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে হবে। ব্যালট পেপাওে প্রার্থীর নাম প্যানেল ভিত্তিক, অক্ষর ভিত্তিক অথবা ক্রমিক সংখ্যায় হবে তা নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দেবেন। উল্লেখ্য, প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন প্রার্থী জরুরী কারনে (প্রমান সাপেক্ষে) উপস্থিত হতে না পারেন, সেক্ষেত্রে ঐ প্রার্থী প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়ন পত্র জমা/দাখিল করতে পারবেন। উক্ত প্রতিনিধি অবশ্যই প্রার্থী কর্তৃক নোটারীর মাধ্যমে সার্টিফাইট হতে হবে।
৯. বাচাইকৃত সঠিক মনোনয়ন পত্রের তালিকা অফিসের নোটিশ বোর্ড ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
১০. ভোট গণনায় কোন প্রার্থীর অভিযোগ থাকলে তা বেসরকারী ফলাফল ঘোষনার পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নিম্নলিখিত ফি পরিশোধ পূর্বক ভোট পুনঃ গণনার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট লিখিত আবেদন করতে পারবেন।
ক. ভোটের সংখ্যা ১০০০ জনের উর্ধ্বে ৩৫০০ ডলার
খ. ভোটের সংখ্যা ৫০০-১০০০ জন, ৩০০০ ডলার
গ. ভোটের সংখ্যা ১-৪৯৯ জন, ২৫০০ ডলার
১১. মনোনয়ন পত্র স্পষ্ট অক্ষরে ভোটার তালিকার নাম অনুযায়ী নাম পূরন করতে হবে। বোধগম্য বা যথাযথ না হলে মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে গন্য হবে। প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর ও সীল মোহরকৃত ফরমে আবেদন করতে হবে।
১২. নির্বাচন কেন্দ্রে প্রত্যেক প্যানেল থেকে একজন অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে একজন ত্রজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। ত্রজেন্টগণ নির্বাচন শুরু হওয়ার অন্তত ২ ঘন্টা পূর্বে নির্বাচন কেন্দ্রে নিজ প্রার্থীর স্বাক্ষরকৃত নিয়োগপত্র সহ উপস্থিত থেকে তাহা কমিশনের/ প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।
১৩. প্রয়োজনে প্রত্যেক ভোট দানের নিয়ামাবলী নির্বাচন কমিশন থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং ভোটারগণকে অবহিত করতে পারবেন।
১৪. নির্বাচনের দিন কেন্দ্রের ১০০ গজের ভিতর কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারনা, পোষ্টার লাগান বা লিফটেট বিতরন করা যাবে না।
১৫. নির্বাচনী কেন্দ্রে কোন প্রকার রেডিও/মাইক অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
১৬. নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে প্রার্থী বা প্রার্থীর সমর্থকরা কোন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তাৎক্ষনিকভাবে তা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানানো হবে।
১৭. নির্বাচনে কোন প্রার্থী কোন প্রকার প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে প্রার্থীদের ছবি ব্যবহার করা যাবে। ভোটাররা ক্রস বা টিক চিহ্ন ব্যবহার করে ভোট প্রদান করবেন।
১৮. নির্বাচনের ভোট গ্রহন পদ্বতি ও নির্বাচন পরিচালনার কার্যক্রম নজরদারী করার জন্যে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে পর্যবেক্ষন নিয়োগ করা যাবে। তবে পর্যবেক্ষনগণ নিরপেক্ষ ভাবে শুধু ভোট গ্রহন অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষন করতে পারবেন। কোন প্যানেল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকার প্রচার, আলোচনা, সমালোচনা ও মতামত দিতে পারবে না।
১৯. একই ব্যাক্তি কেবল মাত্র একবারই ভোট করতে পারবেন। এক্ষেত্রে যদি (ভুল বশত) ভোটার তালিকায় কোন ব্যাক্তির নাম একাধিকবার হয়ে থাকে, তা গ্রহনযোগ্য হবে না।
২০. ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনের ফলাফল চুড়ান্ত করা না গেলে সংগঠন কার্যালয়ে নির্বাচন পরবর্তী কর্মকান্ড চলবে। এই ব্যাপারে কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।
২১. নির্বাচন কমিশন প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার সদস্য হিসাবে অথবা সদস্য নন এমন ব্যাক্তিকে মনোয়ন দেয়া যাবে।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত মনোয়ন ফি

পদের নাম	সংখ্যা	পরিমাণ (ইউএস ডলার)
সভাপতি	১	১০০০ ডলার
সিনিয়র সহ সভাপতি	১	৮০০ ডলার
সহ-সভাপতি	২	৭০০ ডলার
সাধারণ সম্পাদক	১	৮০০ ডলার
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	১	৬০০ ডলার
সহ সাধারণ সম্পাদক	১	৫০০ ডলার
কোষাধ্যক্ষ	১	৭০০ ডলার
সাংগঠনিক সম্পাদক	১	৪০০ ডলার
দপ্তর সম্পাদক	১	৪০০ ডলার
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১	৪০০ ডলার
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১	৪০০ ডলার
প্রচার ও প্রকাশণা সম্পাদক	১	৪০০ ডলার
ক্রীড়া সম্পাদক	১	৪০০ ডলার
নির্বাহী সদস্য	৭	৩০০ ডলার

উপরোক্ত নিয়ামাবলী ছাড়াও যদি নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন মনে করেন তবে নির্বাচনী আচরন বিধির পরিবর্তন, পরিবর্ধণ ও সংযোজনের ক্ষমতা রাখেন

বিঃ দ্রঃ- ভোটার তালিকায় কোন ধরনের ভূল সংশোধন করতে হলে আগামী ৩০শে এপ্রিল ২০২১ বিকাল ৫টার মধ্যে যথাযথ প্রমানসহ নির্বাচন কমিশকে অবহিত করতে হবে। এরপর কোন ধরনের আবেদন গ্রহনযোগ্য হবে না। ভোটার তালিকার অতিরিক্ত কপি (যদি কোন প্রার্থী চাই) নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ পূর্বক গ্রহন করিতে পারিবেন।

ধন্যবাদান্তে

মোঃ হাছান চৌধুরী
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (পেকুয়া উপজেলা)
ফোনঃ ৯১৭-৩৭৯-১৪২৮

আবু তালেব চৌধুরী চান্দু
নির্বাচন কমিশনার (লোহাগাড়া উপজেলা)
(৩৪৭) ৫৯৬-০৭১০

সাঈদ মুরশেদ রেজভী চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার (মিরসরাই উপজেলা)
(৯১৭) ৫১৮-৮৩৩৭

মাষ্টার নাসির উদ্দিন চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার (ফটিকছড়ি উপজেলা)
(৩৪৭) ৮৪৫-১৭৩৪

এডভোকেট নিজাম উদ্দিন আহমেদ
নির্বাচন কমিশনার (রাউজান উপজেলা)
(৯১৭) ৩৪৫-১৬৫৩

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রচারিত

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





Payment : As per wage parity $19.09

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

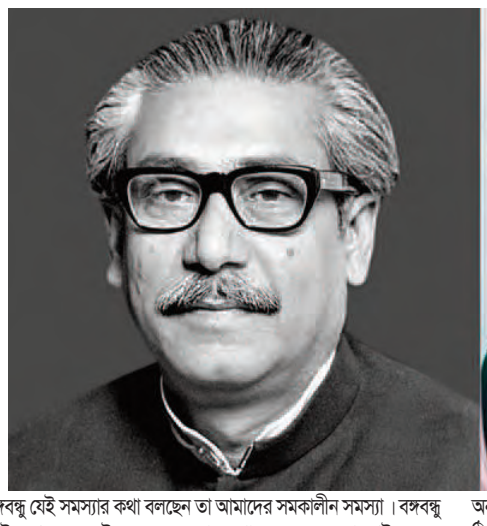
সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় বাঙালীত্ব ও শোষিত-বঞ্চিত মানুষ

শেখ
ফজলে শামস পরশ

'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু: এক ও অভিন্ন'–উক্তিটি কেবল আমার কাছে একটা অতি ব্যবহৃত মন্তব্য নয়, এই উক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর ২৩ বছরের স্বাধিকারের সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে উপলব্ধি করি? মুক্তিযুদ্ধ আসলে কী? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি সর্বদা খুঁজি। দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষকে মুক্ত করেছিলেন শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও অবহেলা থেকে। শুধু বঙ্গবন্ধুই দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেন নাই; এদেশের বহু মানুষকে স্বাধীনতার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সবচেয়ে গর্বের একটা ইতিহাস, একই সঙ্গে সর্বোচ্চ কষ্টের ও অবিস্মরণীয় কাহিনি। মুক্তিযোদ্ধারা এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। এ কারণেই একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে আমি গর্ব বোধ করি। শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ তাকে বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শেখ মুজিব কীভাবে এই নিবেদিত, বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী কণ্ঠ ধারণ করলেন? এই বৈশিষ্ট্য কি তিনি জন্মলগ্ন থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছেন? পরিবার থেকে পেয়েছেন? নাকি ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করেছেন? বঙ্গবন্ধুর প্রেরণার উৎসই-বা কী ছিল? এই বিষয়গুলোতে আজকে আলোকপাত করতে চাই। আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুর প্রেরণার উৎস একদিকে ছিল তার বাঙালিপনা, অন্যদিকে ছিল শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মজ্জাগত প্রতিবাদী স্বভাব এবং তার পারিবারিক প্রভাব। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু সময়, বাস্তবতা ও ঘটনাপরম্পরায় বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনীর প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন, 'একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তন সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

তিনি বাঙালীর দুঃখ-কষ্ট সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতেন। তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের উত্থানের ক্ষেত্রে শুধু নিয়োজিত শক্তি নয়, অগ্রদূত হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাঙালির সঙ্গে তার যে বন্ধন সেটা শুধু আবেগতাড়িত বন্ধন নয়, এর পেছনে ছিল বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টিশীলতা। সেটা বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা থেকে বোঝা যায়। 'আমাদের বাঙালীর মধ্যে দুটা দিক আছে। একটা হলো 'আমরা মুসলমান, আর একটা হলো, আমরা বাঙালি। পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোনো ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, পরশ্রীকাতরতা। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালী জাতির সব রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ার খুব কমসংখ্যক দেশে আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।' (পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮, অসমাপ্ত আত্মজীবনী)। যদিও এখানে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে একধরনের ক্ষোভের অথবা অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়, বাঙালীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তার যে বিশ্লেষণ তা অত্যন্ত পরিণত এবং যুক্তিপূর্ণ। একজন দার্শনিকের মতো তিনি বাঙালির সমস্যার মূল চিহ্নিত করেছেন এবং সমস্যার সমাধানও দিয়েছেন। বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধে তার উপলব্ধি, বাঙালী সম্বন্ধে তার জ্ঞান, তার প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি, বাঙালীর সঙ্গে তার নৈকট্যেরও প্রমাণ বহন করে।





বঙ্গবন্ধু যেই সমস্যার কথা বলছেন তা আমাদের সমকালীন সমস্যা। বঙ্গবন্ধু সেই যুগের হয়ে এই সময়ের সমস্যার কথা বলছেন। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু সব সময় প্রাসঙ্গিক, সর্বজনীন ও সমগ্র বাংলার মানুষের কাছে চিরন্তন মুজিব। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলাকেন করে তরুণ মুজিব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কীভাবে এদেশের মানুষ ভন্ড ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে আসছে যুগে যুগে। বাঙালী জাতি এদের প্রতারণার শিকার হওয়ার যে করুণ ইতিহাস, সেটা অনেক পুরোনো ইতিহাস। অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল মুজিবের কণ্ঠে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী অবস্থান, তা বর্তমান প্রজন্মের জন্য শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, শিক্ষণীয়ও বটে। সুতরাং বাঙালীত্বের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে প্রেম, সেটা একতরফা বা পক্ষপাতপূর্ণ আসক্তি না, সেটা অত্যন্ত যৌক্তিক, গঠনমূলক, বস্তুনিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক।

একই সঙ্গে, বঙ্গবন্ধুর মধ্যে সর্বদা রাজনীতি করার একটা অসাধারণ অদম্য চালিকাশক্তি কাজ করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্রনেতা হিসেবে তার অবদান এই ধারণা সমর্থন করে। সহপাঠীদের উদ্দেশ্য তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমরা পন্ডিত হও, আমার অনেক কাজ। আগে পাকিস্তান আসতে দাও, তারপর বসে বসে আলোচনা করা যাবে।' (পৃষ্ঠা ৪১, অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

একটা বিষয় পরিষ্কার, যে লক্ষ্য অর্জনে শেখ মুজিব ছিলেন অবিচল। সেই লক্ষ্য যদি দুঃখী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য হয় সেক্ষেত্রে তিনি জীবন দিতে পারতেন।

একজন অধ্যয়নশীল, স্বাধীনচেতা এবং দূরদর্শিতাসম্পন্ন ছাত্রনেতারই পরিচয় পাওয়া যায় ওপরের চিত্র থেকে। একদিকে যখন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির কবলে দেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষ, ঠিক তখন মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ ও দুঃখ-কষ্ট তরুণ মুজিবকে উতলা করে ফেলে। সার্বিকভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি তরুণ বয়স থেকেই তার মাথায় জেঁকে বসেছিল। পরাধীনতার কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার ব্যাপারে তরুণ বয়স থেকেই সংকল্পবদ্ধ ছিলেন শেখ মুজিব। আর একটা বিষয় লক্ষণীয়, তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ, যেমন পড়ালেখা, চাকরি-বাকরি ইত্যাদি থেকে রাজনৈতিক কর্মকে, তথা গণমানুষের স্বার্থকে সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন। 'আগে পাকিস্তান আসতে দাও, তারপর বসে বসে আলোচনা করা যাবে' শুধু তার পরোপকারী মনোভাব ব্যক্ত করে না, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, তথা পাকিস্তান সৃষ্টির সংগ্রামে তার আদর্শিক অবস্থান পরিষ্কার করে।

আরেকটা দিক হলো, পারিবারিকভাবে শেখ মুজিব একধরনের উৎসাহ পেতেন। বিশেষ করে, তার পিতা শেখ লুৎফর রহমান বিভিন্ন সময় শেখ মুজিবের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন ও পরামর্শও দিতেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে শেখ মুজিব লিখেছেন, "আব্বা আমাকে...একটা কথা বলেছিলেন, 'বাবা রাজনীতি করো আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছো এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না।' আর একটা কথা 'sincerity of purpose and honesty of purpose'... কোনো দিন আমি ভুলি নাই।" সত্যি বঙ্গবন্ধু পিতার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখেছেন এবং পালন করেছেন। লক্ষ্য অর্জনে তিনি সর্বদা অবিচল ছিলেন এবং কখনো আপস করেন নাই, যেটা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় তার দৃঢ়তার উৎস কোথায়। আর একটা বিষয় পরিষ্কার যে, শেখ মুজিবের পিতা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন এবং রাজনৈতিক জ্ঞান রাখতেন এবং ছেলেকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন। নিজ ছেলে সম্বন্ধে শেখ লুৎফর রহমানের আর একটা উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক :'দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না, যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না...আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না।' এছাড়া শেখ মুজিব নিজে বলেছেন, 'অনেক সময় আব্বা আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। আমাকে প্রশ্ন করতেন, কেন পাকিস্তান চাই? আমি আবার কথার উত্তর দিতাম।' এ থেকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুর নিজের যেমন প্রবল আগ্রহ ছিল, মানবদরদি একটা মনন ছিল, একই সঙ্গে প্রেরণা দেওয়ার মতো একজন অভিভাবকও তার ছিল। তার পিতা শেখ লুৎফর রহমানের বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রভাব ছিল। তবে এ কথা আমরা সবাই জানি যে, শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অভিভাবক ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব। যেটা আরেকটি বড় লেখার অনুষঙ্গ হতে পারে। পরিশেষে, আমরা দেখতে পাই, মূলত তিনটি বিষয় বঙ্গবন্ধুর আসাধারণ রাজনৈতিক প্রেরণার পেছনে ভূমিকা রেখেছে: ১) বঙ্গবন্ধুর বাঙালীত্ব, ২) শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি তার নৈতিক, যৌক্তিক ও নিরপেক্ষ দায়বদ্ধতা। যে দায়বদ্ধতা তিনি পালন করেছেন মেধাসম্পন্ন, প্রগতিশীল এবং প্রজ্ঞাশীল রাজনীতির মধ্য দিয়ে। ৩) তার পারিবারিক শিক্ষা, বিশেষ করে পিতা শেখ লুৎফর রহমানের অনুপ্রেরণা। এই তিনটি চালিকাশক্তির কাঁধে ভর করে তরুণ মুজিব ধাবিত হয়েছিল মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। যেই লক্ষ্য থেকে তাকে কোনো শক্তি বা শাসকগোষ্ঠী কোনো দিন বিচ্যুত করতে পারেনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাঙালির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। বাঙালীকে ভালোবেসেছেন এবং বাঙালির উন্নতির কথা ভেবেছেন। পরিশেষে আশা ব্যক্ত করতে চাই যে, আমাদের নতুন প্রজন্মের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে এবং একই সঙ্গে শুধু দেশপ্রেমী নয়, বাঙালী সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অনুরাগী হতে হবে। শুধু আবেগনির্ভর রাজনীতি নয়, নৈতিক ও যুক্তিশীল রাজনীতি করতে হবে। একই সঙ্গে বাঙালি মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে নিজেকে জানতে হবে এবং আত্মসমালোচনাও করতে হবে। কেবল তাহলেই মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের সম্মান আমরা দিতে পারব। ভুলে গেলে চলবে না, এদেশ সহজে স্বাধীন হয় নাই, বহু বাঙালীর মা-বাবা, ভাইবোনদের রক্তের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং একই সঙ্গে দায়িত্বশীল হতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মৌলবাদী ধর্মান্ধতা এবং অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

IR MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

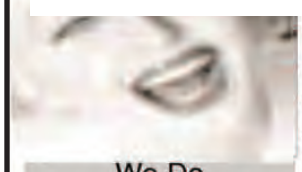
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

ওভাল পার্কে টিউলিপের হাসি



হাবিব রহমান: ফ্লাওয়ার শপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বলা হয় নেদারল্যান্ডসকে। টিউলিপের স্বর্গরাজ্যে গেলে আপনি নিঃসন্দেহে হারিয়ে ফেলবেন নিজেকে। রঙের বাহার আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার। প্যান্ডামিকের জন্য যেতে পারছেন না ওখানে? সমস্যা নেই। চলে আসুন ব্রঙ্কস। ব্রঙ্কসের ওভাল পার্কে নানা রঙের টিওলিপ ফুটতে শুরু করেছে।

টিউলিপের অর্থ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ বা গভীর ভালোবাসা। তুর্কি ও পারস্যের মধ্যকার অর্থাৎ ফরহাদ আর শিরির প্রেম কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই নামকরণ করা হয়। আর যেহেতু টিউলিপ বসন্তের প্রথম দিকের ফুল, তাই এই ফুলকে পুনর্জন্মের বা নবজন্মের অর্থ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

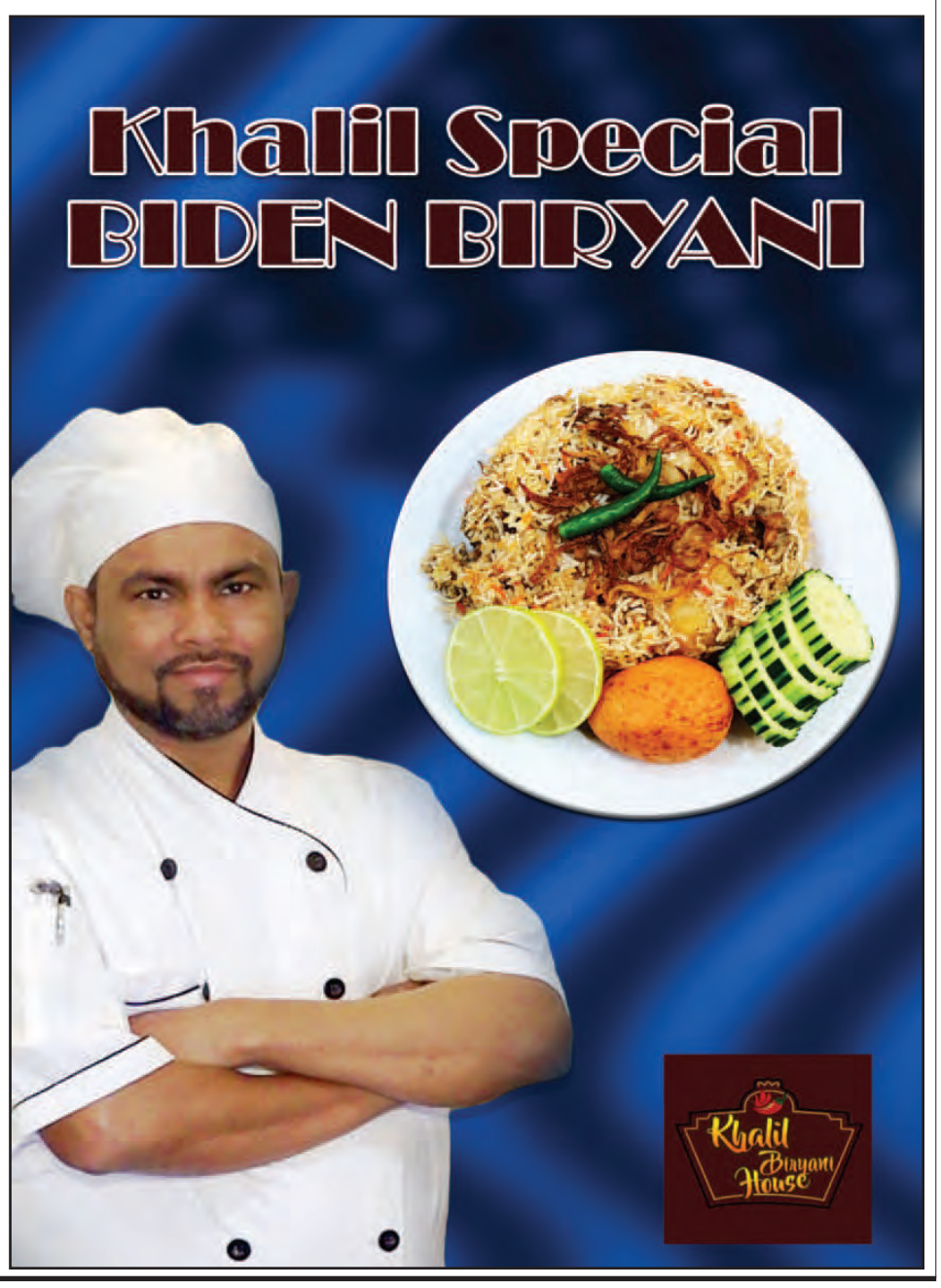
গোলাপী টিউলিপ হচ্ছে আনন্দ ও দৃঢ়তার প্রতীক, বেগুনি আভিজাত্যের, হলুদ প্রফুল্ল চিন্তাধারার এবং সাদা ক্ষমার প্রতীক।

টিউলিপকে ইরান ও তুরস্কে ফার্সি ভাষায় লালে নামে ডাকা হয়। এটি তুরস্কের জাতীয় ফুল হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

নেদারল্যান্ডসের অর্থনীতিতেও টিউলিপের ভূমিকা রয়েছে। অনেক সিনেমা, গল্প, কবিতা, উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে টিউলিপ, ছড়িয়ে দিয়েছে তার রঙের ছটা। পৃথিবীর আনাচে কানাচে কতো যে সৌন্দর্য কতো যে প্রাণ তা বলে শেষ করা যাবে না। সে সৌন্দর্য শুধু চোখে দেখারই নয়, মন দিয়ে উপলব্ধি করারও বইকি। ইউরোপ-আমেরিকার দীর্ঘ বিষণ্ন প্রাণহীন শীতের পর প্রকৃতি যখন একটু একটু করে তার প্রাণ ফিরে পায়, তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ মিথ্যে বলে যাননি- আমারে তুমি অশেষ করেছ/এমনি লীলা তব/ফুরায়ে গেলে আবার ভরেছ/জীবন নব নব।







এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS
Biman BANGLADESH AIRLINES
Emirates
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS القطرية
DELTA AIR LINES
AmericanAirlines

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.









গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার'র ইফতার পার্টি

(শেষের পাতার পর)

সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের ৭১-২৪ ৩৫ এভিনিউস্থ প্রতিষ্ঠানটির অফিসে এই ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে কমিউনিটির শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সভাপতি শাহ নেওয়াজ ও প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রানু নেওয়াজ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া করা।

বিশিষ্ট রাজনীতিক, ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক ডেপুটি মেয়র আব্দুস সালাম সহ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মধ্যে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক দেশবাংলা ও বাংলা টাইমস সম্পাদক ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, বাংলাদেশ প্রতিদিন এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, বর্ণমালা ডটকম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবউদ্দীন সাগর, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ, শহীদুল ইসলাম, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী এবং বর্তমান বাংলা ও জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ সহ এনওয়াইপিডিতে কর্মরত বাংলাদেশী অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফোবানা'র (একাংশ) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান ও মেম্বার সেক্রেটারী কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম সহ ফোবানা নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলী ইমাম, ওয়াহিদ কাজী এলিন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু ও সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, বিএনপি নেতা ও সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য গিয়াস আহমেদ, বিএনপি নেতা শরাফত হোসেন বাবু, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, আবুল কাশেম, জেবিবিএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবিব, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ এনায়েত আলী, এস এম মিসবাহউজ্জামান, বেলাল আহমেদ চৌধুরী, শাহাদাৎ হোসেন সবুজ, শোটাইম মিউজিক এর আলমগীর খান, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী সাইফুর খান হারুন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ছাড়াও ব্রঙ্কস, ব্রুকলীন ও জ্যামাইকা শাখার মাধ্যমে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার বিপুল সংখ্যক দেশী ও বিদেশীদের হোম কেয়ার সার্ভিস দিয়ে আসছে।



সাংবাদিক আহমেদ মূসার

(শেষের পাতার পর)

আহমেদ মূসার 'বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় 'সাপ্তাহিক আজকাল' গত ২০ এপ্রিল বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের পালকি পার্টি সেন্টারে এক স্মরণসভার আয়োজন করে। উল্লেখ্য, আহমেদ মূসা গত ১৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকোর সভাপতিত্বে এবং প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সিনিয়র সাংবাদিক তাসের খান মাহমুদ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক জনতার কণ্ঠ'র সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, আজকালের বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলাম, সময় টিভির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি হাসানুজ্জামান সাকী, ভয়েস অব আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রতিনিধি আকবর হায়দার কিরন, বাংলাভিশনের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি নিহার সিদ্দিকী, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র চীফ রিপোর্টার মনজুরুল হক, আজকালের বাণিজ্যিক প্রধান আবুবকর সিদ্দিকী, সাংবাদিক আলমগীর হোসেন প্রমুখ। দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সাদিক। দোয়া-মুনাজাতে আহমেদ মূসার আত্মার মাগফিরাত সহ করোনামুক্ত বিশ্ব কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সাংবাদিক দর্পণ কবীর, সাপ্তাহিক ঠিকানার বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট খন্দোকার ফরহাদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আহমেদ মূসার জীবনের নানা দিক নিয়ে স্মৃতিচারণ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তারা বলেন, আহমেদ মূসা একজন প্রাজ্ঞ সাংবাদিক ছাড়াও তিনি ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী। বহু গ্রন্থের প্রণেতা আহমেদ মূসার নাট্যকার হিসেবেও ছিল ব্যাপক পরিচিতি। তিনি নিজেকে যোগ্য ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অকুতোভয়, আদর্শবান ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সবসময় ছিলেন দেদীপ্যমান। ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।



নিউইয়র্ক: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ইউএস সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী মঈন চৌধুরীর সৌজন্যে মদিনা মসজিদে ইফতারের আয়োজন করা হয়। এতে ২০০ রোজাদার উপস্থিতিত ছিলেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। ছবিতে বক্তব্য রাখছেন এটর্নী মঈন চৌধুরী।





সাহিত্য সাময়িকী

চুপচাপ বিদায় নিচ্ছেন কেউ

মতিন বৈরাগী

আমি বসে থাকি এক অজানা অসহায়ত্ব নিয়ে
যেরকম থাকে হতাশ মানুষ যেরকম তাদের থাকবারই কথা
আমার ভাগ্যরেখার দিক বদল ঘটেছে শনির দিকে
তারপর কোনো এক খরস্রোতা নদীতে ভেসে যাবে কচুরি পানার মতো
আমার শরীরের রাগ উজান সাঁতরানোর সাহস হারিয়েছে
আমি বসে থাকি দিকহীন আমার অসহায়ত্ব নিয়ে
সূর্য ডুবে যায় বৈশাখের- নপুংশক সূর্য-

হয়তো কেউ কেউ আরো ডুবে থাকে নিরাশায়
মাদকাসক্তির মতো
এখন আমি নিরাশার কবি,
সূর্য ডোবার মতো ডুবে যাচ্ছি হতাশার পানীয়তে
আর দলাপাকানো রাগগুলো গলছে শরীরে বেদনার উঁইটিবি
আমি জানি না এই বৈশাখের আর কোনো নতুনত্ব আছে কীনা
আমি কেবল তার অস্তরাগের দিকে তাকিয়ে নির্নিমিখ
শুনি,
বৈশিষ্টহীন বৈশাখের প্রতিদিন কান্না হয়ে ওঠার গল্প

এখন আমি নৈরাশ্যে ডুবতে ডুবতে চারিদিকে কেবল
পরকালের সুখভোগের গল্পগুলোই শুনছি
আর যখন কোনো আশাই অবশিষ্ট আর নেই
তখন এক কাব্যকিমিয়াবিদের কাব্যগুলোর আবাদ
উর্বর করছে ল্যাটকে যাওয়া দেশ-মৃত্তিকা

আর আমি ভাবি
আর ক্রোধান্বিত হই একা একা পলায়নপর খরগোশ
আমার শরীরে বৈশাখের মতো নির্জনতা
শুকনো বালুচরে ঝাউপাতার কান্না
আর তারা ফিরছে গোরখানার দিকে-
চুপচাপ বিদায় নিচ্ছেন কেউ ।

পাখিপ্রাণ

আলম মাহবুব

অন্তহীন নীড়ে সূর্যপ্রতিম রক্ত নিভে যাওয়ার আগেই
পাখিপ্রাণ দাও উত্তর প্রবেশে আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়,
এখানে ক্লান্তির দীপ্তি পূবের আকাশে সুজাতার সাড়া নেই ।
অনেক নারীরা যতিহীন আঁধার আলোয় উবে গেছে
তারার তিমিরে মৃত্যুশব্দ শুনে শুনে
সূর্যনক্ষত্র নারী প্রেমিকের মতো মিশে থাকে দ্বিতীয় ব্যথায় ।

এই অনুভবে মনে হয়
অন্তহীন প্রসারের থেকে মোহিনী নরক অধিক সরল ।
পাখিপ্রাণ দাও পরিভাষাহীন নিসর্গের মতো
এইসব অবরোধে আর গানেতে হৃদয় নেই
আঁধারের হিমে নরনারীদের নিভেছে আকাশ
প্রয়াণের নীল পটভূমিতে মানুষের প্রাণের ভিতর
জয়জয়ন্তীর সূর্য অনন্তের মতোন সুগম নয় ।

চেতনার কাছে অর্থহীন আলোকের মানে
মৃগতৃষ্ণায় গভীর এরিয়েলে দাঁড়ায় বিস্মিত সবিতা নারী
পাখিপ্রাণ দাও মানুষের হাড়ে লেগে আছে খুব শীত ।

নদী ও দেশলাই

নাসরীন নঈম

এ এক অদ্ভুত অধিকার
নদী ঢেউ তুলে নেচে নেচে সাগরে মিশে যায়
অথচ জয়ের নেশায় বিভ্রম অবিশ্রান্ত নদী
ফুঁসে উঠলে ভাঙবে তীর জেনে বুঝেও কোথাও
নিশ্চিত নির্ভরতা দেখা যায় না সহসা
পানের বিগ্রহ যুদ্ধের মতই আগ্রাসী তাই কে জিতলো
কে হারলো ভেবে দেখবে কিছুটা অনঙ্গ তুলে
হৃদয়ের সুরঙ্গ নিয়ে হেঁটে যায় বরাভয় ।

যদি সাঁতার না জানতাম তবে কিন্তু আমি
নদী তীরে আসতাম না কখনো বিশ্বাস কর ।
নিজের শরীর নৌকা ভেবে পালে বাতাসও দিতাম না
তবে নদীর সাথে শৈশব থেকেই ছিল এক সখ্য
বনের প্রান্তরে নদী একদিন আমাকে দেখিয়েছিলো
কীভাবে নিজেকে অলস দুপুরে নদীর বিছানায়
এলিয়ে দিতে হয় ডুব সাঁতারে আবার ভেসে
ভেসে গলায় প্রেমের ফাঁস দিয়ে আগুন জ্বালাতে হয় ।

যতই আমি কয়লার বিছানায় থাকি না কেন
নিজেকে কখনো দেশলাই ভেবো না তুমি ।

মিঠাপানির প্রণোদনার পানে

আনিসুর রহমান অপু

পাহাড়ের ওজনে এক-একটা দিন
একচিলতে রোদ্দুরও-কি নেই কোথাও যা আমাদের ভেতরের
স্যাঁতসেতে অবস্থাটা কাটিয়ে, ছড়িয়ে দিতে পারে কিছুটা উষ্ণতা!
নেটওয়র্কের বাইরে ছিটকে পড়েছে মা-বাবা, আগাগোড়া নিঃস্বার্থ স্বজন;
সুতরাং তাদের আর দেখতে হচ্ছে-না সাফোকেশনের এইসব দিনরাত্রি!
এবং অবশিষ্ট রক্তস্রোত, যা-কিছু স্নেহের শিহরণ ভুলে গিয়ে বৈষয়িকতার
মোহন জোয়ারে গা ভাসিয়ে বুঝে নিচ্ছে ভরাকটালের হিসেবাদি!
অন্তরের নীল অভিমান অথবা অব্যক্ত গোঙানিতে
ব্যথিত হওয়ার পুরনো সে সিলেবাস অচল ও অর্থহীন
এখন সংশ্লিষ্ট সবার কাছেই ।

আর ভালোবাসা যে-এক আদ্যন্ত না-মেলা সমীকরণ!
যেসব নক্ষত্র ঈশ্বরের সিংহাসনের পায়ের কাছে বসে পৃথিবীর শুভাশুভ
নির্ধারণ করে বলে প্রচলিত বিশ্বাস্থ কে জানে কোন কালোযাদুর প্রভাবে
ন্যাতানো মুড়ির মতো তারাও নিষ্প্রভ আজ!
সময়ের কানাগলির ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হাঁপিয়ে উঠেছি বড়!
ছিনতাই হয়ে যাওয়া স্বপ্নের পেছনে ছুটতে ছুটতে নিজের কাছেই

নিজেকে ভঙ্গুর, ক্লান্ত-শ্রান্ত লাগছে এখন খুব!
'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে-'
কোনখানে সে প্রার্থিত প্রেমের পালক,
অনিঃশেষ সত্যের সুষমা-
খুঁজে খুঁজে হয়রান, তবু খুঁজি, তবু আশা বেঁধে রাখি
লোনাজলের তিক্ততা পিছে ফেলে মিঠাপানির প্রণোদনার পানে!

মা'র কবরের পর

ফরিদ আহমদ দুলাল

দু'হাতের দশ আঙুলে আমার মাখামাখি করে মধুর কবরের ধূলি
যে মাটির স্পর্শে অনুভব করি বিস্মৃত-শৈশব স্মৃতিগুলি
বুকে অনুভব করি মাতৃদুগ্ধ ঋণ
যার স্পর্শহীন কত মুহূর্ত কেটেছে নিদ্রাহীন!
গোরস্থানের নিঃস্তব্ধতায় মা'কে একা রেখে একা ফিরি ঘরে
আহা মা আমায় দশ মাস রেখেছিলি সমাদরে
জরায়ুর নাতিশীতোষ্ণ জলে সযত্ন-মমতায়
তোকে কী করে একাকী রেখে যাচ্ছি অসহায়!
ঘরে গিয়ে পাবো সাহরির আহার রয়েছে অপেক্ষমান
অপেক্ষায় আছে নববর্ষ নাযাতের পুণ্যময় রমাদান ।

যে হাতে আমার মনমৃত্তিকার মায়া মা'র কবরের ধুলো
সে হাতে চুম্বন-পবিত্রতা দিয়ে জীবন জাগিয়ে তোলো
মা'র কবরের মাটিতে মিশেছে লক্ষ বাঙালীর রক্ত-ঘ্রাণ
একাকীত্বের এ বুকে যেনো কাঁদে শতলক্ষ মা'র অভিমান
যে মাটিতে মা ঘুমিয়ে আছে আজ নববর্ষে পয়লা রমাদানে
সূর্যোদয়ে জেগে ওঠা ভোর আলোকিত হতো যার গানে
'তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও ওড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক এসো এসো'
গোরস্থানের মাটিতে মা ঘুমায় চির শান্তির সুখনিদ্রায়
বদ্বীপ বাংলার সর্বমৃত্তিকায় মধুর সুধাকণ্ঠ গেয়ে যায়
মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শূচি হোক ধরা.....

খেলা

শঙ্খশুভ্র পাত্র

শেষতক কাটাকুটি সার
দীর্ঘ ছুটি গ্রীষ্ম- অবসর
অধুনা জমেছে সংসার
তোমাকে দেখিনি ক'বছর ।

পার তো এদিকে এস, টুকু...
টুকটাক কথা হলে, ভ্রম
দূর হবে । আদরিনী খুকু
মুকুরে খুঁজবে উপশম ।

মাঝে-মধ্যে কাটাকুটি খেলা
তুমি- আমি যেন জুঁই-বেলা...







'আমরা ৯৩ আমেরিকা'র ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

পাশকৃত বাংলাদেশীদের সামাজিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন 'আমরা ৯৩ আমেরিকা'। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে শনিবার বিকেলে 'আমরা ৯৩ আমেরিকা'র ইফতার পার্টি আয়োজন করা হয়। শনিবার পর্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৮৩জন সদস্যের মধ্যে শতাধিক সদস্য এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন বলে সংশ্লিস্টরা জানান। এদের মধ্যে নিউজার্সী অঙ্গরাজ্য থেকেও কয়েকজন সদস্য যোগ দেন। খবর ইউএনএ'র।

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মাইনুল হাসান মুন। মূল বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির উদ্যোক্তা রাশেদুল এইচ রাসেল। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো- রেজিষ্ট্রেশন, মতবিনিময়, শুভেচ্ছা বক্তব্যে পরিচিতি এবং দোয়া। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য মওলানা আশিক মাহমুদ।

উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই ইফতার পার্টিতে দীর্ঘ ২৮ বছর পর একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়ার আনন্দে উৎচ্ছিত, উদ্বেলিত ছিলেন সংশ্লিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীরা মূহুতেই হয়ে গেলে 'আপনি থেকে তুই-তুমি আর দোস্ত-বন্ধু'-তে। স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে কেউ কেউ আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তবে অনুষ্ঠানের পরিচয় পর্বে নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে সবার বউ 'একটি'ই দাবী করলেও স্কুল কলেজে প্রেম করেছেন বা প্রেমে পড়েছেন একাধিকবার- এমন বক্তব্যে হাসির রোল উঠে। সবমিলিয়ে জমে উঠে ইফতার পার্টি, অনুষ্ঠানটি রূপ নেয় মিলন মেলায়। অনুষ্ঠানে রাশেদুল এইচ রাসেল জানান, ২০২০ সালের ১ আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে 'আমরা ৯৩ আমেরিকা'র যাত্রা শুরু। তাই চলতি বছরের আগামী ১ আগষ্ট হবে আমাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ঐদিন আমরা নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের একটি পার্কে 'পারিবারিক বনভোজন' আয়োজন করতে চাই। তিনি বলেন, এই সংগঠন হবে সামাজিক কিন্তু অরাজনৈতিক। আমাদের বন্ধুদের যেকোন বিপদ-আপদে এই সংগঠন পাশে থাকবে, তবে কোন কমিটি থাকবে না। এই সংগঠনে আমরা সকলেই সভাপতি, আমরা সবাই সদস্য। আমাদের থাকবে না কোন কমিটি, থাকবে না কোন আর্থিক লেনদেন। তিনি বলেন, সবার আগে আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হবে, যে কোনমূল্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কোন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর কাছ থেকে আমরা অনুদান নেবো না। সংগঠনকে সব সময় রাজনীতি মুক্ত রাখবো- এটাই হোক আমাদের শপথ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যরা তাদের সংক্ষিপ্ত নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন এবং এই উদ্যোগের জন্য আয়োজক ও উদ্যোক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তারা বলেন, 'আমরা ৯৩ আমেরিকা' প্রতিষ্ঠায় মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেলাম। দীর্ঘদিন পর হারানো বন্ধুকে খুঁজে পেলাম। করোনা মহামারির এই দু:সময়ে একটু স্বস্তি ফিরে এলো।



সমিতির নির্বাচন ৩০ মে

(শেষের পাতার পর)

বেলা ১টা থেকে বিকেল ৩টা। আপিলের শুনানী ও রায় ৯ মে রোববার, বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা। প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১১ মে মঙ্গলবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত এবং চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা ১৫ মে শনিবার। নির্বাচন আগামী ৩০ মে রোববার। উল্লেখ্য, ব্রুকলীনস্থ সমিতি ভবন (নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়) ছাড়াও ব্রঙ্কসের নিরব রেষ্টুরেন্ট, জ্যাকসন হাইটসের পালকি পার্টি সেন্টার এবং জ্যামাইকাস্থ আমেরিকান শিপিং এন্ড লজিষ্টিক ইনক থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ ও দাখিল/গ্রহণ করা হবে।

এদিকে সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা, দোয়া ও ইফতার মাহফিল পরিচালনা করেন কমিশনার অন্যতম সদস্য আবু তালেব চৌধুরী চান্দু। দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র সভাপতি মাওলানা রহিম মাহমুদ।

মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম ও সরোয়ার জামান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনির আহমেদ ও আবু তাহের, সাবেক নির্বাচন কমিশনার মাকসুদুল হক চৌধুরী, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম, সহ সভাপতি মাসুদ হোসেন সিরাজী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খোকন, কোষাধ্যক্ষ মীর কাদের রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইকবাল, আবুল কাসেম (চট্টল কাসেম), তৌহিদুল আলম, এরশাদ চৌধুরী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সভাপতি হেলাল মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মোঃ ওয়াসিম সিদ্দিকী, জসিম চৌধুরী, মোঃ আজম, সেলিম হারুন, আইয়ুব আনসারী, আলী আকবর বাপ্পী, নাজিম উদ্দীন, স্বপন চৌধুরী, মোঃ মনসুর বাবু, এরশাদ চৌধুরী, হাজী আবদুর রহমান, শফিউল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে সমিতি সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে গত ৪ এপ্রিল শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এর আগে গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ও ১২ সেপ্টেম্বর দু'দিন শপথের মাধ্যমে মোট ৯ জনের নির্বাচন কমিশন গঠন করেন প্রয়াত সভাপতি আবদুল হাই জিয়া। ঐ কমিশনের প্রধান কমিশনার নির্বাচিত হন শাহজাহান মাহমুদ। কিন্তু কমিশন বিগত ৬ মাসে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেননি। শুধু কয়েকদিন পর পর পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোন অগ্রগতি চট্টগ্রামবাসী দেখেনি।

সংশ্লিস্টরা অভিযোগ করেন যে, সমিতির গুটিকয়েক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্দনে কমিশনার শাহজাহান মাহমুদ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার এই ব্যর্থতার দায় সমিতি নেবে না। তাই কার্যকরি কমিটি ও সমিতির সাধারণ জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গত ২৭ মার্চ বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করেন এবং সভায় সমিতির উদ্ভুত পরিস্থিতির বিষয়ে বিষদ আলোচনা করা হয় এবং সভায় উপস্থিত সকলে একযোগে ঐ ব্যর্থ নির্বাচন কমিশন বাতিল করা জোর দাবী জানান। পরে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকলের শতভাগ সমর্থনে শাহজাহান মাহমুদ নেতৃত্বাধীন ৯ সদস্যের নির্বাচন কমিশন বাতিল করে পুনরায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন করেন। ইসি'র নতুন কমিশনের প্রধান মনোনীত হয়েছেন হাসান চৌধুরী। কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মোর্শেদ রিজভী, নাছির উদ্দিন ও নেজাম আহমেদ। গত ৪ এপ্রিল শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন নির্বাচন কমিশনের কাজ শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২৩ এপ্রিল সাধারণ চট্টগ্রামবাসীর সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে তারা নতুন নির্বাচনের তফসীল ঘোষনা করা হয়। উল্লেখ্য, সংগঠনের



ঈদ উদযাপন করুন বাড়িতে যেন COVID-19 ছড়িয়ে পড়া বন্ধ থাকে

- আপনাদের জমায়েত সীমিত রাখুন এবং শুধু পরিবারের সদস্যদের সাথে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করুন।
- দলবদ্ধভাবে জমায়েত হলে, বয়স্ক ও দুর্বলদের রক্ষা করতে মুখে একটি আঁটসাঁট আবরণ পরুন।
- কোন গ্রুপগুলো বর্তমানে টিকা পাওয়ার যোগ্য, তা সহ **COVID-19** টিকাসমূহ সম্পর্কে আরো জানুন।

ঈদ মুবারাক!

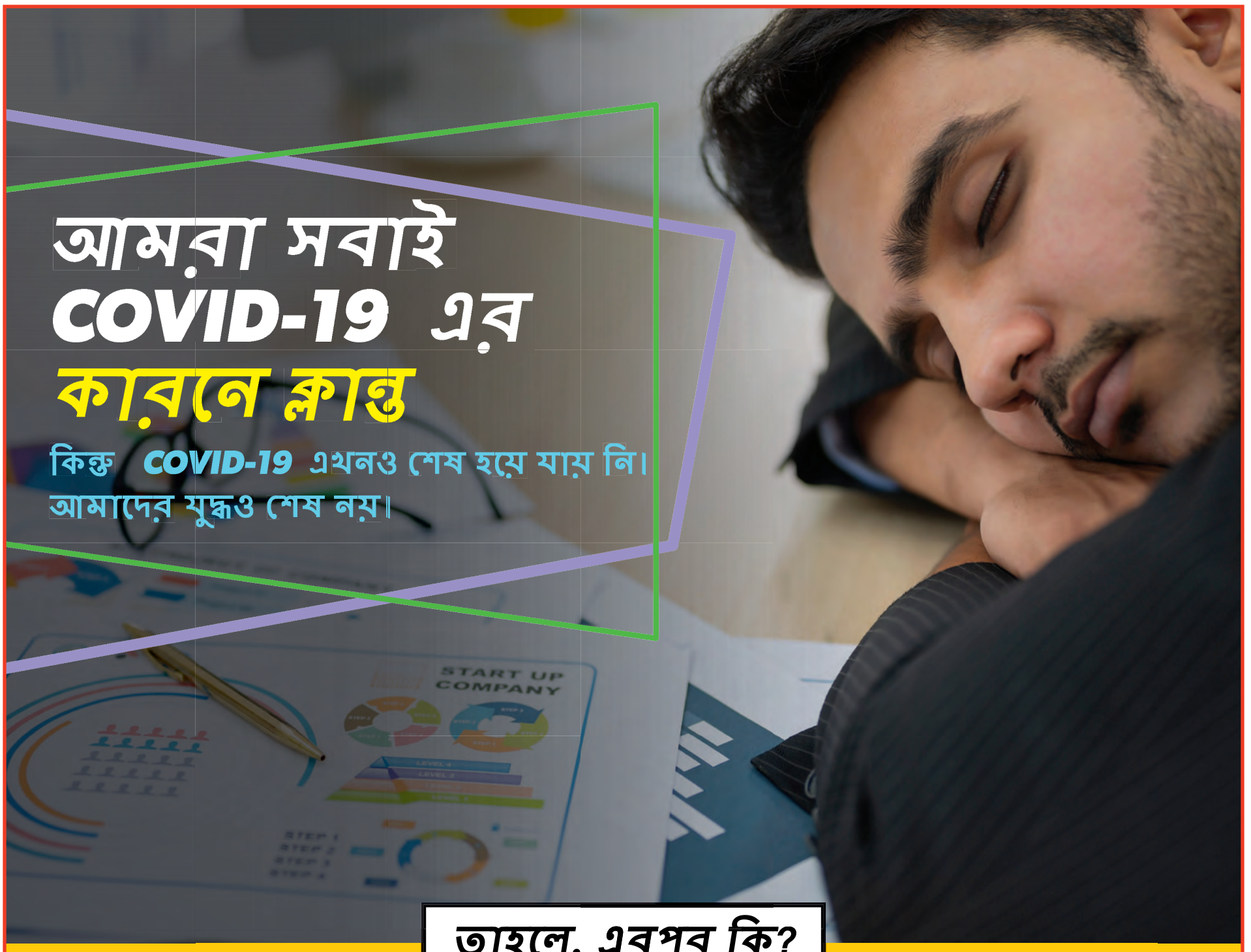
আরো তথ্যের জন্য, **nyc.gov/health/coronavirus** দেখুন।

আপনি যদি একটি COVID-19 টিকা পাওয়ার যোগ্য হন, **877-829-4692** নম্বরে ফোন করে অথবা **nyc.gov/vaccinefinder** এ গিয়ে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন।

NYC Health

Bill de Blasio
মেয়র

Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার



তাহলে, এরপর কি?

- সম্পূর্ণ টিকা না লাগিয়ে থাকলে, এমনকি কোন উপসর্গ না থাকলেও, মাঝে মধ্যেই পরীক্ষা করানো চালিয়ে যান*
- ঠাণ্ডা লাগা বা ফ্লু এর লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে পরীক্ষা করান
- মাস্ক পরুন ও দূরত্ব বজায় রাখুন
- এবং আপনার পালা আসলে, টিকা নিন

COVID-19 ছড়ানো প্রতিরোধ তখনই শুরু হবে যখন জানতে পারবো যে আমাদের এটি হয়েছে।

পরীক্ষা আপনার জন্য বিনামূল্যে।

testandtrace.nyc দেখুন বা **212-COVID19** এ ফোন করুন

*আপনি যদি COVID-19 এর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ টিকা নিয়ে থাকেন, COVID-19 এর কোন উপসর্গ না থাকলে আপনার পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন নেই। নির্দিষ্ট কিছু সেটিং এ হয়তো ভিন্ন ধরণের পরীক্ষা প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

NYC | Test & Trace Corps



MOHAMMED MUJUMDER

City Council District 18, Bronx

Let's Build Together

347-208-1510
Facebook : Mujumder for the Bronx
web : www.mujumdernyc.com

Stay Alert> Control The Virus

করোনা মহামারি মোকাবেলায় মাস্কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক
তাই নিজে সচেতন হউন অন্যদের উৎসাহিত করুন

প্রিয় সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,
আমি ২২ শে জুন ২০২১ সালের অনুষ্ঠিতব্য নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে ব্রঙ্কসে অবস্থিত পার্কচেস্টার, ক্যাসেলহিল ও সাউন্ডভিউ এলাকা নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকা ডিস্ট্রিক্ট-১৮ থেকে কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী।
পিছিয়ে পড়া এই কম্যুনিটির বাড়ির মালিক, ভাড়াটিয়া, টেক্সি চালক, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি হাউজিং-এ বসবাসকারী জনগণের মুখপাত্র হয়ে কম্যুনিটি হাউজিং, এপ্লয়মেন্ট, শিক্ষা ও বয়স্কদের সেবার মান উন্নয়নে আমি বদ্ধপরিকর।
আসছে ২২ শে জুন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে আমি আপনাদের ভোট প্রার্থনা করছি। সুতরাং আসুন একসাথে বিজয়ী হই।

Mohammed Mujumder
Candidate for City Councilman, District 18 Bronx.

Paid for by; Mujumder for the Bronx

TIZARAH



★ Grocery
★ Flowers
★ Halal Meat

110-24 Merrick Blvd, Jamaica NY 11433

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

তিজারাহ্ গ্রোসারী এন্ড হালাল মিট

জ্যামাইকায়, ম্যারিক ব্লুবার্ডে গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম

প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ

Tel: 631-791-3072

BEST PRICE GUARANTEE

DELIVERY AVAILABLE



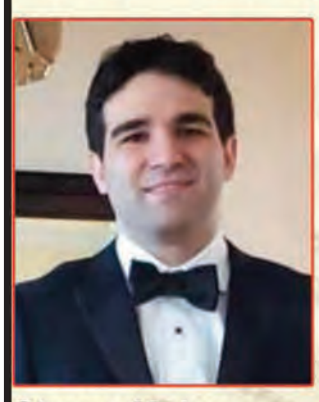
এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়

প্রতি সপ্তাহে প্লেনে আনা তাজা মাছ পাওয়া যায়

এখানে পাবেন সকল প্রকার মশলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ,
টাটকা শাক-সবজি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারী সামগ্রী

১৭ ই মে ট্যাক্স ফাইলিং-এর শেষ দিন

সময় শেষ হবার আগেই দ্রুত ট্যাক্স ফাইল করুন.....



Steven M. Levy CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে
সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন
সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান
তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং
ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



We are Top 500 intuit Company

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

মমতাজ পেলেন ডক্টরেট ডিগ্রি!



বিনোদন ডেস্ক: ফোক সম্রাজ্ঞী মমতাজ এখন গান ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। পাশাপাশি সেবা করছেন মানুষ ও সমাজের। আর এ কারণেই এবার পেলেন সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি। গত ১০ এপ্রিল শনিবার ভারতের তামিলনাড়ুর গ্লোবাল হিউম্যান পিস ইউনিভার্সিটি এ সম্মাননা দিয়েছে তাকে। তারা উল্লেখ করে, বিশ্বের প্রথম শিল্পী হিসেবে ৭০০টির বেশি একক অ্যালবামের রেকর্ড, সুদীর্ঘ ৩০ বছর বাংলা গানকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা ও সমাজসেবা ছাড়াও নানা-মুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত রেখে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মমতাজ।

যে কারণে তারা বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শনিবার 'ডক্টর অব মিউজিক' পদক প্রদান করে। এটি দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ড. পি. ম্যানুয়েল। এর ফলে বহু সম্মানে ভূষিত এ শিল্পী প্রথমবারের মতো ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন মমতাজ নিজে। ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার দেশে ফিরেছেন তিনি। পদকপ্রাপ্তির অনুভূতি জানিয়ে এ শিল্পী বলেন, এটা অনেক বড় পাওয়া। ৩০ বছর ধর গান করছি। মানুষের সেবা করেছি। এই প্রাপ্তি কাজ করতে আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

'ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রি' নিয়ে যা বললেন মমতাজ

আরেক খবরে প্রকাশ, সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য গত ১০ এপ্রিল শনিবার লোকগানের জনপ্রিয় শিল্পী ও এমপি মমতাজকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে ভারতের তামিলনাড়ুর গ্লোবাল হিউম্যান পিস ইউনিভার্সিটি। মমতাজের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান পি ম্যানুয়েল। পরে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্ক উঠে, যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিটি দেয়া হয়েছে সেটির বৈধতা নিয়ে। অনেকে দাবি করেন, ভারতে এরকম ডিগ্রি অহরহ বিক্রি হয়। আর ভারতে গ্লোবাল হিউম্যান পিস ইউনিভার্সিটি নামে বৈধ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। প্রতিষ্ঠানটি ডক্টরেট ডিগ্রি বিক্রি করে। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মমতাজ গণমাধ্যমকে বলেন, আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়টি ভুয়া মনে হয়নি। আর ভুয়া বলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আসছে সেটা এ বিশ্ববিদ্যালয় নয়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আমি নিজে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এটা গ্রহণ করেছি। আমার হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান পি ম্যানুয়েল। একই সময়ে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন চেন্নাইয়ের সাবেক জেলা জজ থিরু এজে মুরুগানানথাম ও তামিলনাড়ুর আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু খলিফা মাস্তান সাহেব। তবে আমি আমি যা পেয়েছি তা আমার কাছে অনেক সম্মানের। আমি জীবনে অনেক সম্মাননা অর্জন করেছি। কিন্তু এটি আমার জীবনের অন্যতম একটি বড় ঘটনা। আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া।

প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে এর বিকল্প নেই -ফজলুর রহমান বাবু



বিনোদন ডেস্ক: গুণী অভিনেতা ফজলুর রহমান বাবু। বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকে অভিনয় করছেন তিনি। এই ছবিতে খন্দকার মোশতাকের চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। এরইমধ্যে ভারতে তিনি শুটিং শেষ করেছেন। খন্দকার মোশতাকের চরিত্রে অভিনয় কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইতিহাসের পাতা থেকে যাদের পর্দায় তুলে আনা হয়, সেসব চরিত্রে অভিনয় অসম্ভব চ্যালেঞ্জিং। এর জন্য আলাদা করে প্রস্তুতি নিতে হয়। প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে এর বিকল্প নেই। তাই খন্দকার মোশতাকের চরিত্রে অভিনয় আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কাজের একটি।

নির্মাতা শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে কাজ করেও বেশ ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। এদিকে মুক্তির অপেক্ষায় আছে এই অভিনেতার আরো ছয়টি ছবি। এগুলো হলো গিয়াসউদ্দিন সেলিমের 'পাপপুণ্য', শোয়াইবুর রহমান রাসেলের 'নন্দিনী', রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের 'নোনা জলের কাব্য', মীর সাব্বিরের 'রাত জাগা ফুল', রাজীব আহসানের 'উড়াল' এবং এখলাস আবেদীনের 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি'। চলচ্চিত্র ও নাটকের পাশাপাশি ওয়েব সিরিজে কাজ করছেন বাবু। অনলাইনের এসব আয়োজনে দর্শকের আগ্রহ কেমন চোখে পড়ছে? তিনি বলেন, যদিও অনেক সমালোচনা শোনা যাচ্ছে ওয়েব সিরিজের কাজের মান নিয়ে, তারপরও ভালো কাজ কিন্তু থেমে নেই। অনলাইন আমাদের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। তাই আমাদের উচিত, এখানে কাজের মাধ্যমে নিজেদের পরিচিতি গড়ে নেওয়া। এছাড়া এখন তো দর্শক টিভির চেয়ে অনলাইনে নাটক-টেলিছবি বেশি দেখে। বাবু সম্প্রতি 'বদমাইশ পোলাপাইন' শিরোনামে একটি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন। এটি পরিচালনা করেছেন মাবরুর রশিদ বান্না। কয়েকজন বন্ধু, তাদের বাবা ও তিনজন শিক্ষককে নিয়ে এর গল্প রচিত হয়েছে। এতে তিনি বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। করোনার এই সময় নিয়েও বাবু কথা বলেন। খুব জরুরী না হলে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না তিনি। সবাইকে ঘরে থাকার অনুরোধও জানান এই অভিনেতা।

বধূবেশে দীঘি



বিনোদন ডেস্ক: সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিকের শুটিং শেষ করে দেশে ফিরেছেন চিত্রনায়িকা প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। আর ফিরেই চমকে দিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বধূর বেশে একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। এরপর থেকে কেউ কেউ মনে করছেন তবে কি জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন নায়িকা? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেলো বিয়ের পাত্রী হিসেবে নয়, একটি ফ্যাশন হাউজের ফটোশুটের জন্য দীঘিকে বউ সাজতে হয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল রাজধানীর বারিধারায় গৌতম সাহার কোরি-ওগ্রাফিতে দীঘি অংশ নিয়েছিলেন আহাম ফ্যাশন হাউজের একটি ব্রাইডাল ফটোশুটে। সেই ছবিগুলোতে ধূসর, গোলাপি সহ বিভিন্ন রঙের লেহেঙ্গায় নতুন এক দীঘিকেই দেখা গেল। তার বধূবেশের ছবিগুলো তুলেছেন নাইমুল ইসলাম। মেকওভার করেছে হাবিব বিউটি লাউঞ্জ।

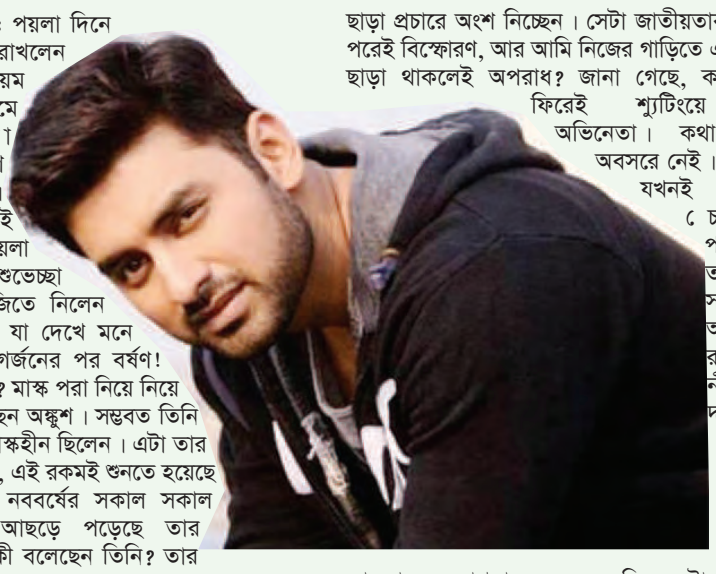
এটিই ছিল এই নায়িকার জীবনের প্রথম ব্রাইডাল ফটোশুট। যার কারণে বেশ উচ্ছ্বসিত দীঘি। তিনি বলেন, প্রথমবার ব্রাইডাল শুট করেছি। অনেক ভালো লেগেছে। দীঘি জানান, সামনে ভালো ব্রান্ড আর সব কিছু ভালো হলে মডেলিং চালিয়ে যাবেন। দীঘি ছাড়াও এই ফটোশুটে অংশ নেন অপু বিশ্বাস, রেবেকা রউফ, বারিশা হক সহ আরও কয়েকজন। প্রথমবার দীঘির ব্রাইডাল ফটোশুটে অংশ নেয়ার ব্যাপারে কোরি-ওগ্রাফার গৌতম সাহা বলেন, দীঘির মা চিত্রনায়িকা দোয়েল আমার কোরি-ওগ্রাফিতে কাজ করেছিলেন। এবার ভাগ্নি দীঘি করলো। কাজটি খুবই সুন্দর হয়েছে। ফটোশুটের ছবি দেখে তো বুঝতে পারছেন। ওর মা (দোয়েল) বেঁচে থাকলে অনেক খুশি হতেন। প্রসঙ্গত, অভিনয় শিল্পী সুব্রত-দোয়েল দম্পতির মেয়ে দীঘির অভিনয়ে অভিষেক হয় শৈশবে। গ্রামীণফোনের একটি বিজ্ঞাপনের মডেল হয়ে রাতারাতি আলোচনার প্রাদপ্রদীপে উঠে আসেন ছোট্ট দীঘি। বিজ্ঞাপনে তার মুখে 'বাবা জানো, আমাদের সেই ময়না পাখিটা না আজ আমার নাম ধরে ডেকেছে' সংলাপটি ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মুখে মুখে। এদিকে, ইতোমধ্যে শিশুশিল্পী থেকে নায়িকা হওয়া দীঘির দুইটি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। সেগুলো হলো 'তুমি আছো তুমি নেই' ও 'টুঙ্গিপাড়ার মিয়াভাই'। সামনে

মৌসুমীসহ পরিবার করোনামুক্ত



বিনোদন ডেস্ক: করোনামুক্ত হয়েছেন চিত্রনায়ক ওমর সানীর পুরো পরিবার। তার স্ত্রী চিত্রনায়িকা মৌসুমী, পুত্র ফারিদন, পুত্রবধূ আয়েশা ও কন্যা ফাইজা সবার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। শুক্রবার দুপুর নাগাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নায়ক নিজেই। এর আগে বৃহস্পতিবার ওমর সানী এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ প্রায় ১৩ দিন পর নিজের গৃহে প্রবেশ করলাম, আমার পরিবার কে আল্লাহ হেফাজত করছেন আপনার কাছে আমার সেজদা, রোজার উসিলায় এই মহামারী দূর করে দেন আল্লাহ।' ঠিক কবে আপনার পরিবার করোনামুক্ত হয়েছেন? প্রশ্ন রাখলে এই নায়ক বলেন, নিশ্চিত হয়েই ফেসবুকে দিয়েছি। সবাই করোনামুক্ত। গত ৩ এপ্রিল ওমর সানী ছাড়া তার পুরো পরিবার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকে পরিবার থেকে আলাদা অবস্থান করছিলেন ওমর সানী।

মাস্ক পরা নিয়ে ক্ষেপেছেন অঙ্কুশ



বিনোদন ডেস্ক: পয়লা দিনে ভারসাম্য রাখলেন তারা? অনিয়ম নিয়ে নেটমাধ্যমে তুলোধোনা করলেন অঙ্কুশ হাজরা। কিছুক্ষণ পরেই মিষ্টি ভঙ্গিতে পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়ে মন জিতে নিলেন ঐন্দ্রিলা সেন। যা দেখে মনে হতেই পারে, গর্জনের পর বর্ষণ! ঠিক কী হয়েছে? মাস্ক পরা নিয়ে নিয়ে বেজায় ক্ষেপেছেন অঙ্কুশ। সম্ভবত তিনি তার গাড়িতে মাস্কহীন ছিলেন। এটা তার গুরুতর অপরাধ, এই রকমই শুনতে হয়েছে অভিনেতাকে। নববর্ষের সকাল সকাল সেই ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে তার ইনস্টাগ্রামে। কী বলেছেন তিনি? তার যুক্তি, লক্ষ লক্ষ মানুষ মাস্ক ছাড়া কুম্ভমেলায় ঘুরছেন। সেটা ভক্তি! তার পরেই তার কটাক্ষ বাংলার নির্বাচনী প্রচার নিয়ে।

বক্তব্য, অতিমারির মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ মাস্ক ছাড়া প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। সেটা জাতীয়তাবাদ! এর পরেই বিস্ফোরণ, আর আমি নিজের গাড়িতে একা মাস্ক ছাড়া থাকলেই অপরাধ? জানা গেছে, কলকাতায় ফিরেই শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত অভিনেতা। কথা বলার অবসরে নেই। যখনই অনিয়ম চোখে পড়েছে তখনই সরব অঙ্কুশ। রাজ-নীতিতে দলে দলে তারকাদের যোগদান, দলবদল নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। এই প্রথম তিনি এতটাই ক্রুদ্ধ। পোস্টের ছত্রে ছত্রে সেই রাগ ছড়িয়ে পড়েছে। যার আঁচ টের পেয়েছেন নেটাগরিকেরাও। প্রত্যেকেই অভিনেতার পক্ষ

শ্রদ্ধাঞ্জলি : কবরী নয়, করবী

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

দাউদ হায়দার

স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে কলেজের করিডোরে দাপিয়ে বেড়াই। পড়ি ঢাকা কলেজে। ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত। কর্মীও। বন্ধুদের সঙ্গে হরেক গুলতানি। সাহিত্য শিল্প নাটক সংগীত, বই মায় রাজনীতি ও সিনেমাও।

পাক-ভারত যুদ্ধের (৬-১৭ সেপ্টেম্বর) আগে, ১৯৬৪ সালে, কলকাতার শেষ বাংলা ছবি সত্যজিৎ রায়ের মহানগর। বলাকায় মুক্তি। দর্শকের ভিড়, হুড়োহুড়ি, পুলিশের লাঠিচার্জ। ব্ল্যাকেও টিকিট উধাও। টিকিট পাইনি। হাপিত্যেশ। না পেলেও উপরি পাওনা ফজলে লোহানী, গোলাম মুস্তাফা, খান আতাকে দূর থেকে দেখি। পুলিশের সহায়তায় হলে ঢুকছেন।

তখন সাপ্তাহিক সিনে পত্রিকা 'চিত্রালী'। রমরমা বাজার। পরের সপ্তাহে 'মহানগরের সাদাকালো ছবি' (স্টিল), বিশাল প্রতিবেদন (ঠিক সমালোচনা নয়) প্রকাশিত। পড়লুম। ঘোলে কি স্বাদ মেটে? ছবি না দেখে?

প্রশ্ন জাগে তৎকালীন পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম) বাংলা-উর্দু ছবির নায়ক-নায়িকা স্বনামে আড়াল কেন? রহস্য কী? নায়িকার নাম জেবা, রেশমা, সুচন্দা, কবরী, শাবানা প্রমুখ। সুমিতা দেবী, সুলতানা জামান স্বনামে, নাদিম, রহমান, রাজ্জাকের পুরো নাম নয় কেন? মোহাম্মদ আলী, গোলাম মুস্তাফা, হাসান ইমাম, আনোয়ার হোসেন এবং আরও দুই চারজন অনীহা নন নাম প্রকাশে।



কবরীর নাম মিনা পাল। মিনা বা মিনা পাল শুনতে খুব কি মন্দ? ওই নামে অভিনেত্রীর শিরোপায় ভূষিত নয় কেন? মিনা পালকে জিজ্ঞেস করেছিলুম একবার। কলকাতায়। দৈবাৎ সাক্ষাৎ, হগ মার্কেটে (নিউ মার্কেট)। কেনাকাটি করতে গিয়েছেন। উঠেছেন হোটেলে। আশ্চর্য হলুম, কবরীকে কলকাতার কেউ চিনতে পারেননি। দিব্যি ঘুরছেন। আড্ডা দিলুম। আড্ডায় বললেন, 'না চিনতে পারায় খুব ভালো লাগছে। ইচ্ছেমতন এখানে ওখানে যাচ্ছি। বাজার-সওদা করছি। ঢাকায় বা বাংলাদেশে অসম্ভব।'

বলি, লাল টিপে বেশ মানিয়েছে। কবরীর বদলে 'করবী' (বীর। গাছ বিশেষ। ফুল) বললে মানানসই। অবশ্য খোঁপাও (কবরী) নজর কাড়ানিয়া।

শুনে স্মিত হাসি।

একটি মজার ঘটনা বলতে চাই। মার্জনা করবেন। এই বয়সে কিছু মনে করবেন না হয়তো। আমাদের তরুণকালের কেচ্ছা। কলেজে পড়াকালীন।

- অভব্য কিছু না হলে বলুন।

'সুতরাঞ্চ দেখে কয়েকজন প্রেমে পড়লুম আপনার। ইচ্ছে হয়েছিল এফডিসিতে গিয়ে আপনাকে দেখব। এবার সশব্দে হাসি। 'প্রেমে পড়লেন, প্রেমিক চোখে দেখলাম না, সাহস হয়নি প্রেম নিবেদনের। ভীরু প্রেমিক সব সবসময়ই আমার অপছন্দ। ভীরু প্রেমিক অপৌরুষ। ছবি দেখে অনেকেই প্রেমের চিঠি লিখেছেন, নাম থাকলেও ঠিকানা নেই। আচ্ছা, এইসব প্রেমিক বৌকে ভালোবাসে কী করে?' (সব বয়ানই যে হুবহু, নিশ্চয় নয়। কানে গেঁথে আছে যতটুকু। স্মৃতিকথা বিটলেমি করছে না হয়তো)।

কথায়-কথায় বাংলাদেশের সিনেমার প্রসঙ্গ। কবুল করলুম, বহু বছর বাংলাদেশের সিনেমা হয়নি।

বাধা দিয়ে বললেন, খুব কি মিস করেন? না দেখার কারণ কী, আপনার সম্পর্কে জানি। আর কতকাল দেশ ছেড়ে থাকবেন? ঠিক, আমরা আপনাকে দেশে নিয়ে যেতে পারি না। দোষ আমাদেরও। জানেন অবশ্যই, মূলে রাজনীতি। ধর্মান্ধ, মৌলবাদিতার বাড়ন্তে ছেয়ে যাচ্ছে দেশ। একটি অনুরোধ করছি, কখনও এইসব লিখবেন না আমাকে উদ্ধৃতি দিয়ে।

কথার পিঠে আরও কথা। মনের খেদ প্রকাশিত করলেন। 'অশ-নিসংকেত'-এ সত্যজিৎ রায় আমাকেই প্রথমে নির্বাচন করলেন। কেন করেন। কলকাতায় আসতে বলেন। গিয়ে দেখা করি। কাহিনি কী, চরিত্র কী, বিস্তারিত বলেন। ওর স্ত্রী বিজয়া রায়ের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেন। ঢাকায় ফেরার পরে সত্যজিৎ বাবুর আর কোনো ফোন নেই। আমি ফোন করলে ব্যস্ততার কথা বলেন। কিছুদিন পরে শুনি ববিতাকে নির্বাচন করেছেন। মন ভেঙে যায়। কবরী কিয়ৎক্ষণ চুপ। মৌনী ভেঙে : 'ঋত্বিকদার 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিতে অভিনয় করে ধন্য, গর্বিত। শুটিং চলাকালে ঋত্বিকদা আমাকে ধমক দিয়ে বলেন : 'ওই মেয়ে তুমি বাংলাদেশের? বাংলার গ্রাম সম্পর্কে কিচ্ছু জানো না। গ্রামের মেয়ে দড়ি, সুতো পাকায় হাঁটুর ওপরে শাড়ি পরে? হাঁটুর ওপরে কাপড় তোলে।' ঠিকই তো, ঠিকই বলেছেন। লজ্জার মাথা খেয়ে কাপড় তুললাম। আসলেই ন্যাচারাল দৃশ্য, গ্রামগঞ্জে। খুব শিক্ষা হলো।' 'ঋত্বিকদা আমার অভিনয়ে খুশি, মন্তব্য করেন তুমি কবরী নও, করবী'। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর নন্দিনী।'

মৃণাল সেনের কথা, 'তিতাস একটি নদীর নাম' দেখে অভিনেত্রীর নাম কবরীর চেয়ে করবী হলেই জুতসই। আগুন।

কবরীকে বললুম, এরপর দেখা হলে করবী সম্বোধন করব। দেখা হলো না। চলে গেলেন। আফসোস।

লেখক: কবি

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • ব্রেইন ইনজুরি • এলিভেটর একসিডেন্ট • স্কুল লায়াবিলিটি • খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা • পিছলে পড়ে গেলে • লেড পয়জনিং • কুকুর কামড়ালে • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্‌স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

কাটাতে প্রয়োজন 'স্মার্ট লকডাউন'



ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব সামাল দিতে আমরা দেখছি ১৪ এপ্রিল থেকে সার্বিক কার্যাবলি ও চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যাকে বলা হচ্ছে সর্বাত্মক লকডাউন। এতে জরুরি পণ্য ও সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের বাইরে সবকিছু বন্ধ রাখা হয়েছে। এই লকডাউন আরও এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে এবং ইতোমধ্যে শপিংমল খোলার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সরকার। লকডাউনের কারণে দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল মানুষের টিকে থাকার সংগ্রাম আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়েছেন নতুন করে। আমরা দেখছি, ইতোমধ্যে মহামারি সংক্রমণের এক বছর পার হয়েছে। কিন্তু ঋণের জালে জড়িয়ে এবং সঞ্চয় হারিয়ে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনও তাদের দৈনন্দিন জীবন চালাতে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে। বিশেষ করে শহুরে বস্তিবাসীদের অবস্থা বেশ ভয়াবহ। আমাদের গবেষণায় এসেছে, শহুরে বস্তিতে কভিড-পূর্ব অবস্থার আয়ের চেয়ে এখনকার আয় ১৪% কম। আমরা জানি, মহামারির কারণে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানান শ্রেণি-পেশার মানুষ। এদের মাঝে আছে হতদরিদ্র এবং মাঝারি দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। এদের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। এ ছাড়া রয়েছে দরিদ্র নয় কিন্তু ঝুঁকিতে থাকা একশ্রেণির মানুষ যারা ভালনারেবল নন পুওর বা ভিএনপি। দেখা গেছে, দারিদ্র্যসীমার ওপরে কিন্তু মধ্যম জাতীয় আয়সীমার নিচে থাকা এই শ্রেণির মানুষদের অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে সবচেয়ে ধীরগতিতে। গত জুনে দরিদ্র নয় কিন্তু সেই ঝুঁকিতে থাকা এই মানুষদের ৭২% দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছিল। তাদের আখ্যায়িত করা হয়েছিল 'নতুন দরিদ্র' হিসেবে। সেই 'নতুন দরিদ্র'দের অর্ধেকই এখনও ঝুঁকিতে থাকা মানুষের তালিকায় বিদ্যমান। এই হার শহরে যত বেশি এবং গ্রামে তার তুলনায় কম। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে দেশের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। সংখ্যার দিক দিয়ে দেখলে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ। গত বছর সাধারণ ছুটির সময় মানুষকে মানবিক সহায়তা দিতে বেসরকারি সংস্থাগুলো নানা উদ্যোগ নিয়েছিল। এবার সেসব উদ্যোগ তেমন দেখা যাচ্ছে না। নতুন দরিদ্রদের জন্য তাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ঢেলে সাজানোর বিকল্প নেই।

বস্তুত দেশের বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি যা, তাতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। শুধু তা-ই নয়, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি আরও নতুন কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, তা-ও সরকারকে ভেবে দেখতে হবে।



সরকার ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ৩৫ লাখ পরিবারকে আড়াই হাজার করে টাকা এককালীন দেওয়া হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এক লাখ কৃষককে দেওয়া হবে পাঁচ হাজার করে টাকা। এই নগদ অর্থ সহায়তা যেন প্রকৃত দরিদ্রদের হাতেই পৌঁছায়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায় থেকেও দরিদ্রদের প্রতি মানবিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ আসা উচিত বলে মনে করি আমরা। করোনাকাল কতটা দীর্ঘায়িত হবে, তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশের দারিদ্র্যের চিত্র আরও খারাপ হতে পারে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা মাথায় রেখেই সরকারকে তার পরিকল্পনা সাজাতে হবে।

যদিও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিগত জুন মাস থেকে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার পরও কভিডের পূর্বে কাজ ছিল কিন্তু এখন বেকার এমন মানুষ রয়েছে ৮%। কর্মহীনতার এই ধারা নারীদের জন্য বেশ আশঙ্কাজনক। কভিডের আগে কর্মজীবী ছিলেন এমন নারীদের এক-তৃতীয়াংশ গত বছর জুন মাস থেকে এখনও বেকার। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার নেমে এসেছে ১৬% থেকে ৬%-এ।

স্বল্প আয় এবং বেকারত্বের পাশাপাশি কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধারের প্রকৃতি বদলে যাওয়াটাও একটি বড় চিন্তার বিষয়। কভিডের কারণে অনেককেই তাদের পেশা পরিবর্তন করতে হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এদের অধিকাংশই 'অদক্ষ শ্রমিক' হিসেবে নতুন পেশা গ্রহণ করেছে। যেমন- অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক, বেতনভুক্ত কর্মী এবং কারখানার কর্মীরা দিনমজুর হিসেবে কাজ শুরু করেছে।

কেবল কৃষি খাতই বলা চলে কভিড-পূর্ব অবস্থার মতো ইতিবাচক অবস্থান গড়তে পেরেছে। শহরে আয়ের সুযোগ হ্রাস পাওয়ায় বস্তি থেকে গ্রামে চলে যাওয়ার ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। গত বছর ২৭.৩% বস্তিবাসী শহর ছেড়েছিল যাদের ৯.৮% এখনও ফেরেনি। প্রাক-কভিড অবস্থার তুলনায় আয় কমলেও খাবারের ব্যয় বাদে দৈনন্দিন যে ব্যয়, সেটি গত জুন থেকে দ্বিগুণ হয়েছে। ভাড়া বাড়িতে থাকা অধিকাংশ শহুরে দরিদ্রদের জন্য এটি নির্মম বাস্তবতা। সবার সঞ্চয় কমে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে। ভিএনপি এবং দরিদ্র নয় এমন শ্রেণির মানুষদের সঞ্চয়ের পরিমাণ কভিড-পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে নিচে নেমে গেছে। একই সঙ্গে সব শ্রেণিতেই ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে।

যদিও কভিডকালে সামাজিক সুরক্ষা নামমাত্র বা টোকেন ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু এটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। শহরের দরিদ্র শ্রেণি এবং 'নতুন দরিদ্র'দের জন্য বর্তমানে থাকা সুরক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি কার্যকরী ও প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ আরও কর্মসূচি হাতে নেওয়া উচিত। নতুন আয়ের ধাক্কা সামলাতে স্মার্ট লকডাউন দরকার। এটি স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারও বটে।

দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়া নারী ও 'নতুন দরিদ্র'দের সহায়তা করা জরুরি। সিএসএমইসহ অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়া খাতগুলোতে একটি পরিকল্পিত এবং 'জোর ধাক্কা' দেওয়া প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, অতিদ্রুত একটি জাতীয় সিএসএমই পুনরুদ্ধার কর্মসূচি প্রণয়নও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গত বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, এ ধরনের লকডাউনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন দিনমজুর, শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত জনগণ। বিশেষ করে যারা শহর ও শহরের উপকণ্ঠে থাকেন। এ পরিস্থিতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতের লোকজন রিকশাচালক, পরিবহনকর্মী, হকার, দিনমজুর, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কামার, কুমার, জেলে, দর্জি, বিভিন্ন ধরনের মিস্ত্রি, নির্মাণ শ্রমিকসহ দৈনন্দিন আয়ের ওপর নির্ভরশীল মানুষ কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। সামগ্রিকভাবে নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর লকডাউনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আয় হারিয়ে কর্মহীন বসে থাকার ফলে এ ধরনের মানুষের খাদ্য সংকট ছাড়াও স্বাস্থ্য ও মানসিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতিরও আশঙ্কা রয়েছে।

সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমরা সংক্রমণ এলাকাভেদে 'স্মার্ট লকডাউনের' কথা বলেছি। করোনা সংক্রমণের হার ও মাত্রাভেদে সারাদেশকে এককভাবে লকডাউনের আওতায় আনার দরকার নেই। বরং 'হটস্পট' তথা উচ্চ সংক্রমণ এলাকার কথা বিবেচনা করে নির্দিষ্ট স্থানে লকডাউন দেওয়া যেতে পারে। ঢাকাকে প্রধান সংক্রমণকেন্দ্র হিসেবে রেখে, চট্টগ্রাম ও উচ্চ সংক্রমণের অন্যান্য শহুরে এলাকাকে পৃথক এলাকা এবং উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলগুলোকে আলাদা করে বিভাজিত করা যায়। স্মার্ট লকডাউন কার্যকর করতে পরিবহন শ্রমিকদের আয়ের বিকল্প ব্যবস্থা করে আন্তঃজেলা গণপরিবহনে বিধিনিষেধ কঠোর করা, মার্কেট সার্বিকভাবে বন্ধ না করে দিনের নির্দিষ্ট সময় খোলা রাখা, শহুরে বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে নিষেধাজ্ঞা কঠোর করা, যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাসায় থেকে কাজের সুযোগ আছে, সেগুলোতে 'ওয়ার্ক ফর্ম হোম' চালু করলে মানুষের আয়ের পথ বন্ধ হবে না। অন্যদিকে করোনা মোকাবিলাও সহজ হবে।

লেখক: চেয়ারপারসন, ব্র্যাক ও এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, পিপিপআরসি; সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Growing
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

পরিবেশ : মুনাফার আগ্রাসন থেকে ধরিত্রী বাঁচাতে হবে



সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

এবারের বিশ্ব ধরিত্রী দিবসের তাৎপর্য বেশ ভিন্ন। এর কারণ গত এক বছর হলো আমরা করোনা মহামারির বাস্তবতা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি। মহামারির রূঢ় বাস্তবতা আমাদের শিখিয়েছে যে, আমরা যতই অর্থ-সম্পদে বিত্তশালী হই না কেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা যায় না। জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই আসে প্রকৃতি থেকে। বাড়তি কিছু প্রয়োজন আমরা শিল্প কলকারখানাসহ বিভিন্ন বিনিয়োগ থেকে পাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মূল উপকরণগুলো আসে প্রকৃতি থেকে। ফলে কভিড-১৯ বাস্তবতায় বিশ্বজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডারকে ধ্বংস করে কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না।

আজ আমরা যখন বিশ্ব ধরিত্রী দিবস পালন করছি, তখন করোনার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত আরও বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর কারণ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশ্বে নেতৃত্বের অভাব রয়েছে এবং এ বিষয়ে পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আমরা জানি, মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডে গ্রিনহাউস গ্যাসের অতিরিক্ত নিঃসরণের জন্য পৃথিবী হুমকির মুখে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে যদি এখনই উদ্যোগ নেওয়া না হয় তাহলে আর কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ৫২টি দ্বীপরাষ্ট্র হারিয়ে যাবে। এ ছাড়া ২১৬০ সাল নাগাদ যদি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রিতে আটকানো না যায়, তাহলে পৃথিবীর সার্বিক ব্যবস্থাপনাই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যাবে।

আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মধ্যে পড়ার কারণ জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা। বিশ্বে যত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে তার ২৫ শতাংশ আসছে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। এসব জ্বালানি উত্তোলনের পর্যায়ে আরও ৬.৩ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জ্বালানি খাত ৩০ ভাগ ভূমিকা রাখছে। আমরা জানি, বন উজাড় হলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে। এরপরও আমরা বন উজাড় করছি। এ হার দিন দিন বাড়ছে। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি ব্রাজিলে কীভাবে বনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

বিশ্বে ২০ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয় বন উজাড় হওয়া থেকে। আবার পরিবহনের জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের কারণে ১৩ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার নামে আমরা প্রকৃতিতে নাইট্রো-অক্সাইড নিঃসরণ করছি, যা কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে পৃথিবীকে অনেক বেশি উত্তপ্ত করছে। কিছু কিছু শিল্পে যেমন সিমেন্ট, লোহা, স্টিল, অনেক বেশি জ্বালানি প্রয়োজন হয়, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাধ্যমে পৃথিবী উত্তপ্ত করে চলেছে।

বাংলাদেশের বিপদ আরও বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বেড়ে যায় তাহলে উপকূলের ২১টি জেলা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। উন্নয়নের নামে পরিবেশ বিপর্যয়ের এই চরম প্রক্রিয়া যুদ্ধ ছাড়াই সার্বভৌমত্ব হারানোর ঝুঁকি তৈরি করে। এই যে ৫২টি দ্বীপরাষ্ট্র সাগরগর্ভে বিলীন হওয়ার অর্থ হলো ৫২টি জাতিগোষ্ঠী, ৫২টি সংস্কৃতি, ৫২টি পতাকা বিলীন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি। প্রশ্ন হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের ভোগবাদী আচরণের জন্য আমরা আমাদের সার্বভৌমত্বকে কেন হারাতে দেব?



ধরিত্রীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে প্রকৃতি এবং এর প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। নদী বয়ে সাগরে মিলিত হবে- এটাই চিরন্তন। আমরা যেন এই সত্যকে অস্বীকার করে সেচ প্রকল্প বা ব্যারাজ বানিয়ে নদীর বয়ে চলা বাধাগ্রস্ত না করি।

দুই দশক আগেও আমাদের দেশের অনেক নদী পরিস্কার ছিল। কিন্তু নদীগুলো আর আগের মতো নেই। একই পরিণতি বনগুলোর। আগেকার দিনে বাসে অথবা ট্রেনে করে কোথাও যাত্রা করলে দুই পাশের সবুজ দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যেত। এখন দুই পাশে সবুজের পরিবর্তে চোখে পড়ে বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য আর বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্রকল্পের সাইনবোর্ড। আমাদের শালবন ছিল ৪৪ হাজার একর। মাত্র দুই থেকে তিন দশকের ব্যবধানে সেটাকে আমরা নামিয়ে এনেছি তিন হাজার একরে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক বৈশ্বিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিশ্বে বন হারানোর গড় পরিমাণ এক দশমিক তিন শতাংশ। আর বাংলাদেশে তা দুই দশমিক ছয় শতাংশ। মানুষের সুস্থ পরিবেশের জন্য যে কোনো দেশে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বন বিভাগের তথ্যমতে, আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ ১১ শতাংশ। অবশ্য বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার হিসাবে এটা ছয় শতাংশেরও কম। এ রকম বাস্তবতায় আমরা দুই দশমিক ছয় শতাংশ হারে বন উজাড় করছি কীভাবে?

বিপুল জনগোষ্ঠীকে খাওয়াতে হবে- এ যুক্তিতে আমরা বহুজাতিক কোম্পানির চাপিয়ে দেওয়া কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমাদের নিজস্ব কৃষি ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করার সুযোগ থাকলেও সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আধুনিক কৃষির নামে খাদ্যপণ্যে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। যা খেয়ে মানুষের মধ্যে নতুন নতুন রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কিছু কিছু রোগের মাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

এদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে থেকেও বাংলাদেশ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে চলছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্জন করা। আমরা মাত্র তিন শতাংশ অর্জন করতে পেরেছি। অবশ্য সম্প্রতি ১৮টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ স্থগিত করা হয়েছে। পরিবেশ ধ্বংস করে আমরা চাহিদার চেয়েও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি।

বাংলাদেশে সূর্যের আলোর অভাব হয় না; কিন্তু আমরা সৌর বিদ্যুতের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারছি না। বলা হচ্ছে- সোলার প্যানেল বসানোর জায়গা নেই। এ যুক্তি ঠিক নয়। বিশ্বের অনেক দেশে কৃষিজমিতে কৃষিকাজ করে ওপরে সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। আমাদের সমস্যা সমাধানের মানসিকতা থাকতে হবে। আমাদের আইন আছে, সংবিধানে পরিবেশ রক্ষা করার কথা বলা আছে; কিন্তু আমরা সংবিধানের নির্দেশনা মেনে কাজ করছি না। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বড় দায় থাকলেও দেশটি দায় অনুযায়ী নেতৃত্ব দিতে পারেনি। উল্টো সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যারিস চুক্তি থেকে নিজের দেশকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম পদক্ষেপেই প্যারিস চুক্তিতে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন। সে ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে মনে রাখতে হবে, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বিচারিক ইস্যু। যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বেশি দায়ী তাদের বেশি ভার বহন করতে হবে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রকে শুধু অর্থ দিয়ে নেতৃত্ব দিলে হবে না।এ বছর বিশ্ব ধরিত্রী দিবসের প্রতিপাদ্য হলো‘পুনরুদ্ধার করুন আমাদের পৃথিবী’। শুধু অর্থ দিলেই পৃথিবী আগের অবস্থানে ফিরবে না। অর্থ প্রদানের মাধ্যমে হয়তো দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আপাতত টিকে থাকতে সহযোগিতা করা যাবে। কিন্তু পৃথিবীকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে প্রকৃতিকে সম্মান করতে হবে, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসতে হবে। পৃথিবীতে শুধু মানুষই টিকে থাকবে তা নয়; বরং এখানে সব প্রাণীর বাঁচার অধিকার আছে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে নতুন করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাজাতে হবে। এর উদাহরণ আমাদের সামনে কম নেই। আমরা কিউবা, ভুটানসহ উন্নত অনেক দেশকেও প্রকৃতিনির্ভর সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে দেখছি। আমাদের কোনোভাবেই জীবাশ্ম জ্বালানির দিকে যাওয়া যাবে না, অবশ্যই নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। সব উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশের বিষয়টি অর্থবহভাবে সন্নিবেশ করতে হবে।

ধরিত্রীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা না গেলে এখানে উপর্যুপরি ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসবে। উন্নত বিশ্ব হয়তো স্বল্প সময়ের জন্য এসব দুর্যোগ সামলাতে পারবে কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্ব এগুলো সামলে উঠতে পারবে না। কাজেই পৃথিবীর প্রতি, প্রকৃতির প্রতি সুবিচার করতে হবে। প্রকৃতির প্রতি অবিচার করে আমরা কোনো উন্নয়ন করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকে কোনো সুফল পাবে না। মুনাফার আগ্রাসন থেকে কৃষি খাত, আবাসন খাত, স্বাস্থ্য খাত বাঁচাতে হবে। এটা করতে হলে প্রকৃতি সুরক্ষিত রাখতে হবে; করপোরেশন সরিয়ে রাষ্ট্রকে পরিচালকের আসনে বসতে হবে। বেসরকারি খাত অবশ্যই থাকবে; কিন্তু এর ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

লেখক: প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি, বেলা

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



Sheikh Salim
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

INSURANCE
New/ Renewal

- AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
- FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
- COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
- CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE

118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ন, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



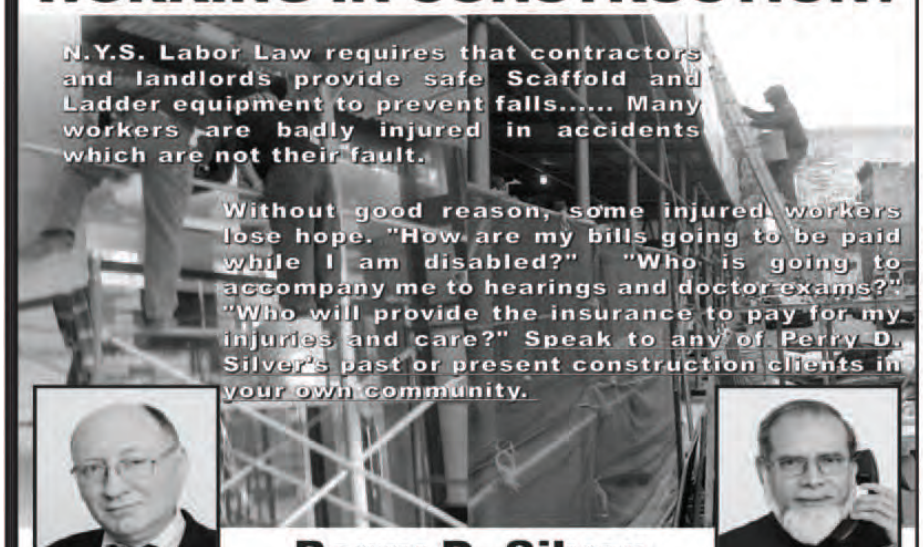
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ

(শেষের পাতার পর)

থাকলে উন্নয়নের অভিযাত্রা বাধাগ্রস্ত হবে। স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকালে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে এক ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন এই কংগ্রেসম্যান। আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিকস আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করতে চায়। স্বতপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি বাংলাদেশ ও দেশটির জনগণকে ভালোবাসি। এবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এবিসিসিআইর কো-চেয়ার শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আসেফ বারী টুটুল, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি সোলায়মান ভূঁইয়া, ব্যবসায়ী নেতা ফাহাদ সোলায়মান প্রমুখ।

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পি-ছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgagetips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।



ওয়াক ফর দবির চাচা কর্মসূচীতে বিএসিএ

নিউইয়র্ক: সারা বিশ্বে (ওয়াক ফর দবির চাচা ওয়াক ফর) বৈশ্বিক মহামারীতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় নিয়ে হাঁটা এবং তহবিল সংগ্রহের অংশ হিসাবে নিউইয়র্কের সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বিএসিএ) নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ওয়াক ফর দবির চাচা ওয়াক ফর (Walk with Dabir chaca) হিউমিনিটি প্রোগ্রাম পালন করেছে। এতে কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি সফল করে তোলেন।

গত শনিবার (২৪ এপ্রিল) অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা নিউ-ইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন আজমল, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের উপদেষ্টা জুনেদ আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি বোর্ড অব ট্রাস্টি আব্দুল হাসিম হাসনু, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের যুগ্ম সম্পাদক লোকমান হোসেন লুকু, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন এর সহ সভাপতি কবি রেহানুজ্জামান, কাউন্সিল ম্যানপ্রার্থী মীর্জা মামুন রশিদ বাংলাদেশ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিকন, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গেনাইজেশন-এর সহ সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, বিএনপি নেতা সৈয়দ গৌছুল হোসেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর সহ সভাপতি মনজুর চৌধুরী জগলু, সাংবাদিক মোহাম্মদ সাখওয়াত হোসেন সেলিম, সাংবাদিক মোনতাসির বিল্লাহ তোষার প্রমুখ। কর্মসূচী থেকে ডেনেশন সংগ্রহ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'র ইফতার বিতরণ





বিশেষ প্রতিনিধি: পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে রোজাদারদের মাঝে ইফতার বিতরণ করেছে আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনক। গত ১৭ এপ্রিল শনিবার নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের ভার্জিনিয়া এভিনিউস্থ পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের সামনে ইফতার বিতরণ করা হয়। এসময় বাংলাদেশী কমিউনিটির শতাধিক মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় বলে আয়োজকরা জানান।

সংগঠনের সভাপতি আবদুস শহীদের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল রেজা স্বপনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান। এছাড়াও প্রধান বক্তা ছিলেন ষ্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভেদা এবং গেস্ট অব অনার ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ ও অনুষ্ঠানের স্পন্সর এটর্নী মঈন চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য ও বাংলা টাউনের সত্ত্বাধিকারী কাওছারুজ্জামান কয়েস, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাবেক সহ সভাপতি গীতিকার গৌস খান, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ১৮ (ব্রঙ্কস) এর আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে প্রার্থী মির্জা মামুন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট হেলিম উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন ও রফিকুল ইসলাম, সাং-গঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ সফিকুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মো. শরীফ হোসেন, কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম কমিশনার, শাহীন কামালি, আল মামুন সরকার, হুমায়ুন কবীর, এডভোকেট আলাউদ্দিন প্রমুখ।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

★ Immigration
★ Asylum Cases
★ Divorce
★ Title Insurance
★ Real Estate Closing
★ Investment Visa E2 EB5
★ Deportation Defense
★ Criminal Defense Cases
★ Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

বাংলাদেশেই ভারতীয় টিকা উৎপাদনের প্রস্তাব দিল্লীর

(প্রথম পাতার পর)

ভারতীয় হাইকমিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসংক্রান্ত একটি 'নোট ভারবাল' (কূটনৈতিক বার্তা) পাঠিয়েছে। কোভ্যাক্সিন ভারতীয় বায়োটেকনোলজি প্রতিষ্ঠান ভারত বায়োটেক উদ্ভাবিত করোনার টিকা। ভারতে এই টিকার 'ফেজ থ্রি ট্রায়াল' চলছে। গত বুধবার ভারত বায়োটেক ও ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) বলেছে, এখন পর্যন্ত কোভ্যাক্সিন কভিডের বিরুদ্ধে ৭৮ শতাংশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

গত বছর কোভ্যাক্সিন উদ্ভাবনপ্রক্রিয়ার শুরুতেই ভারত বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন দেওয়ার এবং যৌথ উৎপাদনের বিষয়েও আলোচনা করেছিল।

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন 'কোভিশিল্ড' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) অনুমোদন পাওয়ায় বাংলাদেশ ওই ভ্যাকসিন আনার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল।

অন্যদিকে ভারতের নিজস্ব ভ্যাকসিন 'কোভ্যাক্সিন'সহ চীন ও রাশিয়ার টিকাগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন না পাওয়ায় বাংলাদেশ ওই ভ্যাকসিনগুলো আনার উদ্যোগ নেয়নি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গত সপ্তাহে কালের কণ্ঠকে বলেন, টিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশের মেডিক্যাল বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা। এখন ভারতে কভিডের ব্যাপক প্রকোপের মধ্যে ভ্যাকসিনের চাহিদা বেড়েছে। ওই দেশের অনেকেই নিজেদের চাহিদা পূরণ না করে বিদেশে রপ্তানির বিরোধিতা করছে। এমন প্রেক্ষাপটে সরকার ডাব্লিউএইচওর অনুমোদিত না হলেও চীন ও রাশিয়া থেকে ভ্যাকসিন আনার এবং বাংলাদেশে রাশিয়ার ভ্যাকসিন যৌথভাবে উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। কভিড মোকাবেলায় টিকাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আগামী মঙ্গলবার (২৭ এপ্রিল) ভার্চুয়াল বৈঠকে বসছেন।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশ যেহেতু এখন ডাব্লিউএইচওর অনুমোদিত নয় এমন চীনা ও রুশ টিকা আমদানি ও উৎপাদনের পথে এগোচ্ছে, এই সময়ে কয়েক মাস ধরে ঝুলে থাকা ভারতের কোভ্যাক্সিন নিয়ে প্রস্তাবটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। গতকাল ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসংক্রান্ত 'নোট ভারবাল' পাঠানোর মধ্য দিয়ে ওই উদ্যোগ আরো চাঙ্গা হয়েছে।

জানা গেছে, নোট ভারবালে বাংলাদেশ সরকারকে ভারত বলেছে, তারা তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছে। পাশাপাশি ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য খ্যাতনামা টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়িয়ে চুক্তি অনুযায়ী টিকা সরবরাহের বাধ্যবাধকতা পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভারতীয় কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, যুক্তরাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ চাহিদার চাপে ভারতে টিকা উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল রপ্তানি বন্ধ রেখেছে। কাঁচামাল না পেলে চুক্তির আওতায় ভারত থেকে টিকা রপ্তানি স্থগিত থাকবে। দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই পরিস্থিতিতে নিজেদেরই দেখভাল করতে হবে।

বার্তায় ভারত জানিয়েছে, গত বছর থেকে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার বাংলাদেশের জনগণের জন্য নিরাপদ ও সহজলভ্য টিকা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। বাংলাদেশের জনগণের টিকার দ্বিতীয় ডোজ পাওয়া এর প্রতিফলন। এর পাশাপাশি আইসিডিডিআরবি ও ভারত বায়োটেক গত বছরের ডিসেম্বর মাসে কোভ্যাক্সিনের ফেজ থ্রির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের চুক্তি করেছিল। তবে সেই ট্রায়াল শুরুর অনুমোদন এখনো পাওয়া যায়নি। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ডের তুলনায় কোভ্যাক্সিন বেশি কার্যকর, প্রায় ৮০ শতাংশ।

ভারত আরো বলেছে, আমাদের সক্ষমতা বাড়িয়ে ও বেশ কয়েকটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে যদি কোভ্যাক্সিনের যৌথ উৎপাদন শুরু হতো, তবে আমাদের দেশে ও অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রে 'মেড ইন বাংলাদেশ' (বাংলাদেশে তৈরি) ভ্যাকসিন সরবরাহ করা যেত। এতে প্রত্যেক বাংলাদেশি গর্বিত হতো। তবে সেই সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এখনো আমাদের সেই সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার পথ খোলা আছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত সপ্তাহে কালের কণ্ঠকে বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জয়শঙ্কর 'কোভ্যাক্সিন' নিয়েছেন।

ভারতের নতুন এই বার্তার বিষয়ে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, টিকার বিষয়ে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। কোন টিকা আনা হবে বা কোনটির অনুমোদন দেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও কারিগরি কমিটি। নিঃসন্দেহে ভারতের এই প্রস্তাব বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য বড় সুযোগ এনে দিয়েছে

১৩১ বছর আগের রেকর্ড

(শেষের পাতার পর)

এই ওপেনার। ভেঙেছেন ১৩১ বছর আগে গড়া অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের রেকর্ড।

দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠে নেমেই দ্রুত গতিতে রান তুলতে থাকেন তামিম। কিন্তু অপর প্রান্তে বাংলাদেশী ব্যাটসম্যানরা ছিলেন নিষ্প্রভ। সাইফ হাসান বিদায় নেন ১ রান করে। প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলা নাজমুল হোসেন শান্ত তো রানের খাতা খোলার আগেই বিদায় নেন। অধিনায়ক মুমিনুল হক ১ রান থেকেই নড়তে পারছিলেন না, অপরদিকে অর্ধশতক হাঁকিয়ে ফেলেন তামিম।

বাংলাদেশের দলীয় রান যখন ৫২, তখন তামিমের অর্ধশতক পূর্ণ হয়। মাত্র ৫৬ বলে অর্ধশতক হাঁকান তামিম। এই ৫০ রান করার পথে তার ব্যাট থেকে আসে ৭টি চার ও ২টি ছক্কা। এটি তামিমের টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩০তম অর্ধশতক। দলের বাকি দুই রানের ১ রান ছিল সাইফের এবং ১ রান মুমিনুলের।

দলের অর্ধশতক পার করা ও ব্যাটসম্যানের অর্ধশতক হাঁকানোর সময় রানের ব্যবধানের সবচেয়ে কম রেকর্ড এটিই। এত বছর ধরে এই রেকর্ড যৌথভাবে দখলে ছিল প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান জন জেমস লায়ন্সের। ১৮৯০ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যখন অস্ট্রেলিয়ার দলীয় রান ৫৫ ছিল তখন অর্ধশতক হাঁকিয়েছিলেন লায়ন্স। ২০১৪ সালের আগ পর্যন্ত এই রেকর্ড লায়ন্সের একক দখলেই ছিল।

২০১৪ সালে এই রেকর্ডের পুনারাবৃত্তি করেছিলেন ক্রিস গেইল। পোর্ট অব স্পেইনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দলীয় রান যখন ৫৫ তখন ফিফটি হাঁকিয়েছিলেন এই ক্যারিবিয়ান ওপেনার।।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE

3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

হেফাজতের নতুন আহ্বায়ক কমিটি

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও মহানগর কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।হেফাজতের নতুন আহ্বায়ক কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হলেন আলামা মুহিবুলাহ বাবুনগরী, আহ্বায়ক জুনায়দে বাবুনগরী ও সদস্য সচিব নুরুল ইসলাম জিহাদী।

রোববার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হেফাজতের সাবেক কমিটির এক শীর্ষ নেতা। এই ৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি অতিদ্রুত হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন বলে জানান ওই শীর্ষ নেতা।

এর আগে রোববার রাত ১১টার দিকে ফেসবুক লাইভে এসে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে হেফাজতের প্রাক্তণ কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন আলামা বাবুনগরী।

গত ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেন হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। সেই বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়।

ওই সংঘাতে প্রাণ হারান অত্যন্ত ১৮ জন। সেসব ঘটনায় একাধিক মামলা হয়। মামলার আসামিদের ধরতে অভিযান শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এ পর্যন্ত হেফাজতের অন্তত এক ডজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এর মধ্যে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হক নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে রয়্যাল রিসোর্টে নারীসহ আটক হন। এতে নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়ে হেফাজত।

সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে কোণঠাসা হেফাজতে ইসলামের শীর্ষ নেতারা শুরু থেকেই সমঝোতার চেষ্টা করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

গত সপ্তাহে হেফাজত ইসলামের মহাসচিব মাওলানা নুরুল ইসলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তার বাসায় দেখা করে দলের নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত বর্তমান কমিটি ভেঙে দিলেন হেফাজত নেতারা।

গত বছরের ১৫ নভেম্বর হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর নির্বাচিত হয়েছিলেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মহ-াসচিব ও হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষা পরিচালক আলামা জুনায়দে বাবুনগরী এবং মহাসচিব নির্বাচিত হয়ছিলেন ঢাকার জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও হেফাজতের ঢাকা মহানগর শাখার আমির নূর হোসাইন কাসেমী। পরে করোনায় মারা যান কাসেমী।তার মৃত্যুর পর মহাসচিব হিসেবে ওই পদে বসেন আলামা নুরুল ইসলাম জিহাদী।

ভারতে করোনার ভয়াবহতাঃ মায়ের পায়ে ছেলের লাশ

(প্রথম পাতার পর)

গিয়েছিলেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্লান্ত-বিধ্বস্ত মা চন্দ্রকলা সিং একটি অটোরিকশায় বসে আছেন। আর তার পায়ের নিচে পড়ে আছে ২৯ বছরের ছেলে বিনিত সিংয়ের লাশ। গত সোমবার সকালে চন্দ্রকলা সিং তার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিনিতের করোনা হয়েছে জানিয়ে তাকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়।

মা চন্দ্রকলা সিং বলেন, ওরা বললো এর করোনা হয়েছে। তাকে এখান থেকে নিয়ে যান। আমার সন্তান, আমার বাছা শ্বাস নিতে পারছিল না। আমরা অক্সিজেন আর অ্যাম্বুলেন্স চাইলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না। পরপর দু'টি হাসাপাতালেও গিয়ে কাজ হয়নি।

ঘটনার দিন অটোরিকশায় করে প্রথমে একটি সরকারি হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বিনিতকে। সেখান থেকে আরেকটি বেসরকারি হাসপাতারালে নিয়ে গেলে তারাও ফিরিয়ে দেয়। পরে তৃতীয় হাসপাতালে যাওয়ার পথে মারা যায় বিনিত।

ব্রিটেনের স্টোক পার্কের মালিক এখন মুকেশ আম্বানি, কত টাকায় কিনলেন? (ছবি আছে ছবি নং-০৭)

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ব্রিটেনের কম্পানি স্টোক পার্ক ৫৯২ কোটি টাকায় কিনে নিলেন এশিয়ার শীর্ষ ধনী ব্যক্তি ও রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি। এখন থেকে ব্রিটেনের আইকনিক কান্ট্রি ক্লাব এবং বিলাসবহুল গল্ফ রিসোর্টের মালিক তিনি।

এ বিষয়ে রিল্যায়েন্স জানায়,৪২২ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে রিল্যায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের আওতাধীন রিল্যায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট স্টোক পার্ক লিমিটেডের পুরোপুরি শেয়ার কিনে নিয়েছে, যেখানে খরচ হয়েছে ৫৭ মিলিয়ন পাউন্ড।

৩০০ একরের ব্রিটিশ কান্ট্রি ক্লাব এর ভেতরে বিলাসবহুল হোটেল, কনফারেন্স সুবিধা থেকে খেলাধুলার সুবিধা এবং ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ গল্ফ কোর্স রয়েছে। জেমস বন্ডের দুটি ছবির শুটিং স্টোক পার্কেই হয়েছিল। স্টোক পার্কে ৪৯টি বিলাসবহুল বেডরুম, ২৭ গর্তের গলফ কোর্স ছাড়াও ১৩টি টেনিস কোর্ট এবং ১৪ একর বাগান রয়েছে। ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত আবাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো স্টোক পার্ককে।

এর আগে ২০১৩ সালে অন্যতম বৃহৎ খেলনা প্রস্তুতকারক ব্রিটিশ কম্পানি হ্যামলেস কিনে নিয়েছিলেন মুকেশ অম্বানি।

মহাবিপদঃ সীমান্ত বন্ধের পরামর্শ

(প্রথম পাতার পর)

সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ এবং সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রয়োজনে সীমান্ত বন্ধ রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তারা। এছাড়া ভারত থেকে আসা ব্যক্তিদের কঠোরভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখার পরামর্শ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের। তারা বলছেন, দেশে এমনিতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। এর মধ্যে আরো একটি আঘাত এলে সেটা মহাবিপদ ডেকে আনবে। তখন বিদ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে না।

লকডাউনের কারণে ভারতের সঙ্গে সব ধরনের বিমান যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। সহসাই বাংলাদেশ এয়ার-লাইন্সগুলো ভারতের সঙ্গে ফ্লাইট অপারেশনে যাচ্ছে না বলে আভাষ দিয়েছে।

ভারতে করোনাভাইরাস সংক্রমণের যে দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে, তার পেছনে কোভিড-১৯'র নতুন ধরন 'ডাবল মিউট্যান্ট' কাজ করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যে কারণে দেশটি ইতিমধ্যে ব্রাজিলকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংক্রমণের দেশে পরিণত হয়েছে। এখন ভারতের আগে রয়েছে কেবল যুক্তরাষ্ট্র। দেশে বর্তমানে বিধি-নিষেধের আওতায় ৫টি দেশ ছাড়া সব দেশের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার ও সিঙ্গাপুর। ২৮শে এপ্রিলের পর ভারতের সঙ্গে বিমান যোগাযোগের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় ওই পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের এয়ারলাইন্সগুলো জানিয়েছে, ভারতের করোনা সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করায় আপাতত কলকাতাসহ ভারতের অন্য কোনো শহরে ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা নেই। তবে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। এ প্রসঙ্গে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) মো. কামরুল ইসলাম মানবজমিনকে বলেন, বিধি-নিষেধের কারণে আপাতত ভারতের সঙ্গে আমাদের সব ধরনের ফ্লাইট পরিচালনা বন্ধ রয়েছে। মাঝে এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় কলকাতা ও চেন্নাইয়ে সপ্তাহে ১৩টি ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়েছে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে এয়ার বাবলের আওতায় ভারতের সঙ্গে কোনো ফ্লাইট যোগাযোগ নেই। তিনি বলেন, আমরা ফ্লাইট পরিচালনার জণ্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসা মাত্র ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারবো। এখন পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর। বাংলাদেশের বেসরকারি বিমান সংস্থা নভোএয়ারের মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস বিভাগের প্রধান মেজবা উল ইসলাম মানবজমিনকে বলেন, গত বছরের মার্চের পর থেকে ভারতের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত ফ্লাইট বন্ধ রয়েছে। মাঝে এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় দিনে একটি ফ্লাইট চালু করা হলেও আপাতত সব বন্ধ। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভারতের সঙ্গে পুনরায় ফ্লাইট চালু করা হবে বলে জানান তিনি। একই চিত্র বাংলাদেশ বিমানের ক্ষেত্রেও। বিশেষ পরিস্থিতিতে নিয়মিত ফ্লাইট বন্ধের সময় দু'টি দেশ যখন বিশেষ ব্যবস্থায় নিজেদের মধ্যে বিমান যোগাযোগ স্থাপন করে, তাকে 'এয়ার বাবল' বলে। এই বিশেষ ব্যবস্থায় কারা যাওয়া-আসা করতে পারবেন, তা দেশ দু'টির আলোচনার মধ্য দিয়ে ঠিক হয়। ভারত এখন ভুটান, মালদ্বীপ, আফ-গানিস্তান ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সঙ্গে 'এয়ার বাবল' পরিচালনা করছে। এদিকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের সতর্কতা হিসেবে গত মঙ্গলবার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির এক সভাতে ভারতে সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত বন্ধ রাখার প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সাবেক ভিসি ও জাতীয় পরামর্শক কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম বলেন, ভারতে সংক্রমণ পরিস্থিতি মারাত্মক হওয়ায় আমরা অবিলম্বে সরকারকে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। সীমান্ত যদি পুরোপুরি বন্ধ রাখা সম্ভব নাও হয়, তাহলে অবশ্যই ভারত থেকে আসা ব্যক্তিদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে সীমান্তে বিধি-নিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও একই ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এবিএম খুরশীদ আলম বলেন, আর কোনো বিপর্যয় এড়াতে এখন ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ রাখা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের মতামত আমরা যথাযথ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। যদিও সরকারের উপরের মহল থেকেই এই সিদ্ধান্ত আসবে। এদিকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যস্ত যোগাযোগ সীমান্ত হিসেবে পরিচিত বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত অব্যাহত রয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ৫ থেকে ৬ শতাধিক মানুষ সীমান্ত দিয়ে আসা-যাওয়া করছেন। এদের প্রায় সবাই চিকিৎসা সেবা নিতে ভারতে যাতায়াত করেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভারতের এই ভাইরাস আমাদের দেশে ছড়ানোর সমূহ আশঙ্কা আছে। একে তো আমাদের প্রতিবেশী দেশ, তারওপর স্থলবন্দর দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করছে। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ একদম বন্ধ করা সম্ভব নয় বিভিন্ন কারণে। আর এ কারণে এই ভ্যারিয়েন্ট আসতে পারে। তারা বলেন, বন্দরগুলোতে অ্যান্টিজেন টেস্ট চালু করা উচিত। এতে ২০ মিনিটের মধ্যে ফলাফল জানা যাবে। কোয়ারেন্টিনও সেরা উপায়। কিন্তু যদি সেটা সম্ভব না হয়, তবে পরীক্ষা করিয়ে দেশে ঢোকাতে হবে। এতে অন্তত ৯০ শতাংশ শনাক্ত করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা শনাক্তের সংখ্যা

(প্রথম পাতার পর)

৩ কোটি ১৯ লাখ ২৮ হাজার ৪০৮ জন। আর এ মহামারিতে দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ৫ লাখ ৭০ হাজার ৩১২ জনের। বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪ কোটি ৪৪ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আর মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩০ লাখ ৬৯ হাজার। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিস্টেম সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জি-নিয়ারিংয়ের (সিএসএসই) তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ কোটি ৪৪ লাখ ৮ হাজার ৯৫৪ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩০ লাখ ৬৯ হাজার ৫৭০ জনের। আর এ পর্যন্ত সেরে উঠেছেন ৮ কোটি ২৯ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৯ জন।

যুক্তরাষ্ট্রের পর মৃত্যু বিবেচনায় করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ব্রাজিল। আক্রান্তের দিক থেকে তৃতীয় ও মৃত্যু বিবেচনায় দেশটির অবস্থান দ্বিতীয়। লাতিন আমেরিকার এই দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১ কোটি ৪১ লাখ ৬৭ হাজার ৯৭৩ জন এবং মৃ ত্যু হয়েছে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৫০২ জনের। মৃত্যু বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী মেক্সিকো তৃতীয় স্থানে আছে। আক্রান্ত বিবেচনায় দেশটির অবস্থান ১৪ নম্বরে। মেক্সিকোতে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৫৯৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৭৯ জনের। আক্রান্তের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারত মৃত্যু বিবেচনায় আছে চতুর্থ স্থানে। এ পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৫৯ লাখ ৩০ হাজার ৯৬৫ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৬৫৭ জনের। মৃত্যুর দিক থেকে পঞ্চম ও আক্রান্ত বিবেচনায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। এখন পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪ লাখ ১৩ হাজার ৮৩৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার ৬ জনের। মৃত্যুর দিক দিয়ে ষষ্ঠ এবং আক্রান্তের সংখ্যায় অষ্টম স্থানে রয়েছে ইতালি। এখন পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯ লাখ ২০ হাজার ৯৪৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ১৮ হাজার ৩৫৭ জনের। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ১৯২টি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত বছরের ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

নিউইয়র্কে মুসলিম তরুণীর ওপর

(প্রথম পাতার পর)

তরুণী নিউইয়র্ক শহরের লং আইল্যান্ড এলাকায় গত ১৭ মার্চ এই এসিড সন্ত্রাসের শিকার হন।

গত শুক্রবার এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক টাইমস ও এনবিসি নিউজ। জানা গেছে, ঘটনার দিন নাফিয়া ও তার মা তাদের গাড়ি থেকে নামতে গেলে অজ্ঞাত হামলাকারী নাফিয়ার মুখে এসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এতে নাফিয়ার মুখ মারাত্মকভাবে পুড়ে যায় এবং তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হন।

যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম মানবাধিকার সংস্থা কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (কেয়ার) এ খবর নিশ্চিত করেছেন। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, মুখ, চোখ, ঘাড় ও দুই হাতে পোড়া ক্ষত নিয়ে নাফিয়াকে ১৫ দিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। এসিড হামলার সময় এই মুসলিম তরুণী চিৎকার করলে তার মুখের মধ্যে এসিড ঢুকে গেলে তিনি শ্বাসকষ্টেও ভোগেন। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে তার মা-বাবার আহত হন।

নাফিয়ার চিকিৎসায় গণতহবিলে তিন লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি সংগ্রহ হয়েছে। তবে হামলার একমাস পার হয়ে গেলেও নিউইয়র্ক পুলিশ সন্দেহভাজন হামলাকারীকে এখনও আটক পারেনি। হামলাকারী সম্পর্কে তথ্য পেতে ১০ হাজার ডলার পুরস্কারও ঘোষণা করেছে মার্কিন পুলিশ।

হাঁচি-কাশির চেয়ে কথায় বেশি

(প্রথম পাতার পর)

হাঁচি-কাশি বা মুখ থেকে বেরোনো জলকণা (ড্রপলেট) ভেসে ভাইরাস ছড়ায়? গবেষকরা বলছেন, সব সময় তা হয় না। করোনা রোগীর হাঁচি-কাশি থেকেই ভাইরাস ছড়াবে তা কিন্তু নয়। হাওয়ায় ভেসে ভাইরাস কিভাবে ছড়াতে পারে এবং কিভাবে সংক্রমণ শরীরে ঢুকতে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষকরা। সুস্থ থাকার নির্দেশিকাও দিয়েছেন।

প্রথমত, এত দিন বিজ্ঞানীরা বলছিলেন, মানুষের নাক ও মুখ থেকে বেরোনো জলকণায় ভাইরাল স্ট্রেন মিশে থাকতে পারে। এই জলকণা যখন বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন জলীয় বাষ্পে ভরাট হয়ে আরো বড় জলকণা তৈরি করে। একে এয়ার ড্রপলেট বলে। এই ড্রপলেটে ভেসে ভাইরাল স্ট্রেন ছড়িয়ে পড়তে পারে। ল্যানসেটের গবেষকরা বলছেন, বড় বড় জলকণা বা ড্রপলেটে ভেসে বেশিক্ষণ বাতাসে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে যেকোনো ভারী জিনিস বেশিক্ষণ ভাসতে পারে না। তাই হাঁচি বা কাশির কারণে যে বড় ড্রপলেট তৈরি হয় তাতে ভেসেই ভাইরাস বহুদূরে ছড়িয়ে পড়বে–এমনটা ভাবা ভুল।

দ্বিতীয়ত, এবার তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, ভাইরাস এত দূর অবধি ভেসে যাচ্ছে কিভাবে? গবেষকরা বলছেন, বাতাসে ভাসমান যে ছোট ছোট কণাগুলো থাকে সেগুলোকে আধার বানিয়েই ভাইরাল স্ট্রেন ছড়াচ্ছে। বাতাসের ছোট ছোট কণার ব্যস পাঁচ মাইক্রোমিটারের বেশি নয়। তাই এই কণায় ভেসে অনেক দূর অবধি ভাইরাস পার্টিকলের ছড়িয়ে পড়া সম্ভব। আরো সহজ করে বললে, ধরুন আপনি আক্রান্ত রোগীর থেকে ছয় ফুটেরও বেশি দূরত্বে রয়েছেন, তাহলেও ভাইরাসের কণা হাওয়ায় ভেসে আপনার নাক বা মুখ দিয়ে ঢুকে পড়তে পারে। ঠিক যেমন বাতাসে ভাসমান দূষিত কণাগুলো প্রতিদিন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের শরীরে ঢোকে, এই ব্যাপারটাও তেমনই। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, সার্স-কভ-২ ভাইরাসের কণা বাতাসে ছড়াতে পারে মানেই হলো হাওয়ার সঙ্গে তা শরীরে ঢুকে পড়তে পারে। তাই অনেক বেশি সতর্ক থাকা দরকার। ফেস-মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক, ভিড়ের মধ্যে গেলে ফেস-শিল্ড বা ফেস-কভার থাকলে খুবই ভালো হয়। পারস্পরিক দূরত্ব অবশ্যই রাখতে হবে আর পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর দিতে হবে।

তাহলে আক্রান্ত রোগীর হাঁচি-কাশি থেকে কি করোনা ছড়ায় না? ল্যানসেটের প্রতিবেদন বলছে, সেটাও ছড়ায়, তবে বেশি দূরত্বে নয়। আপনি যদি আক্রান্ত রোগীর খুব কাছাকাছি থাকেন তাহলে ভাইরাসের জলকণা বা ড্রপলেট শরীরে ঢুকে যেতে পারে। এই ড্রপলেটগুলোর ব্যস ১০০ মাইক্রোমিটারের কাছাকাছি হয়, বেশিক্ষণ বাতাসে ভাসতে পারে না, খসে মাটিতে পড়ে যায়। তার থেকে বরং কথা বলা, ছোট অ্যারোসল বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে।

গবেষকরা বলছেন, উপসর্গহীন রোগীদের তো হাঁচি-কাশির লক্ষণ দেখা যায় না, তাহলে তাদের থেকে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে কিভাবে? তার কারণই হলো এই অ্যারোসল। উপসর্গহীন রোগীদের থেকে ৩৩ থেকে ৫৯ শতাংশ সংক্রমণ বেশি ছড়াতে পারে। রোগীর হাঁচিতে যতটা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তার থেকে ঢের বেশি ছড়াতে পারে কথা বলা, চিৎকার করা, গান গাওয়া ইত্যাদি থেকে। কথা বলার সময় ছোট ছোট জলকণা অনেক বেশি বের হয়। সেগুলোকে আশ্রয় করে ভাইরাস পার্টিকল ছড়িয়ে পড়তে পারে।

নয়া মাস্ক আবিষ্কার ঃ সংস্পর্শে এলেই মরবে

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। যা মাস্কের ওপরে লাগিয়ে দিচ্ছেন গবেষকরা।এই উপাদানটিরই নাকি অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল গুণাগুণ রয়েছে। ১০০ থেকে ২০০ ন্যানোমিটারের কোনো ভাইরাস বা ব্যাক-টিরিয়া এই আস্তরণের ওপর চলে এলে নিমেষে তাকে মেরে ফেলে ওই আস্তরণ। কোভিড ১৯ ভাইরাসটি ১২০ ন্যানোমিটারের। তাই এই উপাদানের সংস্পর্শে এলে কোভিড ১৯ ভাইরাসও মারা যায়। গবেষকরা জানিয়েছেন, মলিবডেনাম ডাইসালফাইডের ওই আস্তরণ জীবাণু নাশে দু'রকম ভাবে কাজ করে। এর উপরিতল অত্যন্ত ধারালো। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় দেখলে মনে হবে ঠিক যেন অনেকগুলো ছুড়ি পর পর রাখা রয়েছে।

‡কাভিড ১৯ বা কোনো জীবাণুর সংস্পর্শে এলেই তাদের কোষপর্দা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে ছুরির মতো ধারালো অংশগুলো। ফলে মারা যায় ভাইরাস-ব্যাকটিরিয়া।

সূর্যের আলোয় অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এই উপাদান। কিছুক্ষণ সূর্যালোকে থাকলেই ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এর তাপমাত্রা হয়ে যায়। যা অনেক জীবাণুকেই বাঁচতে দেয় না।

মাস্কের ওপর ঘাঁটি গড়ে তোলা কোভিড ১৯-কে মেরে ফেলার জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে একাধিকবার ব্যবহার করা যেতে পারে এই মাস্ক। আবার সহজেই শুধুমাত্র রোদে ফেলে রেখে জীবাণুমুক্তও করে ফেলা যায়।

এই উপাদানের আরো একটি বিশেষত্ব হল বারবার সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করলেও এর কার্যকারিতার কোনো হেরফের হয় না। পরীক্ষায় দেখা গেছে ৬০ বার সাবান- পানিতে ধোওয়ার পরও একইভাবে জীবাণু ধ্বংস করতে পারছে এই উপাদানে তৈরি মাস্ক। এই উপাদান দিয়ে শুধু মাস্কই নয়, পিপিই-ও তৈরি করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। এই উপাদান পরে শ্বাস নিতেও কোনো কষ্ট হবে না বলেও দাবি করেছেন তারা।

এর সঠিক ব্যবহারে মাস্কের সংস্পর্শে আসা ৯০ শতাংশেরও বেশি জীবাণু ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে এর, দাবি ওই গবেষকদের।

এখনো তারা কোনো মাস্ক, পিপিই উৎপাদনকারী সংস্থার সাথে কথা বলেননি। আরো কিছু দিন গবেষণা চালাতে চান তারা। তারপরই বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য এই উপাদানের ফর্মুলা বিভিন্ন সংস্থার সাথে ভাগ করে নেবেন তারা।

এর দাম আকাশছোঁয়া হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন ওই গবেষকেরা। মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের মধ্যেই থাকবে দাম।

য়

বাংলাদেশে করোনার নতুন ধরন শনাক্ত

(প্রথম পাতার পর)

ইনিশিয়েটিভ অন শেয়ারিং অল ইনফ্লুয়েঞ্জা ডেটার (জিসএআইডি) ওয়েবসাইটে বাংলাদেশে করোনার এ ধরন শনাক্ত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

দেশে করোনার এ ধরন পাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) জিনোমিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা।

জিসএআইডির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে অন্তত আটজনের দেহে নাইজেরিয়ার ধরনটি পাওয়া গেছে। ঢাকার সাতজন এবং সুনামগঞ্জের একজনের দেহে এ ধরন পাওয়া গেছে। গত মার্চ ও এপ্রিলে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এ আট নমুনার মধ্যে ছয়টি বিসিএসআইআরের, একটি ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপিং সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং আরেকটি চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পরীক্ষাগারে শনাক্ত হয়েছে।

গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যে করোনাভাইরাসের বি.১.৫২৫ ধরনটি প্রথম শনাক্ত হয়। পরে নাইজেরিয়াতেও ধরনটি ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া ডেনমার্কসহ বিশ্বের অন্তত ২৩টি দেশে নাইজেরিয়ার ধরনটি শনাক্ত হয়েছে। পরে এটি করোনার নাইজেরিয়া ধরন হিসেবে পরিচিতি পায়।

এর আগে এ বছরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য ও ব্রাজিলের ধরনের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছিলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি), সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ গবেষণায় বলা হয়, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল–এই তিন দেশ থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের তিনটি ধরন (ভেরিয়েন্ট) সবচেয়ে বেশি সংক্রামক।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, দেশে করোনার ভারতীয় ধরা পড়লে সেটি হবে খুবই ভয়ংকর। ভারত এখন করোনা সংক্রমণের হটস্পটে পরিণত হয়েছে।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেনে ১৩-৪২ Pugsleyএ-ভিনিউ সেমিবেসমেন্টে ১, ২, ৩ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। প্রয়োজনে শুধু রুমও দেয়া হবে। ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭

স্টুডিও রুম ভাড়া

১২৫ স্ট্রীট হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবি মহিলাকে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৯৬-৯৯০২
এ-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

সানিসাইড, ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউ অধূমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য ২য় তলা সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করা দুই বেড রুম বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মোট ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগঃ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
এ-১৯/২৬

WANTED

We are looking for a meat store helper. Store in 160-02 Hillside Ave, Jamaica NY. Good pay based on experience. Contact: 646 610 1983 / 646 248 3437
এ-১৯/২৬

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকার ১৬৪ স্টীট এবং ৮৪ এভনিউতে হিলের উপর ২ বেড রুমের বেসমেন্ট (সম্পূর্ণ নতুন) পহেলা এপ্রিল/পহেলা মে থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৫৯-৩৭২৮ (বিকেল ৩টার পর)
মা-২৯/এ-০৫

আবশ্যক

ডেলওয়ারের উইলমিংটনে একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে তন্দুরী শেফ আবশ্যক। অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলবে। থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩০২-৩০০-৯৮১৬ (মিঃ খসরু)।
মা-২৯/এ-০৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের এপার্টমেন্টের একটি আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-২৯/এ-০৫

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের সাবওয়ে এ, সি ট্রেন এবং বি-১৩, কিউ-৮ বাস স্টপেজের কাছে দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম এবং এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট বাসা এপ্রিল/মে মাস থেকে ভাড়া হবে। ঠিকানা: ৬৩৫ ক্রিসেন্ট স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ: মনির। ফোন: ৯১৭-৯৩৯-৭৩১০
মা-২৯/এ-০৫

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনে লিন্ডেন এবং হেগম্যান এর উপর তিন বেডরুম এর সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতঃ ৩ ট্রেন পাঁচ মিনিট, ৮৩ বাস বাড়ির সামনে এবং এ এবং সি ট্রেন ট্রান্সফার নিতে পারবে।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৫৮-১২৮৬।
মা/২২/২৯

বাড়ী ভাড়া

কলেজ পয়েন্ট এলাকায় ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ফুল বাথরুম। ফুললি রেনোভেটেড, সুন্তর পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
মা-২২/২৯

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ৮৭-৩৩ ১৮৮ স্ট্রীট-এ ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
মা-২২/২৯

এপার্টমেন্টে ভাড়া

এস্টোরিয়ার ক্রিসেন্ট স্ট্রীট এবং ৩৮ এভিনিউর একটি এপার্টমেন্টে একটি রুম ভাড়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৪০-৬১১৩
মা-২২/২৯

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফার্মে পার্ট টাইম কাজের জন্য পুরুষ অথবা মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
মা-২২/২৯

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৪-৩০ ১৯৯ নিউইয়র্ক-১১৪২৩ এ সুন্দর পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউর কাছে একটি সুন্দর সেমি বেসমেন্ট (টু বেডরুম, বাথরুম কিচেন) পহেলা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ:

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের থ্রসনেক এলাকায় (১০৩৭ কুইন্সি এভিনিউ) ১ বেড রুমের একটি ওয়াকিং বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বিএক্স-৪০ এবং বিএক্স ৪২ বাস স্টান্ড সংলগ্ন। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৮৭-৯৬১৬
মা-১৫/২২

বাসা ভাড়া

কুইন্স-এর ইস্ট এলমহার্স্ট সংলগ্ন ২৬-৩৬ ৯২ স্ট্রীট ঠিকানায় দুই বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৪৯, কিউ-৭২, কিউ-১৯ বাসের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৭-৯৮৩৪
মা-১৫/২২

LOOKING

Looking for groom Bride live in Bangladesh Short divorced, Age: 30, Occupation: IT department & completing MBA. Contact: 1 (347)-642-2865
মা-০৮/১৫

রুম ভাড়া

ব্রুকলীনের সি ট্রেন সাবওয়ে এবং শেফাড় এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীটে সুন্দর, ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবি পুরুষদেও জন্য বেড-বি-ছানা সহ পৃথক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমে চেয়ার-টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২.
মা-১৫/২২/২৯

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন বাসা ভাড়া

এপ্রিল মাস থেকে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ও কাওরান বাজার সুপার মার্কেট সংলগ্ন স্ট্রিটে বাসা ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন কাজ করা ৩ বেড রুম এবং ২ ফুল বাথ রুম। পৃথক লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। যোগাযোগ: ৯০৮-২৭৪-১০০৬ অথবা ৯২৯-৪০৫-১৭৮৬
মা-১৫/২২/২৯

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ড্র স্ট্রীট, গ্লেনমোর এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউর মাঝখানে তিন রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে মসজিদ ও স্কুল। কাছেই এ ট্রেনের গ্র্যান্ড এভিনিউ সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩৫-৫৭৯১ অথবা ৩৪৭-৪৫৯-৮৩২৫
মা-০৮/১৫

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫০। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট-এর ষ্টেশন এজেন্ট পদে কর্মরত সু-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সুন্দরী, ধার্মিক বিধবা বা ডিভোর্সী অথবা বন্ধ্যা বা সন্তানহীনা পাত্রী আবশ্যক। বসয় অনুর্ধ্ব ৪০ বছর। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪
মা-০৮/১৫

LOOKING

Looking for bride (preferably USA or Canada) Groom Lives in Bangladesh. Name: Iftekhar. Unmarride, Age: 37, Heightt: 5ft 8 inch, Occupation: Business (Pepsi distributor).
Contact: 347-642-2865
মা-০৮/১৫

আবশ্যক

নিউইয়র্কের ৯১ ফাস্ট এভিনিউতে একটি গ্রোসারী দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪৫-০৩৬৫
এ-১২/১৯

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬০-১৯ ৮৪ ড্রাইভ-এ গর্জিয়াস দুটি বড় বেডরুম, ওয়াকিং ক্লোজেড, ম্যাসিভ লিভিংরুম, ফুল কিচেন ও ডাইনিং স্পেস, ফুল বাথরুম এবং ব্যাক এন্ট্রেন্স এর বাসা ভাড়া হবে। আলোচনা সাপেক্ষে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা। ই/এফ ট্রেনের পার্সন্স বুলেভের্ড সাবওয়ে ১০ মিটি হাঁটা পায়ের দূরত্ব এবং ৪ মিনিটের দূরত্বে কিউ৬৫, কিউ২৫ ও কিউ৩৪ বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ১+৯১৭-৮২১-১০১৮ অথবা ১+৯১৭-৭৭০-২৯৬৭
মা-০১/০৮

ডুপ্লেক্স বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং ও কিচেন এর ডুপ্লেক্স বাসা (বেসমন্টে) ১ মার্চ থেকে ভাড়া হবে। দুটি কার পার্কিং-এর জায়গা, ব্যাকইয়ার্ড এবং একাধিক ক্লোজেট রয়েছে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
মা-০১/০৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে ১১১১ অমস্টেড এভিনিউতে সাবওয়ে ও মসজিদের কাছে দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এছাড়াও একটি বেসমেন্ট ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ইসলাম। ফোন: ৯১৭-৩০২-৫৩৯৬
এ-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীটে এক বেডরুমের একটি বাসা এবং একটি স্টুডিও রুম মে মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩০-০৩৭৪ অথবা ৩৪৭-৬১৫-৮৫৩০
এ-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৩৯ স্ট্রীট ও ৮৭ রোডে ই এবং এফ ট্রেন সাবওয়ের কাছে সেকেন্ড ফ্লোরে এক ও হাফ রুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম এবং কিচেন (কমবাইন্ড) এর বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০০-৫৭৫৭ অথবা ৭১৮-৭০৮-১৬৫৮
এ-০৫/১২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

HOUSE FOR SALE

3543 Whillett Avenue,
Bronx, NY 10467
2 FAM, Cash $399,000/-
106-38 Guy R Brewer Blvd.
Jamaica, Queens, NY
One Fam + Store. Cash
$499,000/=
234 East 92nd Street, Brooklyn,
3 Fam, $889,000/= Cash
Call: 917-523-4451
mkskarn@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রী-ধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

স্কটল্যান্ডের রাজনীতিতে একজন বাঙালি

(প্রথম পাতার পর)

পাওয়া যায়। এরমধ্যে প্রথম বাঙালি হিসাবে স্কটল্যান্ডে কিছুদিন ছিলেন এমন একজনের নাম সর্বাগ্রে আসে, ইতেশাম উদ্দিন। তিনি ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফরের কর্মচারী। সময়ের পরিক্রমায় ইতিশাম উদ্দিনের পথ ধরে অসংখ্য বাঙালি এসেছেন স্কটল্যান্ডে। ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকাকালে যেমন অসংখ্য স্কটিশ গিয়েছেন তৎকালীন পরাধীন বাংলায়, স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন ব্যবসা কিংবা কর্মস্থল সূত্রে। তেমনি বাংলাদেশ থেকেও স্কটল্যান্ডে এসেছেন অনেক অভিবাসী। অতীতে স্কটল্যান্ডের শহর ডান্ডির পাটকলে কাজ করেছেন অসংখ্য বাঙালি। যখন পাট ছিল স্বর্ণালী আঁশ। বিশ্বজুড়ে ছিল পাটজাত সামগ্রীর চাহিদা। ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও সুদূর অতীত থেকেই বাংলাদেশ ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান তা এক প্রকার বিরল। দুই জাতিরই রয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন জাদুঘরে আছে বাংলাদেশের অনেক নিদর্শন। সেসব নিদর্শন সর্বদা প্রদর্শন করছে দুই দেশের সাংস্কৃতিক ঘনিষ্টতার অভিন্ন ছবি। অভিবাসী বাঙ্গালিরাও এখানে পিছিয়ে নেই। সগৌরবে এগিয়ে যাচ্ছেন মূলধারার রাজনীতিতে। প্রমাণ করছেন তাদের সামর্থ্য, তাদের কৃতিত্ব। ইংল্যান্ডে এই ধারায় অভিবাসী বাঙালিরা ইতিমধ্যেই অনেক এগিয়ে গেছেন। এখন স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্টের দিকেও পা বাড়িয়েছেন একজন অভিবাসী বাংলাদেশি। তিনি সিলেটের হবিগন্জ জেলার সন্তান ফয়সল আহমদ চৌধুরী। ফয়সল চৌধুরী ছোটবেলায় বিলেতে এসেছিলেন বাবা-মায়ের সঙ্গে। পারিবারিক ব্যবসার কারণে স্থায়ী হয়ে যান স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবরায়। এখানেই পড়ালেখা শেষ করে জড়িত হন ব্যবসার সঙ্গে। এক সময় নিজ আগ্রহেই যুক্ত হন রাজনীতিতে। যোগদান করেন বিলেতের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল লেবার পার্টিতে। সেই ধারাবাহিকতায় স্কটিশ লেবার পার্টির প্রার্থিতা পেয়েছেন আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনে। মে মাসের ৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফয়সাল চৌধুরী লড়বেন এডিনবরার লোদিয়ান পশ্চিম আসন থেকে।

অবশ্য এর আগেও ফয়সাল চৌধুরী যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন লেবারপার্টি থেকে। ২০১৭ সালের জাতীয় নির্বাচনে একই আসন থেকে নির্বাচন করে তিনি জয়ী হতে না পারলেও ভালো ফলাফল অর্জন করেছিলেন। ১৩২১৩ ভোট পেয়ে তিনি হয়েছিলেন তৃতীয়। ফয়সাল চৌধুরী মনে করেন, অভিবাসী বাঙালিদের মূলধারার রাজনীতিতে আসা উচিত। তার মতে, নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে না যেতে পারলে আমাদের কমিউনিটির জন্য সত্যিকারের কল্যাণ বয়ে আনা সম্ভব হবে না। সে জন্য সবাইকে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। স্কটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী ফয়সাল চৌধুরী। তিনি স্কটল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের কাছে দলমত নির্বিশেষে সমর্থন ও সহযোগিতা চেয়েছেন। স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্ট নির্বাচনে জিতে এখানকার সংখ্যালঘু অভিবাসীদের কণ্ঠ সরকারের নীতি-নির্ধারণী ফোরামে জোরালোভাবে তুলে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

ধনীদের ওপর দ্বিগুণ কর ধার্য করছেন

(শেষের পাতার পর)

পাশাপাশি ধনী ব্যক্তিদের বিনিয়োগের লাভের ওপর কর বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এই অর্থ শিশুস্বাস্থ্য, তাদের যত্ন এবং শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। তবে স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যবহৃত হবে না। আর এ খবরে বৃহস্পতিবার (২২ এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাজারে ব্যাপক দরপতন হয়েছে।

হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে নতুন পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়নের আশা করছেন প্রেসিডেন্ট। প্রস্তাব অনুযায়ী, ৪ লাখ ডলারের কম আয়ের পরিবারগুলোর ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি জেন সোসাকি বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট মনে করেন যারা এটি বহন করতে পারে যেমন করপোরেশন এবং ব্যবসায়ীরা, এটি তাদের ওপর আরোপ হবে।'

'দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস' জানায়, প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী শীর্ষ প্রান্তিক আয়কর হার ৩৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ হবে। এই পরিকল্পনার ফলে ১০ লাখ ডলারের বেশি আয় করা লোকদের জন্য মূলধন মুনাফার ওপর প্রায় দ্বিগুণ (৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ) শুল্ক হবে, যেটি এখন ২০ শতাংশ। কিছু কিছু রাজ্যে হয়তো এটি ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে বাইডেনের এই পরিকল্পনা কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়বে, এমনটাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এমনকি ডেমোক্র্যাটরাও পরিকল্পনাটি সর্বসম্মতভাবে সমর্থন নাও করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এখনো চূড়ান্ত না হলেও ইতিমধ্যে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ারবাজারে। শুক্রবার ওয়াল স্ট্রিটে ডাও জোন্স সূচক কমে যায় ৪২০ পয়েন্ট। বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, এটি পাশ হলে সূচক ২ হাজার পয়েন্টের বেশি পড়ে যেতে পারে।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই বাইডেন এই কর বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। -বিবিসি

কোরআনের মাসে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক

(শেষের পাতার পর)

হয়েছে। কোরআন আল্লাহর বাণী, যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আছে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে সন্দেহাতীতভাবে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। রমজান মাসে কোরআন অবতরণের সূত্রেই রমজান কোরআনের মাস হিসেবে বিবেচিত।

কোরআন অবতরণের মাস: মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআন মাজিদ রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন অবতরণের সূত্র ধরেই রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

কোরআন অবতরণের সূচনা: রমজান মাসের কদরের রাতে নবী (সা.)-এর প্রতি কোরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যা সুদীর্ঘ ২৩ বছরে পরিপূর্ণ হয়েছে। শুরুটা মহিমান্বিত কদরের রাতে হওয়ার কারণে আল্লাহ বলেন, 'নিঃসন্দেহে কদরের (রমজানের এক বিশেষ) রাতে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি।' (সুরা : কদর, আয়াত : ১)

হেরা গুহায় প্রথম ওহি: রাসুলুল্লাহ (সা.) রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ মতান্তরে ১২ তারিখ (৫৭০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। (সিরাতুল মুস্তফা, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১) রবিউল আউয়াল মাসে জন্ম হিসেবে ৪০ বছর পর রবিউল আউয়াল মাসেই নবী (সা.)-এর বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হয়। তখন থেকে তিনি বিভিন্ন সত্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর কাছে একাকিত্ব আকর্ষণীয় হয়ে উঠলে তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতে শুরু করেন। মাঝেমধ্যে বাড়িতে এসে খাদ্য-পাথেয় নিয়ে যেতেন। এভাবে ছয় মাস অতিক্রম হওয়ার পর অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসের পর (১) রবিউস সানি, (২) জুমাদাল উলা, (৩) জুমাদাল উখরা, (৪) রজব, (৫) শাবান, (৬) রমজান মাসে তাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। প্রথমে সুরা আলাকের শুরুতে পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বুখারি, হাদিস : ৩; মুসলিম, হাদিস : ৪৪২)

পুরো কোরআন প্রথম আসমানে স্থানান্তর: আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদকে রমজান মাসের কদরের রাতে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজজাতে স্থানান্তর করেন। কোরআন মাজিদ লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। আলাহ বলেন, 'বরং এটি মহান কোরআন, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।' (সুরা : বুরুজ, আয়াত : ২১-২২)

রমজান মাসে কদরের রাতে আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদকে সেখান থেকে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজজাতে নিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ২৩ বছরে নবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কদরের রাতে কোরআন মাজিদ পুরোটাই লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজজাতে অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী ২৩ বছর ধরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে কাসির, ৮ম খন্ড, পৃ. ৪৪১; তাফসিরে কুরতুবি, ২০তম খন্ড, পৃ. ১২৯)

রোজা ও কোরআনের সুপারিশ: রোজা রোজাদারের জন্য আর কোরআন তার পাঠকারীর জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রোজা ও কোরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে, রোজা বলবে, হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৬২৬)

রমজানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোরআন তিলাওয়াত: রাসুলুল্লাহ (সা.) সারা বছর রাত জেগে নামাজ আদায় করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। এতে তাঁর পা ফুলে যেত। আল্লাহ বলেন, 'আপনাকে কষ্ট-ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।' (সুরা : ত্ব-হা, আয়াত : ২)

এর পর থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে নামাজ ও তিলাওয়াত করতেন। রমজানে তাঁর তিলাওয়াতের মাত্রা আরো বেড়ে যেত। তিনি জিবরাইল (আ.)-এর সঙ্গে সারা বছর অবতীর্ণ হওয়া কোরআনের অংশগুলো পুনরাবৃত্তি করতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রমজানের প্রতি রাতে জিবরাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। রাসুল (সা.) জিবরাইল (আ.)-এর সঙ্গে কোরআন পুনরাবৃত্তি করতেন।' (বুখারি, হাদিস : ৬; মুসলিম, হাদিস : ৬১৪৯)

রমজানে আমাদের কাম্য: কোরআনের সঙ্গে রমজানের নিবিড় সম্পর্কের কারণে এই বরকতময় মাসে পুণ্যবান মনীষীরা রোজা রাখার মহান হুকুম পালনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নফল ইবাদতের মধ্যে কোরআন তিলাওয়াতকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। রমজানের পুরো মাসকে পবিত্র কোরআনের জন্য ওয়াকফ করে দিতেন। তাঁদের কেউ কেউ সাধ্যানুযায়ী অধিকবার কোরআন খতমের প্রতি মনোনিবেশ করতেন। আবার অনেকের মনোযোগ থাকত কোরআনের গভীরে গিয়ে নিগূঢ় তথ্য ও রহস্যগুলো উদঘাটন করে তার মুক্তামালায় জীবনকে সাজিয়ে নেওয়া। এই পবিত্র মাসে আমাদের কাম্য হলো:

১. সহিহ-শুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে না জানলে এই রমজানেই কোরআন শেখার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করা।

২. কোরআন পড়তে জানলে একাধিক খতম হওয়ার মতো বেশি করে তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৩. কোরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি কোরআনের মর্মবাণী বোঝার জন্য

CHEF WANTED
শেফ আবশ্যক
জরুরী ভিত্তিতে একজন দক্ষ শেফ আবশ্যক। বাফেলোতে মনোরম পরিবেশে নতুন রেষ্টুরেন্টে কাজ করার জন্য, কারী, তান্দুর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। অতী সত্বর যোগাযোগ করুন।
করিম: (917) 435-7084

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
আইআরএস অনুমোদিত e-file
• ট্যাক্স সার্ভিসেস
• নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং
• নূন্যতম ফি
Our Services
> Individual Tax / Business Tax
> Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
> Corporate Tax/partnership Tax
> Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.
Immigration
> Asylum/Citizenship application
> Petition for Relative/Affidavit of support
> Green Card / Work Authorization Renew
> Re-Entry Permit / travel Documents
All Kinds of Immigration Services
Kaysar Rahman, Tax Practitioner
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন:
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



বাসায় ফিরেছেন সৈয়দ ইলিয়াস

(শেষের পাতার পর)

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরেন। এবং তাকে কিডনীদাতা তার ছোট পুত্র নাহিদ ইলিয়াস দু'দিন আগে অর্থাৎ গত বুধবার (১৪ এপ্রিল) বাসায় ফিরেন। বর্তমানে পিতা-পুত্র সুস্থ আছেন।

এদিকে বাসায় ফিরে সৈয়দ ইলিয়াস খসরু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি তার জন্য যারা দোয়া করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। রোববার এই প্রতিবেদকের সাথে ফোনে আলাপকালে কেমন আছেন জানতেই তিনি প্রথমেই বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ', 'আমি ভালো আছি।' ওজনপার্কের বাসায় ফেরার পর রোববার সৈয়দ ইলিয়াস খসরুকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তার কাজিন বদরুল ইসলাম মিন্টু। করোনা পরিস্থিতে বাসায় যাতায়াত না করে অনেকেই তাকে ফোন করে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন বলে জানান।

এদিকে পিতার জন্য পুত্রের ত্যাগের ঘটনায় সৃষ্ট দৃষ্টান্ততে কমিউনিটিতে 'যোগ্য পিতা' হিসেবে সৈয়দ ইলিয়াস খসরু আর 'যোগ্য পুত্র' হিসেবে নাহিদ ইলিয়াসের প্রতি সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সবাই বলছেন- 'এমন দৃষ্টান্ত বিরল ঘটনা'। সবাই গর্ব করছেন নাহিদ-কে নিয়ে। উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল সোমবার বেলা ১টার সময় নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি হসপিটালে তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হয়। ডা. এন্থনী ওয়াকটিন (Dr. Anthony Walktin) এর নেতৃত্বে একটি টীম এই অস্ত্রোপচার করেন। সৈয়দ ইলিয়াস খসরু এবং কিডনীদাতা তার ২২ বছরের সন্তান নাহিদ ইলিয়াস। অপারেশনের পর সৈয়দ খসরু'র অক্সিজেন লেভেল উঠানামা কওে এবং শরীরে প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হলেও দু'দিন পর তিনি সুস্থতা অনুভব করেন। সোমবার দিন সন্ধ্যার পর তার পরিবারের ঘনিষ্ট সদস্যরা তাদের দু'জনের সাথে সাক্ষাৎ করেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা যায়।

সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর পরিবার এবং টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা পরিবারের পক্ষ থেকে পিতা-পুত্র দু'জনের আশু সুস্থতার জন্য দেশ-বিদেশে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হয়। এছাড়াও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকেও তাদের দ্রুত সুস্থতার জন্য সবার দোয়া কামনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সৈয়দ খসরু নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কার্যকরী পরিষদ সদস্য।

টিকার দ্বিতীয় ডোজ কতটুকু জরুরি?

(শেষের পাতার পর)

জনসন অ্যান্ড জনসনের ভ্যাকসিন দেওয়ার পর ছয়জনের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার ঘটনায় এই ভ্যাকসিন দেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। এ রকম সাময়িক বন্ধ রাখা স্বাভাবিক একটি বিষয়। মধ্যবর্তী এই সময়ে দেখা হবে ভ্যাকসিন দেওয়ার সঙ্গে রক্ত জমাট বাঁধার সত্যিকারেই কোনো সম্পর্ক আছে কি না। এ ছাড়া মধ্যবর্তী এই সময়ে চিকিৎসকদের জানানো হবে, এই ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হলে কিভাবে তার চিকিৎসা দিতে হবে। ধারণা করা হচ্ছে, শিগগিরই এফডিএ সাময়িক বন্ধ রাখার প্রক্রিয়াটি তুলে নিয়ে ভ্যাকসিনটি আবার প্রয়োগের ব্যবস্থা নেবে। সবচেয়ে বড় কথা, কেউ যদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হন, তাহলে তাঁর রক্ত জমাট বাঁধার আশঙ্কা এমনিতেই অনেক গুণ বেশি। ভ্যাকসিন দিয়ে রক্ত জমাট বাঁধার আশঙ্কা একেবারে নেই বললেই চলে। প্রায় ৮৫ শতাংশ লোকের চিকিৎসায় সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বহুল ব্যবহৃত ওষুধ যেমন- প্যারাসিটামল, অ্যান্টাসিড শতভাগ ঝুঁকিমুক্ত নয়। সেভাবে ভ্যাকসিনেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিছুটা থাকবে, তা স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য। করোনায় সারা বিশ্বে প্রতিদিন ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। সেই অনুপাতে টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তেমন নেই।

ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমাতে করণীয়:

করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে জিততে টিকা নিতে হবে- এটাই মত বিশেষজ্ঞদের। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও চলছে টিকা কার্যক্রম। কিন্তু করোনার টিকা নেওয়ার পর অনেকেরই নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে। কারো শরীর ব্যথা করছে, কারো জ্বর আসছে, কারো বা শরীর খুব দুর্বল লাগছে; যদিও এসব সাময়িক সমস্যা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু নিয়ম মেনে চললে টিকার এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রভাব কমানো সম্ভব। বিশেষ করে খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চললেই টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার পরিমাণ কমানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো :

বেশি পানি পান করুন

টিকা নেওয়ার আগে থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন। টিকা নেওয়ার পরও সেই অভ্যাস বহাল রাখুন। শসা বা তরমুজের মতো ফল খেতে পারলে ভালো, যাতে প্রচুর পানি থাকে।

ধূমপান ও মদ্যপান নয়

টিকা নেওয়ার আগে থেকেই ধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করুন। নেশার প্রভাবে শরীর শুকিয়ে যায়। ফলে টিকা নেওয়ার পর শরীর খারাপ লাগতে পারে।

ফাইবার খান বেশি

যেসব খাবারে ফাইবার বা আঁশের পরিমাণ বেশি, সেসব খাবার বেশি খান। বাইরের ভাজাভুজি এই সময় এড়িয়ে চলাই ভালো।

চর্বি বা চিনি এড়িয়ে চলুন

যেসব খাবারে চর্বি বা চিনির পরিমাণ বেশি, সেসব খাবার এড়িয়ে চলুন। বিশেষ করে ঠান্ডা পানীয় বা প্যাকেটের খাবার যত কম খাবেন, ততই ভালো। এর বদলে ফল খান বেশি করে।

পেট ভরে খাবার খান

টিকা নিতে যাওয়ার সময় খালি পেটে যাবেন না। পেট ভরে খাবার খেয়ে যান। এর সঙ্গে প্রচুর পানি পান করুন।

ঠিকমতো ঘুমান

টিকা নেওয়ার পর রাত জাগবেন না। বরং সঠিক পরিমাণে ঘুমানো জরুরি। বিশেষ করে রাত ৩টা পর্যন্ত ঘুমানোটা জরুরি। এতে শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো কাজ করে। দেহ সঠিকভাবে মেরামত হয়। এসব নিয়ম মানলে আশা করা যায় টিকা নিলেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে না। এর পরও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লেখক: ইমিউনোলজিস্ট, ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিশেষজ্ঞ, নেদারল্যান্ডস



এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইফতার বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান কে মাদানীর সহযোগিতায় শতাধিক মানুসেল মাঝে ইফতারী বক্স বিতরণ করা হয়।

এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউস্থ সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে এই ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসময় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাবেদ উদ্দীন সহ মীর জাকির, নূরুল হক, মনির উদ্দিন, কামাল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র রমজান মাসব্যাপী সপ্তাহের প্রতি শনিবার ইফতার বিতরণ কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে মোঃ জাবেদ উদ্দীন জানান।



বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশী আকায়েদ উল্লাহ'র যাবজ্জীবন কারাদন্ড



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা টাইমস স্কোয়ার সাবওয়েতে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বহু মানুষকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দায়ে বাংলাদেশী আকায়েদ উল্লাহকে (৩১) যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে।



জলবায়ু সম্মেলনে শেখ হাসিনা

জোরালো প্রচেষ্টায় সংকট মোকাবেলা

হককথা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় জোরালো সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তাঁর বক্তব্যে চার দফা দাবি তুলে ধরেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে বিশ্বনেতাদের দুই দিনব্যাপী ওই সম্মেলনের প্রথম দিন ছিল বৃহস্পতিবার (২২ এপ্রিল)। ওই সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যোগ দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলন আয়োজন এবং তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফেরার ভূয়সী প্রশংসা করে বাংলাদেশ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সীমিত সম্পদ এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ অভিযোজন ও প্রশমনের বৈশ্বিক নেতা হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর আমরা জলবায়ু অভিযোজন ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার উদ্যোগ হিসেবে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার ব্যয় করি। এটি আমাদের জিডিপির প্রায় আড়াই শতাংশ। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। এটি আমাদের ঝুঁকি আরো বাড়িয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ স্বল্প কার্বন উৎপাদনের পথ অনুসরণ করছে। আমাদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত লক্ষ্য (এনডিসি) ও অভিযোজন লক্ষ্য বাড়াতে আমরা প্রশমন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জ্বালানি, শিল্প ও পরিবহন খাতের পাশাপাশি নতুন নতুন খাত অন্তর্ভুক্ত করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী এ বছরের জুন মাসের মধ্যে পরিমিত উচ্চাভিলাষী এনডিসি পরিকল্পনা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিববর্ষ' পালনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমরা কম কার্বনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছি। আমরা দেশজুড়ে তিন কোটি বৃক্ষ রোপণ করছি।"

শেখ হাসিনা বলেন, "ক্লাইমেট ভালনারেল ফোরাম (সিভিএফ)' ও 'ভালনারেল ট্রুয়েন্টি গ্রুপ (ভি২০)' এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করা।" বাংলাদেশে 'গ্লোবাল সেন্টার অব অ্যাডাপটেশনের' দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অফিসের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই অফিস স্থানীয়ভাবে অভিযোজন সমাধানগুলোকে উৎসাহিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কভিড-১৯ মহামারি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে কেবল জোরালো সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব। 'কনফারেন্স অব দ্য পার্টিসের (কপ)' দায়িত্বশীল সদস্য ও সিভিএফের সভাপতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী চারটি দাবি তুলে ধরেন। এর প্রথমটি হলো বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি দেড় ডিগ্রিতে সীমিত রাখতে উন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণের বিষয়ে শিগগিরই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়ন। তিনি বলেন, প্রশমনব্যবস্থায়ও উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় দাবিটি হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ নিশ্চিত করা। ওই অর্থের অর্ধেক অভিযোজন ও বাকিটা প্রশমনে ব্যয় করা।

প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় দাবি হলো জলবায়ু অর্থায়ন ও উদ্ভাবনে বড় অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। চতুর্থ দাবি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী 'গ্রিন ইকোনমি' (সবুজ অর্থনীতি) ও কার্বনমুক্ত প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রযুক্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টেনি ব্লিনকেন ও প্রেসিডেন্টের জলবায়ুবিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি হোয়াইট হাউসে বসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওই বক্তব্য শোনেন।

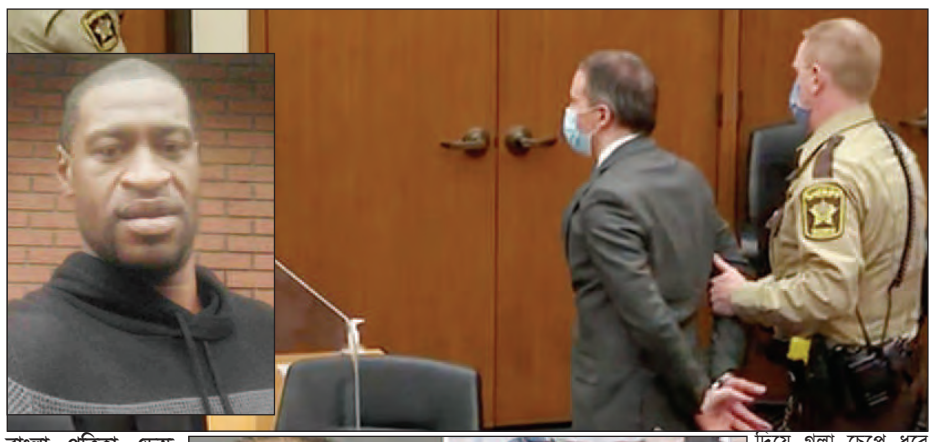
এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। জো বাইডেন তাঁর বক্তব্যে ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৫০ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশ কমানোর অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, 'আমরা একটি রাষ্ট্র হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছি। পুরো পৃথিবীর জন্য শুধু সমৃদ্ধই নয়, স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন ও ন্যায্য অর্থনীতি গড়ার উদ্যোগ নিতে পারলেই আমরা এটি করতে পারব।'

চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং 'সবুজ উন্নয়নের' অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, ২০৬০ সালের মধ্যে চীন 'কার্বন নিউট্রাল' দেশ হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করবে। শি চিনপিং বলেন, 'সবুজ পর্বত হলো স্বর্ণের পর্বত। পরিবেশ সুরক্ষা উৎপাদনশীলতাকে সুরক্ষা দিতে হবে। পরিবেশের উন্নতি করতে হলে উৎপাদনশীলতারও উন্নতি করতে হবে।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ২০৩৫ সালের মধ্যে তাঁর দেশের কার্বন নির্গমন ৭৮ শতাংশ কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৪৬ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যের কথা জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, মানবতার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দ্রুত ও বড় পরিসরে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভারত তার দায়িত্ব পালন করছে। উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারত পরিচ্ছন্নতা জ্বালানি, দক্ষ জ্বালানি, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে অনেক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। মোদি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৫০ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত।

সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তেনিও গুতেরেস, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং ছাড়াও আর্জেন্টিনা, অ্যান্টিগুয়া ও বারমুডা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইউরোপীয় কমিশন, ফ্রান্স, গ্যাবন, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্কের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য দেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। (দৈনিক কালের কণ্ঠ)

ফ্লয়েড হত্যায় পুলিশ কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত, জেল হতে পারে ৪০ বছরের







বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে পুলিশি হেফাজতে মারা যাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকান্ডের প্রধান আসামি মিনিয়াপলিস শহরের বরখাস্তকৃত পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিনের বিরুদ্ধে আরোপিত সবগুলো অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। পাশাপাশি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার (২০ এপ্রিল) হেনেপিন কাউন্টি আদালতে এ রায় পড়ে শোনান জুরি বোর্ডের বিচারকরা। খবর বিবিসি, সিএনএন ও বার্তা সংস্থা রয়টার্স'র।

বার্তা সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০ সালের মে মাসে জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকান্ডের ঘটনায় সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিনের বিরুদ্ধে আরোপিত তিনটি অভিযোগ 'দ্বিতীয় ডিগ্রী' অনিচ্ছাকৃত হত্যা, 'তৃতীয় ডিগ্রি' হত্যা এবং 'দ্বিতীয় ডিগ্রি' হত্যা সবগুলোই প্রমাণিত হয়েছে। এখন তাকে সর্বোচ্চ ৪০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডাদেশ দেওয়া হতে পারে।

আইন অনুযায়ী 'দ্বিতীয় ডিগ্রী' অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য সর্বোচ্চ ৪০ বছর কারাদন্ডাদেশ, 'তৃতীয় ডিগ্রি' হত্যার জন্য সর্বোচ্চ ২৫ বছরের কারাদন্ড এবং 'দ্বিতীয় ডিগ্রি' হত্যার জন্য সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদন্ড বা ২০ হাজার ডলার জরিমানা করা হতে পারে। এদিন তার জামিনের আবেদন করলে সেটি প্রত্যাহার করে দেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে (ডেরেক চৌভিন) আট সপ্তাহের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এদিকে, রায় ঘোষণার সময় আদালতের বাহিরে জড়ো হন অসংখ্য মানুষ। এ সময় তারা 'ন্যায়বিচার' এবং 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারস' বলে স্লোগান দিচ্ছিল। পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিন দোষী সাব্যস্তের খবরে তারা উল্লাস প্রকাশ করে।

গেলো বছর যুক্তরাষ্ট্রের মিনেপোলিসে পুলিশ কর্মকর্তার হাতে নির্মমভাবে নির্যাতনের শিকার হন জর্জ ফ্লয়েড। একপর্যায়ে হাঁটু দিয়ে গলা চেপে ধরে ফ্লয়েডকে মেরে ফেলা হয়। গত বছরের ওই ঘটনার পর ডেরেক শাউভিনকে মার্কিন পুলিশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। জর্জ ফ্লয়েড মৃত্যুর পর যুক্তরাষ্ট্র সহ সারা বিশ্বে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়।

গত ৩১ মার্চ হত্যাকান্ডের নতুন একটি ভিডিও আদালতে প্রদর্শন করা হয়। সেখানে দেখা যায়, আটকের পর জর্জ ফ্লয়েড পুলিশ অফিসারদের কাছে অনুনয় করে বলছে 'আমি খারাপ লোক নই, আমার কোনো ক্ষতি করবেন না'। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা পুলিশ কর্মকর্তা টমাস লেন, জে আলেকজান্ডার কুয়েং এবং টু থাওয়ের বডি ক্যামেরায় ধারণ করা এই ভিডিও ফুটেজে আরো দেখা যায়, জর্জ ফ্লয়েড পুলিশের মুখোমুখি হচ্ছেন। এরপর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বলেন, 'দয়া করে আমাকে গুলি করবেন না। কয়েকদিন আগেই আমি আমার মা'কে হারিয়েছি'।

হাতকড়া বাধা অবস্থাতেই তিনি টমাস লেন এবং জে আলেকজান্ডার কুয়েংকে বলছিলেন, আমাকে মারবেন না। বিনিময়ে আপনারা যা বলবেন তাই করতে রাজি আছি। এমন অবস্থার মধ্যেই ফ্লয়েডকে জোর করে গাড়িতে তুলতে যায় এই দুই পুলিশ কর্মকর্তা। তখন কান্না করে দেন কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি। ঠিক ওই সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছান টু থাওয়ে এবং ডেরেক চৌভিন। পুলিশ অফিসাররা তাকে গাড়ি থেকে টেনে নামান এবং মাটিতে শুইয়ে দেন। এমন মুহূর্তে জর্জ ফ্লয়েডকে বলতে শোনা যায়, তিনি তার মা এবং পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে বলছেন 'সে তাদেরকে ভালোবাসে'। ভিডিওতে এটাও দেখা যায় যে, ফ্লয়েডের গলায় পুলিশ অফিসার ডেরেক চৌভিন টানা ৯ মিনিটের মতো চেপে ধরে রয়েছেন। এরপর তার নিঃশ্বাস পরীক্ষা করা হয়।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশী আকায়েদ উল্লাহ'র

(৪৬ পাতার পর)

অপরাধের দায়ে আর কোন বাংলাদেশীর যাবজ্জীবন সাজা হয়নি। ঘটনার তিন বছর পর এই রায় ঘোষিত হলো। ২০১৭ সালের ১১ ডিসেম্বর সকাল ৭টা ২০ মিনিটের দিকে টাইম স্কয়ার সাবওয়েতে নিজের তৈরী পাইপবোমা হামলা চালায় আকায়েদ উল্লাহ। ঐ হামলায় আকায়েদ ছাড়াও আরো তিনজন পুলিশ আহত হয়।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার সন্তান আকায়েদ উল্লাহ ইমিগ্রান্ট ভিসায় ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। পরিবারের সঙ্গে অর্থাৎ তার মা, বোন ও দুই ভায়ের সাথে ব্রুকলীনে বসবাস করতেন। তবে তার স্ত্রী সন্তানসহ দেশেই থাকতেন। টাইম স্কয়ারে হালার ঘটনার বছর দুই আগে তার বাবা সানাউল্লাহ নিউইয়কেই ইন্তেকাল করেন। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রথমে সে ট্যাক্সি চালাতেন। পরবর্তীতে আকায়েদ একটি আবাসন নির্মাতা কোম্পানীর বৈদ্যুতিক মিস্ত্রিও চাকরি নেন। ব্রুকলীনের অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বসে ইন্টারনেটে ঘেঁটে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজের সূত্র ধরেই সে বোমা বানানো শেখেন বলে তদন্তকারীদেও ধারণা।



আরো উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাজ্যে যাবজ্জীবন সাজাকে ২৫ বছর হিসেব করা হয়। তবে ব্যতিক্রম নিউইয়র্ক রাজ্য। মূলত: সবমিলিয়ে তার ৫৫ বছরের কারাদন্ড হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখিত রায়ের ফলে যতদিন আকায়েদ বাঁচবেন ততদিন তাকে জেলেই থাকতে হবে।

খবরটি ইউনাইটেড ষ্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস বৃহস্পতিবার তিন পাতার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিস্তারিত প্রচারের পর পরই বিভিন্ন মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রকাশ ও প্রচারিত হয়। ফলে খবরটি মুহূর্তেই যুক্তরাষ্ট্রে 'টক অব দ্য কমিউনিটি' ছাড়াও 'টক অব দ্য কান্ট্রি'-তে পরিণত হয়।

জানা যায়, জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস'র মদদপুষ্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর লক্ষ্যে নিজ হাতে বোমাটি তৈরি করেন আকায়েদ। সাজা ঘোষণার সময় ম্যানহাটন ফেডারেল আদালতের বিচারক রিচার্ড জে সুলিভান এ ঘটনাকে প্রকৃতপক্ষেই বর্বরোচিত, ভায়নক ও জঘন্য অপরাধ বলে মন্তব্য করেন। বিচারক বলেন, এ অপরাধে যাবজ্জীবন সাজা হওয়াই যথার্থ। অপরদিকে সাজা ঘোষণার আগে মাস্ক পড়ে অশ্রুসজল চোখে আকায়েদ তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, আমি যা করেছি, তা ভুল ছিল। আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলছি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করাকে সমর্থন করি না।

গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার, গণপরিবহন ব্যবস্থায় বোমার বিস্ফোরণ এবং জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসকে সহযোগিতার অভিযোগে ২০১৮ সালেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন আকায়েদ। সে প্রাণ ভিক্ষাও চেয়েছিলেন। মামলার শুনানির সময় সরকারি কৌঁসুলিরা আকায়েদ উল্লাহর যাবজ্জীবন সাজার দাবি করেন। তাদের বক্তব্য আকায়েদ জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের নামে পূর্বপরিকল্পিত ওই হামলা চালিয়েছিলে। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মাননীয় জজ রিচার্ড জে সুলিভন আকায়েদকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেন।

অপরদিকে আকায়েদ উল্লাহর আইনজীবী অ্যামি গালিসিও দাবী করেন, তার মক্কেলের ৩৫ বছরের বেশি কারাবাস হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, ওই হামলার আগে শান্তিপূর্ণভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছে আকায়েদ। ওই হামলার জন্য আইনজীবী 'ব্যক্তিগত সংকটকে' দায়ী করে বলেন, যা আকায়েদকে একাকী করে দিয়েছিল ও আত্মঘাতী করে তুলেছিল।

এদিকে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, ২০১৭ সালের ১১ ডিসেম্বর সকাল ছয়টায় আকায়েদ উল্লাহ তার ব্রুকলীনের বাসা থেকে ঘরে তৈরি পাইপবোমা নিয়ে বের হন। সাবওয়েতে হামলা করতে যাওয়ার পথে সে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে ফেসবুকে লিখে 'হায় ট্রাম্প, আপনি নিজের জাতিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।' সাবওয়ে স্টেশনে পৌঁছে আকায়েদ তার বুকে বাঁধা পাইপবোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বোমাটি পুরোপুরি ফাটেনি। এতে আকায়েদ ছাড়াও আরো তিন জন পুলিশ আহত হলেও বড় ধরণের প্রাণহানি থেকে রক্ষা পায় নিউইয়র্কবাসী।

অপরদিকে ঐ মামলার সাথে সম্পৃক্ত শায়লা ইফতেখার টাইম টেলিভিশন-কে জানান, আকায়েদ উল্লাহর মামলা চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে আমি বিভিন্নভাবে কাউন্সিলিং-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিভিন্ন সময়ে তার সাথে এবং তার পরিবারের সাথে কথা বলেছি, আইজীবির সাথেও কথা বলেছি। মামলায় তার এবং তার পরিবারের আত্নপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ দেয়া হয়। তিনি জানান, কেনো আকায়েদ এমন ঘটনা ঘটালো তা উদঘাটনের জন্য তার অতীত ইতিহাস ঘাটাঘাটি করা হয়। এজন্য বাংলাদেশ থেকেও আকায়েদ সম্পর্কিত নানা তথ্য আনা হয় এবং তার শিক্ষক সহ বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকারও নেয়া হয়।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

সাঈদ তারেক-এর কলাম

বাঁচা-মরা যার যার নিজের কাছে!



'লকডাউন' পর্ব
আপাততঃ সাঙ্গ,
২৯ তারিখ থেকে
আর থাকছে না
গত সপ্তাহেই
লিখেছিলাম এই
'লকডাউনে'
কোন কাজ হবেনা, উল্টো ক্ষতির কারন না হয়ে ওঠে। সার্বিক পরিস্থিতি দেখে শংকা হচ্ছে সনাক্ত এবং মৃত্যুহারের এই হঠাৎ উল্লম্ফন লকডাউনের (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার'র ইফতার পার্টি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার'র ইফতার পার্টি। শুক্রবার (বাকি অংশ ২৩ পাতায়

'আমরা ৯৩ আমেরিকা'র ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে ইফতার পার্টি আয়োজনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটলো যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ১৯৯৩ সালের এসএসসি (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

ধনীদের ওপর দ্বিগুণ কর ধার্য করছেন বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ধনীদের ওপর প্রায় দ্বিগুণ কর বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রান্তিক হার বাড়ানোর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

চট্টগ্রামবাসীর সাথে নতুন ইসি'র মতবিনিময়

সমিতির নির্বাচন ৩০ মে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র নির্বাচন ঘিরে সংগঠনে সঙ্কট চলছে। এই সঙ্কট উত্তরণে গঠন করা হয়েছে নতুন নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নবগঠিত ইসি সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেছে নতুন নির্বাচন তফসিল, মতবিনিময় করেছে চট্টগ্রামবাসীদের সাথে। শুক্রবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের পালকি পার্টি সেন্টারে এই সংবাদ সম্মেলন পরবর্তী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘোষিত তফসিল মোতাবেক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার থেকে ২ মে রোববার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। মনোনয়নপত্র দাখিল ও গ্রহণ ৫ মে বুধবার, বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। মনোনয়নপত্র বাছাই ৭ মে শুক্রবার, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। আপিলের সময় সীমা ৮ এপ্রিল শনিবার, (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

জমে উঠেছে ঈদের বাজার

বিশেষ প্রতিনিধিঃ আর মাত্র দু'সপ্তাহ পরেই পবিত্র ঈদুল ফিতর। তাই ঈদের বাজার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন নিউইয়র্কের দোকানীরা। পাশাপাশি জমে উঠেছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কেনা কাটা। ঈদুল ফিতর ঘিরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কসে চলছে ঈদের নতুন পোষাক আর ঈদ সংশ্লিষ্ট কেনাকাটা। পাশাপাশি করোনা মহামারী উপক্ষো করে চলছে চাঁদ রাতের আয়োজন আর ঈদেও প্রস্তুতি। জ্যামাইকার স্থানীয় হিলসাইডস্থ আল হামরা, পরিণীতা প্রভৃতি ফ্যাশন, জ্যাকসন হাইটসের আইএসপি, পারফেকশন ব্রাইডালস, অমিত ফেব্রিকস এন্ড শাড়ী হাউজ, সাওয়ারিয়া, পীড়ান, লিপি ফ্যাশন, ব্রঙ্কসের (বাকি অংশ ৯

স্বজন হারানোর এক বছর ঃ ঘরে ঘরে নিরব কান্না


কামাল আহমেদ


আজাদ বাকের


আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন


ড. রেজা চৌধুরী


ড. শামিম আল মামুন


সাইফুল হায়দার খান আজাদ


বিদ্যুৎ দাশ


বিনা মজুমদার


মনির হোসাইন


সারওয়ার হোসেন


রাশিদা আহমেদ মুন


রওশন আরা ফেরদৌস

সালাহউদ্দিন আহমেদ: মহামারী করোনাভাইরাসে বিশ্বব্যাপী একের পর একে সংক্রমণে বিপন্ন হয়ে পড়ছে জনজীবন, তছনছ হয়ে গেছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা। করোনায় আক্রান্ত হয়ে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানীতে বিশ্বজুড়ে ঘরে ঘরে চলছে নিরব কান্না। দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এমপি, রাজনীতিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ছাত্র-যুবক-কৃষক, শ্রমিক-মজুর, কামার-


সাহান আহমেদ তালুকদার


সালাম খান


শফি হায়দার খান


তাজিন খান



কোরআনের মাসে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হোক

ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা

কোরআন এক অলৌকিক গ্রন্থ, যা মানবজাতির পথনির্দেশক হিসেবে প্রেরিত(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাংবাদিক আহমেদ মূসার মৃত্যুতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক, গবেষক, নাট্যকার ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

হেলথ টিপস

টিকার দ্বিতীয় ডোজ কতটুকু জরুরি?

ড. রেজাউল করিম

এই মুহূর্তে কভিড-১৯ ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে খুব আলোচনা চলছে। আমেরিকায় প্রায় ৭০ লাখ মানুষকে (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

খেলার খবর

১৩১ বছর আগের রেকর্ড ভাঙলেন তামিম

স্পোর্টস ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসের মতোই দ্বিতীয় ইনিংসেও ক্ষুরধার তামিম ইকবালের ব্যাট। ওয়ানডে মেজাজে অর্ধশতক হাঁকানোর পথে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়

"বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ"

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের কমিটি অন ফরেন অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান ও প্রভাবশালী সদস্য গ্রেগরি মিকস বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার চায় বাংলাদেশ উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাক। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সেখানে মানবাধিকার লংঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বাসায় ফিরেছেন ইলিয়াস খসরু



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, টাইম টেলিভিশন-এর বিজনেস বিভাগের পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি বাসয় ফিরেছেন। শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) তিনি (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইফতার বিতরণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইফতার বিতরণ করেছে। ষ্টেট সিনেটর মাইকেল জেনারিস ও ষ্টেট (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com